হরিশ্চন্দ্র নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য।

[মৃগয়া-বেশী রাজা হরিশ্চন্দ্র ও নাগেশ্বরের প্রবেশ]

রাজা। একি? বিঁধেও বিঁধ্‌লো না—এমন তো কখনো হয় না! আ'জ্‌ কি হস্ত তুমি এত দুর্ব্বল হ'য়েছ? না, জ্যারোপণের কোনো ত্রুটী ছিল? কার্‌ দোষ?

নাগে। কারো দোষ নয় মহারাজ! বোধ হয়, মৃগের গায় ভালরূপে লাগিনি—

রাজা! লাগিনি! তাও কি সম্ভব! আমার লক্ষ্য ব্যর্থ! এ হাতের লক্ষ্য-ভ্রম কি কখনো দেখেছ?—কখনো শুনেছ?—তা নয় হে, হয় তো কোনো মায়াধর আমাকে লজ্জা দিবার জন্যই আ'জ্‌ মায়া-মৃগ সেজে এসেছে! যাই হ'ক্‌, এ ভাল নয়—শরাসন ধ'রে অবধি এমন আর কখনই ঘটেনি। আ'জ্‌ দেখ্‌ছি বড় দুর্লক্ষণ—এ নিতান্তই কোনো অমঙ্গলের লক্ষণ—না জানি ভাগ্যে কি আছে—ভাবী অশুভ যেন মৃগরূপে দেখা দিয়ে আমার ভুজবলকে ব্যঙ্গ ক'রে গেল!

নাগে। সে কি মহারাজ! একটা হরিণ পালিয়েছে ব'লে এত আক্ষেপ—এত অশুভ কল্পনা!

রাজা। সখে! তুমি যথার্থ বীরের হৃদয় জান না, তা হ'লে এমন কথা ব'ল্‌তে না! যার লক্ষ্য চিরকাল অব্যর্থ, তার যে দিন ব্যর্থ হয়, সে দিন যেন তার পুরুষার্থ কে কেড়ে নিলে এম্নি জ্ঞান হয়!—ওকি? এমন ঘোর বনে আর্ত্তনাদ কে করে? তায় আবার বামা-স্বরে—

[নেপথ্যে করুণস্বরে) রক্ষা কর! রক্ষা কর! রক্ষা কর!]

নাগে। বোধ করি, বন-তস্করেরা কোনো ভদ্র-মহিলার উপর অত্যাচার ক'চ্ছে—যাই হ'ক্, আমাদের যাওয়া উচিত—

রাজা। (উচ্চৈঃস্বরে) ভয় নাই! ভয় নাই! ভয় নাই! রে দুর্বৃত্ত! তুই যে হ'স্, এখনি প্রতিফল পাবি!

[বেগে প্রস্থান।

নাগে। (স্বগত) একটু অপেক্ষা ক'রে যাই—কাজ কি বাবা! শুনিছি নিকটে নাকি বিশ্বামিত্রের আশ্রম—তা হয় তো "যা শত্রু পরে পরে!" আ'জ্ তা হ'লে দর্প চূর্ণ হবেই হবে!—এমন দিন কি হবে? দেখা যা'ক্!

[মন্দগতিতে প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—

আশ্রম-সন্নিহিত তরুতল।

[যজ্ঞবেদিকায় বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট; পশ্চাতে পাতঞ্জল বিল্বদল-
নির্ব্বাচনে নিযুক্ত; রাজা করযোড়ে দণ্ডায়মান;
পশ্চাতে নাগেশ্বর উপস্থিত]

রাজা। প্রভো! ক্ষমা করুন; এ দাসের যে অপরাধ, তা জ্ঞানকৃত নয়। দাস ক্ষীণ-বুদ্ধি মানব; কিরূপে জা'ন্‌বে, প্রভু অবিদ্যার শাসন ক'চ্চিলেন? দাসের ন্যায় মূঢ়ের মন স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, অদ্ভুত তপঃ-প্রভাবে অবিদ্যা-রূপিণী নিরাকারা রাক্ষসী, মানবের কণ্ঠস্বরে এমন ক'রে আর্ত্তনাদ ছা'ড়্‌তে পারে। প্রভু তো অন্তর্যামী; দাসের মনোগত অভিপ্রায় প্রভুর অগোচর নাই—প্রভুর আশ্রম যে এখানে, তাও এ দাসের জানা ছিল না।

পাত। ইটা মহারাজ, নিতান্ত ভণ্ডামির কথা—ত্রিলোকের লোক জানে, আর তুমি দেশের রাজা হ'য়েও জান না যে, এখানে রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রম?

রাজা। ঋষিরাজ! সত্যই ব'ল্‌ছি, আমি এটী জা'ন্তেম না—জা'ন্‌লে কি এমন কাজ ক'র্ত্তে পারি?

পাত। (সকোপে) এ আশ্রম যে না জানে, সে এ রাজ্যের রাজদণ্ড ধারণের যোগ্যই নয়—আমার কাছে বাপু স্পষ্ট কথা!

বিশ্বা। ওহে তা কেন! উনি রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী মহারাজ—বাহু-বলে সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্রা রাজা হ'য়েছেন—শত শত রাজা রাজপুত্র রাজধানীতে এসে ওঁর সেবা ক'চ্চে—উনি হ'লেন মর্ত্ত্যের ইন্দ্র; উনি কি দীনদরিদ্র ভিক্ষুক ব্রাহ্মণেরা কে কোথায় থাকে, তার তত্ত্ব রা'খ্‌তে পারেন?

তা হ'লে যে ওঁর মানের থর্ব্ব হবে! এত নীচ কাজ কি মহারাজাকে শোভা পায়! (সহসা কম্পিত-দেহে ও আরক্ত নয়নে) দুরাত্মন্! এত বড় স্পর্দ্ধা! এত বড় মদগর্ব্ব! অহঙ্কারে চ'কে দেখ্‌তে পাও না! ঐশ্বর্য্যমদে গুরুজনকে গ্রাহ্য কর না! দেব ঋষির তত্ত্ব রাখ না! রাজার প্রধান কর্ত্তব্যে এত হেলা! কে আর্ত্ত, কি জন্য, দয়ার পাত্র কিনা, এসব বিচার না ক'রেই দর্পান্ধ হ'য়ে বাহুবল দেখাতে ব্যগ্র! যে পুরুষ ধর্ম্মবল আর বুদ্ধিবলকে উপেক্ষা ক'রে কেবল ভুজবলেই রাজ্য শাসন করে, সে কি আর্য্যাবর্ত্তের রাজ্যপতির যোগ্য? সে শক পহ্লবাদি পার্ব্বতীয় জঘন্য বন্য জাতির অধিপতি যে হ'ক্—আ'জ্ আমি সেরূপ বলগর্ব্বিত অসার অপদার্থকে এখনি ভ্রষ্ট ক'রে জানপদকে পৈশাচ শাসন হ'তে মুক্ত ক'র্ব্বো—দেখি তোর ভুজবীর্য্য, শর কার্ম্মুক আর সৈন্য সামন্ত কেমন তোরে রক্ষা ক'র্ত্তে পারে!

রাজা। (ভূলুণ্ঠন পূর্ব্বক) রাজর্ষি! আপনার অসাধ্য কিছুই নাই। আপনি দ্বিতীয় ধাতা—অভিনব সৃষ্টিস্থাপনক্ষম—আপনি ক্রোধ ক'র্লে ত্রিজগৎ দগ্ধ হয়—আমি তো কোন্ কীটানুকীট! সত্যই মদগর্ব্ব-পাপ আমায় ঘিরেছে—কিন্তু প্রভু জ্ঞানতঃ নয়, অজ্ঞানতঃ—আপনি দয়া না ক'র্লে আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখিনে—পিতা যেমন অপরাধী পুত্রের গুরু পাপেও লঘু দণ্ড দেন, প্রভু নিজগুণে দয়া ক'রে যদি সেইরূপে এ দাসের এই গুরু পাপে কোনো লঘু দণ্ড বিধান করেন, তবেই দাস মুক্ত হয়!

পাত। আমরা শিষ্য শাখা কোনো দোষ অপরাধ ক'র্লে তো প্রভু এই দণ্ড বিধান করেন যে, সে দিন আমাদিগকে বেশী ক'রে ফুল বিল্বপত্র তুলে আ'ন্তে হয়।

রাজা। যে আজ্ঞে, যদি দ্বাদশ-বার্ষিকী কোনো কঠোর ব্রত অবলম্বন—যদি প্রভুর আশ্রমে থেকে প্রভুদের সেবা পরিচর্য্যা—যদি অর্থ দ্বারা কোনো যাগ যজ্ঞের আনুকূল্য—যদি রাজ্য ধন জন সমর্পণেও এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, এ দাস এখনি তা ক'র্ত্তে প্রস্তুত আছে।

পাত। তা আর ক'র্ত্তে হয় না মহারাজ! তবে যে মুখে দুটো লৌকিকতা ক'রে এতদূর শিষ্টাচার দেখালেন, সেই যথেষ্ট!

রাজা। আপনারা অন্তর্যামী—এ আমার মুখের লৌকিকতা, কি

আন্তরিক কথা, তা কি আপনাদের অগোচর আছে ? বরং অনুকম্পাপূর্ব্বক পরীক্ষা ক'রেই দেখুন।

পাত। তবে আপনি ক্ষমার যোগ্য বটেন !

বিশ্বা। মহারাজ ! তোমার কাতরোক্তি আর প্রায়শ্চিত্তের অভিপ্রায় শুনে আমি প্রসন্ন হ'লেম—তুমি উপযুক্ত মানসই ক'রেছ ; এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য শুদ্ধ পরিতাপ যথেষ্ট নয়—কোনরূপ দণ্ড গ্রহণই উচিত বটে।

রাজা। প্রভু যে দণ্ড বিধান ক'র্ব্বেন, দাস তাতেই প্রস্তুত—

পাত। (স্বগত) উঃ ! কি মহৎ ভাব—কি উচ্চ ধরণের কথা ! যেমন বড় নাম শুনেছিলেম, ঠিক তার মতই দেখ্‌ছি !

বিশ্বা। কেমন হে পাতঞ্জল ! কি ব্যবস্থা করা যায় ?

পাত। আজ্ঞে, দণ্ড আর কি, এই বনের মধ্যে যত ঋষি তপস্বী আছেন, তাঁদের শিষ্য শাখা শুদ্ধ সব্বাইকে এইখানে বসিয়ে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় সামগ্রীতে খাইয়ে দিন্—

বিশ্বা। (সহাস্যে) তোমার খাবার বড় ইচ্ছা হ'য়েছে পাতঞ্জল—ভাল, আমি যা প্রস্তাব ক'চ্ছি, তাতে একে দুইই হবে !

রাজা। আজ্ঞে করুন ?

বিশ্বা। মহারাজ ! আমি তোমার কিঞ্চিৎ অর্থ দণ্ড ক'রেই ক্ষান্ত পাব। অর্থাৎ, আমার একটী বহুব্যয়সাধ্য মহৎ যজ্ঞের মানস আছে ; তাতে বহুবিধ দান, বহু যাজ্ঞিকের দক্ষিণা, বহু ঋষির পূজা চাই—তুমি আমাকে তার উপযুক্ত অর্থ দাও।

রাজা। (উঠিয়া করযোড়ে) প্রভো ! এ আজ্ঞাতে ধন্য হ'লেম ! কিন্তু প্রভু, এ অতি যৎসামান্য প্রায়শ্চিত্ত—এ তো অনুগ্রহ, দণ্ড নয়—এ অনুকম্পা তো বিনা অপরাধেই হ'তে পা'র্ত্তো—আমার যে গুরুতর অপরাধ হ'য়েছে, তার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হ'লো কৈ ? এতে আমার মন পরিতৃপ্ত হ'চ্ছে না—যজ্ঞার্থ দান, এ তো নিত্য রাজধর্ম্ম, বিশেষ কিছুই নয় ! অতএব দয়া ক'রে আমার পাপের উপযুক্ত কোনো মহত্তর ত্যাগস্বীকার জন্য কোনো আদেশ হ'ক্—

বিশ্বা। (সহাস্যে) মহত্তর দান !—পা'র্ব্বে ? তখন তো কুণ্ঠিত হবে না ?

রাজা। প্রভুর এই সন্দেহে পূর্ব্ব ক্রোধের অপেক্ষাও অধিক তাপিত, অধিক দুঃখিত হ'লেম!

বিশ্বা। দেখো, যেন অব্যবস্থিত-চিত্তের মত না বুঝে সত্য ক'রে শেষে সত্য ভঙ্গ ক'রো না—সত্য লঙ্ঘনের পাপ তো জান?

রাজা। প্রভো! আ'জ্ এ দাসকে এত অপদার্থ জ্ঞান কেন? আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্চ্ছি, যা আজ্ঞা ক'র্ব্বেন, অবিচার্য্য-ভাবে তাই পালন ক'র্ব্বো!

বিশ্বা। (সহাস্যে) বটে! তবে তোমার ভুজশাসিত এই সসাগরা সদ্বীপা ধরা আমি প্রার্থনা করি! তোমার অধিকৃত যত জনপদ; যত ঐশ্বর্য্য; যত পশু, পক্ষী, মানব সংঘ—তুমি, তোমার রাজ্ঞী আর তোমার পুত্র ব্যতীত—তোমার ব'ল্‌তে আর তোমার যত কিছু আছে, সাম্রাজ্য সহিত সব আমাকে অর্পণ কর!

রাজা। যে আজ্ঞে—আ'জ্ হ'তে হরিশ্চন্দ্র আর রাজ্যাধিকারী নয়—আ'জ্ হ'তে ইষ্টদেব আর প্রভুর পাদপদ্ম ব্যতীত হরিশ্চন্দ্রের আর কোনো সম্পত্তি নাই—আ'জ্ হ'তে শৈব্যা আর রোহিতাশ্ব ব্যতীত হরিশ্চন্দ্রের "আমার" ব'ল্‌তে আর কিছুই থা'ক্‌বে না!

বিশ্বা। সাধু! সাধু! সাধু!

পাত। (উঠিয়া) অ্যাঁ! আমি কি জাগ্রত? (বিশ্বামিত্রের প্রতি করযোড়ে) প্রভো! এ কি সত্য? তবে কি এ আশ্রমে আর আমাদের থাকা হবে না?

বিশ্বা। ব্যস্ত হ'য়ো না পাতঞ্জল! ক্ষান্ত হও। (রাজার প্রতি) মহারাজ! অত্যন্ত প্রীত হ'লেম, এখন তবে রাজধানীতে যাও; আমি তথায় কল্যই গিয়ে সব ব্যবস্থা ক'র্ব্বো।

রাজা। যে আজ্ঞে! (নাগেশ্বরের প্রতি) সখে! এস—

নাগে। (জনান্তিকে) আপনি অগ্রসর হ'ন্। এঁকি সর্ব্বনাশ! এও কি সহ্য হয়? মহারাজ! আপনার বুদ্ধি আপনাতেই থা'ক্, অধিক আর কি ব'ল্‌বো! আপনি গমন করুন; আমি একবার রাজর্ষির চরণে কিঞ্চিৎ নিবেদন না ক'রে যেতে পারিনে।

রাজা। আবার কি নিবেদন?

নাগে। আপনি যা'ন্‌না, আমি সত্বর গিয়ে সাক্ষাৎ ক'চ্ছি।

রাজা। ভালই! আমারই বা কোনো তত্ত্বে আর থাকা কেন?

[প্রণাম ও প্রস্থান।

নাগে। (জানু পাতিয়া করযোড়ে) প্রভো! আপনি দুর্ব্বলের বল—অসহায়ের সহায়—নিরাশ্রয়ের আশ্রয়! আপনার চরণে এ দাস শরণাগত—রক্ষা করুন!

বিশ্বা। কে তুমি? তুমি রাজা হরিশ্চন্দ্রের হ'য়ে অনুনয় ক'র্ত্তে এলে নাকি? সুচতুর কপট রাজা কি মুখে সাধুতা দেখিয়ে কৌশলজাল বিস্তারের জন্য তোমায় রেখে গেলেন?

নাগে। না প্রভো, আমি তাঁর প্রেরিত নই—তাঁর জন্যও প্রার্থী নই—

বিশ্বা। তবে তুমি কে?—কি জন্য?

নাগে। এ দাস তুঙ্গদ্বীপের রাজপুত্র—

(ঊর্দ্ধ হইতে—না, না, না, মন্ত্রীপুত্র—
সকলের সবিস্ময়ে ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি)

পাত। এ আবার কি? (বিশ্বামিত্রের প্রতি) প্রভো! একি দৈববাণী? তবে তো এ ব্যক্তি মিথ্যা ব'ল্‌ছে?

নাগে। আজ্ঞে না, আমি কদাচ মিথ্যা বলিনি—আমার পিতা রাজমন্ত্রী ছিলেন সত্য; কিন্তু সঞ্জয় রাজার মৃত্যুর পর প্রজাবর্গ আর সৈনিকগণের অনুরোধে তিনি রাজা হ'য়েছিলেন।

(ঊর্দ্ধ হইতে—না, না, না, প্রভু হনন—রাজ্য হরণ!)

পাত। এ কথার উত্তর দাও?

নাগে। আজ্ঞে, আমার পিতার শত্রু পক্ষ এই কথা রটায় বটে, কিন্তু আমি তখন বালক, যেরূপ শুনেছি, তাই জানি।

পাত। আচ্ছা, তুমি যা জান তাই বল? কিন্তু ইটা জেনো, এ পবিত্র আশ্রমে মিথ্যা ব'লে পার পাবে না! এখানে ভ্রান্তি আর প্রতারণা, দুয়েরি শোধক আর বাধক আছে।

বিশ্বা। তার পর?

নাগে। সঞ্জয় রাজার সিংহাসন আমার পিতার হ'লো—তিনি নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব ক'র্ত্তে লা'গ্‌লেন। সঞ্জয় রাজার রাজ্ঞী স্বীয় ভর্ত্তার সহগামিনী হ'লেন। তাঁদের একটী বালক পুত্র আর ততোধিক অল্পবয়স্কা একটী কন্যা ছিল। আমার পিতা তাদের প্রতি কোনো প্রতিকূল ব্যবহার করেন নি—

(ঊর্দ্ধ হইতে—আর কিছু না, অবরোধ, নিরোধ, কারারোধ!)

পাত। (ঘন ঘন ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে) হুঁ! কেমন? আর মিছে কথা কবে?

নাগে। আজ্ঞে, আমি তো শুনেছি, তাদের প্রতি আমার পিতা কিছু মাত্র বিরূপ ব্যবহার করেন নি; কেবল তাদের ধাত্রীর ইচ্ছামত যেখানে সেখানে যেতে দিতেন না, তাতেই বিপক্ষেরা ছল ধ'র্লে যে, তিনি অপোগণ্ডদের আটক ক'রেছেন। রাজা সঞ্জয়ের সময় যে ব্যক্তি নগরপাল ছিল, তারে পিতা পদচ্যুত করেন, সেই রাগেই নগরপাল প্রধান বিপক্ষ হয়। তারই কুমন্ত্রণায় আর তারই সমভিব্যাহারে ঐ ধাত্রী ঐ শিশু দুটীকে নিয়ে রাজা হরিশ্চন্দ্রের পিতার কাছে আসে। হরিশ্চন্দ্র তখন বালক। তাঁর পিতা সেই ছল পেয়ে আমার পিতাকে আক্রমণ ক'র্ত্তে স্বীয় সেনাপতি সৌবীরকে পাঠান। সৌবীরের যুদ্ধে আমার পিতা গতায়ু হন; সৌবীর আমাকে আর আমার জননীকে বন্দী ক'রে কোশল নগরে প্রেরণ করেন, আর তাঁর প্রভুর আজ্ঞাতে আপনি তুঙ্গদ্বীপের শাসনকর্ত্তা হন। মনোদুঃখে আমার মাতার পথিমধ্যেই প্রাণত্যাগ হয়।

বিশ্বা। সঞ্জয় রাজার পুত্র কন্যার কি হ'লো?

নাগে। তাদের আর কি হবে? তারা কোশলরাজের অন্তঃপুরেই থা'ক্‌লো। কোশলরাজ ঘোষণা ক'রে দিলেন, যত দিন না সঞ্জয়-পুত্র প্রাপ্ত-বয়স্ক হয়, ততদিন সৌবীর তাদের হ'য়ে শাসন ক'র্ব্বেন।

বিশ্বা। তার পর তোমার কি হ'লো?

নাগে। আজ্ঞে, আমিও কোশল-রাজপুরীতে থা'ক্‌লেম। রাজা হরিশ্চন্দ্র আর আমার প্রায় একই বয়স; সঞ্জয় রাজার পুত্রের বয়ঃক্রম আমাদের অপেক্ষা ন্যূন।

বিশ্বা। তোমরা কি রাজকুমার হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে একত্রই লালিত পালিত হ'য়েছিলে ?

নাগে। আজ্ঞে হাঁ—মিথ্যা ব'ল্‌বো না—রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রথম দর্শনাবধি আমার প্রতি যথার্থ সৌভ্রাত্রভাব দেখিয়ে আ'স্‌ছেন—তিনি আমায় দয়া ক'রে সখা ব'লে ডাকেন—আমিও তাঁর চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন ক'রে থাকি। আমার মনে বড় আশা ছিল, রাজা হরিশ্চন্দ্র, বৃদ্ধ রাজার স্বর্গারোহণে স্বয়ং রাজা হ'লে অবশ্যই আমার পিতৃরাজ্য আমায় অর্পণ ক'র্ব্বেন—

(উর্দ্ধ হইতে—হা! হা! হা! পিতৃরাজ্য!)

পাত। কেমন, পিতৃরাজ্য বল! আবার বল!

নাগে। আজ্ঞে, কেনই বা না ব'ল্‌বো ? যখন তুঙ্গদ্বীপে আমার পিতাই শেষ রাজা, তখন নয়ই বা কেন ? সুতরাং তথায় রাজা হবার আশাও ক'র্ত্তে পারি। কিন্তু লোভের হাত কে এড়াতে পারে ? রাজা হরিশ্চন্দ্র কি দেবতা ? দেবতারাও লোভের বশ!

বিশ্বা। কেন ? হরিশ্চন্দ্র তোমায় কি কিছু আশা দিয়েছিলেন ?

নাগে। আজ্ঞে না—তিনি কপট ধার্ম্মিকের ন্যায় ধর্ম্মের নামেই আমায় নিরাশ ক'রে আ'স্‌ছেন!

বিশ্বা। কিসে ?

নাগে। আজ্ঞে, তিনি পূর্ব্বে ব'ল্‌তেন "যদিও তুমি আমার প্রাণের সখা, কিন্তু তোমার জন্যও অবিচার ক'র্ত্তে পারিনে—সঞ্জয়-পুত্রের যথার্থ প্রাপ্য সম্পত্তি কি বিচারে তোমায় অর্পণ করি ?"

পাত। এতো ভাল কথা, এতো ধার্ম্মিকতা, এতে কপট ধার্ম্মিকতা কি ?

নাগে। আজ্ঞে, তাই নিবেদন ক'চ্ছিলেম ;—পূর্ব্বে পূর্ব্বে ব'ল্‌তেন, সঞ্জয়-পুত্র প্রাপ্ত-বয়স্ক হ'লেই তারে তার পিতৃরাজ্য দিবেন ; আমি নিরুত্তর থা'কেম।

বিশ্বা। সে কি অদ্যাপি প্রাপ্ত-বয়স্ক হয় নাই ?

নাগে। আজ্ঞে, বহু দিন হ'য়েছে।

বিশ্বা। তবে তার রাজ্য সে পেয়েছে ?

নাগে। আজ্ঞে, বয়ঃপ্রাপ্ত হ'তে না হ'তেই বিধাতা তারে এমন চিত্তরোগের হাতে সমর্পণ ক'রেছেন যে, তার দ্বারা রাজকার্য্য কি কোনো সামান্য কার্য্যও হ'তে পারে না। তাই দেখে আমি আ'জ্ দু তিন বৎসর ক্রমাগত প্রার্থনা ক'চ্ছি যে, তবে তো সে রাজ্য আমিই পেতে পারি। কিন্তু তার উপশমের মিথ্যা লোভ দিয়ে আমাকেও বঞ্চিত রা'খ্‌ছেন। ফল কথা, অমন উর্ব্বর দেশের মায়া ত্যাগ করা বড় কঠিন কথা।

(ঊর্দ্ধ হইতে করতালির সহিত—না, না, না, ক'রেছে, ক'রেছে, ঐ ক'রেছে, ঐ পাপিষ্ঠই পাগল ক'রেছে, ঐ ধূর্ত্তই কি খাইয়েছে!)

নাগে। করতালির সহিত দৈববাণী! এও কি সম্ভব? না প্রভু, এ দৈববাণী নয়—অবশ্যই আমার কোনো বিপক্ষ হবে!

পাত। তোমার বিপক্ষ ধর্ম্ম!

বিশ্বা। সে যা হ'ক্, সঞ্জয়-কন্যা কোথায় ?

নাগে। আজ্ঞে, সে শৈব্যা রাণীর অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী হ'য়ে তাঁর সাক্ষাৎ ছায়ারূপে কোশল-রাজপুরেই আছে। সে এখন পরম রূপবতী যুবতী। তাই আমি প্রস্তাব ক'রেছিলেম, যখন তার ভ্রাতা চঞ্চলমতি হ'লো, তখন আমার সহিত তার বিবাহ দিয়ে আমাদের উভয়কে উভয়েরি পিতৃসিংহাসনে আরূঢ় করুন!—তা'ও না!

(ঊর্দ্ধ হইতে—হা! হা! হা! কি কথা! কি কথা!)
অমন পাত্র আর পাওয়া কোথা!)

পাত। চুপ ক'র্লে যে ? বল না? যতবার দৈববাণী হয়, ততবারই তোমার মুখ যেন শুকিয়ে বুজে যায়; কারণটা কিহে?

নাগে। আজ্ঞে, এ দৈব কি অপদৈব বুঝ্‌তে পা'চ্ছিনে! এই বিকট হাসি; এই টিট্‌কারি; এও কি দৈব হ'তে পারে? আর, এমন পবিত্র স্থলে অপদৈব সমাগমেরই বা সম্ভাবনা কি, তাও বুঝ্‌তে পা'চ্ছিনে!

পাত। দৈবও নয়, অপদৈবও নয়, এ দেখ্‌ছি, তোমারি দুর্দ্দৈব! নৈলে তোমার এত ভয় হয় কেন?

নাগে। (বিশ্বামিত্রের প্রতি করযোড়ে) প্রভু যদি এ দাসকে অভয় দান করেন, তবেই নিস্তার!

বিশ্বা। বৎস! আমার আশ্রমে তোমার চিন্তা কি? ও দৈব অপদৈব যাই হ'ক্, তুমি তাতে ভয় পাও কেন?

নাগে। প্রভুর আশ্রমে—প্রভুর সমক্ষে কোনো চিন্তা নাই সত্য, তথাপি আমরা ক্ষীণমতি মানব—

পাত। ওহে, নিষ্পাপ হৃদয় কিছুতেই শঙ্কা করে না—সপাপ হ'লে গাছের পাতাটী ন'ড়্‌লেও ভয়—আমার কাছে বাপু স্পষ্ট কথা! যতদূর ব'লেছ, সব যদি সত্য হ'তো, আর যতটুকু ব'ল্‌তে অবশিষ্ট, তাও যদি ধর্ম্মমূলক হ'তো, তবে কদাচ তুমি সশঙ্কিত হ'তে না!—আমার কাছে বাপু স্পষ্ট কথা! (পরিক্রমণ)

বিশ্বা। সে যাই হ'ক্, সঞ্জয় রাজার কন্যার সহিত তাঁর সিংহাসন প্রার্থনা ক'র্‌লে, তাতে হরিশ্চন্দ্র কি ব'ল্লেন?

নাগে। আজ্ঞে, তিনি তো এম্নি জানালেন, যেন তাঁর তাতে অমত ছিল না, কেবল রাজ্ঞী শৈব্যার অসম্মতি জন্যই পা'র্‌লে'ন না।

বিশ্বা। রাজ্ঞীর অনিচ্ছার কারণ কি?

নাগে। আজ্ঞে, তা জা'ন্‌বো কিসে? আমার প্রতি তাঁর বিরূপ হবার আর কোনো কারণ তো ভেবে পাইনে, তবে সঞ্জয়-কুমারী কমলা যদি জনরব-শ্রুত নানা কথায় মনোভার ক'রে থাকেন, আর রাজ্ঞীকেও শুনিয়ে থাকেন তো ব'ল্‌তে পারিনে!

বিশ্বা। তার পর?

নাগে। আজ্ঞে, তাঁদের আমি এ পর্য্যন্ত বুঝ্‌লেম যে, যদিও আমার পিতৃ-দোষ যথার্থ হয়, আমার আপরাধ কি? তা শুনে রাণী নীরব ছিলেন; রাজা ব'ল্লেন "সখা, এখন কিছু দিন এ প্রস্তাব স্থগিত রাখ।" আমি নিরুপায়। কিন্তু এত দিনে বিধাতা বুঝি এ অনাথের প্রতি সদয় হ'লেন—এত দিনে

রাজর্ষির পদাশ্রয়ের অধীন ক'রে দিলেন! প্রভো! আ'জ্ আবার নূতন আশার উল্লাসে মন নেচে উঠ্‌ছে! শুধু আমি ব'লে নয়, এত দিনে এই বিশাল ভারতের সকল রাজা, সকল প্রজা, সকল সমাজ সে সুবিচার আর করুণা পাবে, করুণাসিন্ধু ভগবান তারির উপায় ক'রে দিলেন! নৈলে যে রাজর্ষি, তৃণের ন্যায় রাজত্ব-পদকে তুচ্ছ ভেবে একবার সে সব পরিত্যাগ ক'রে ব্রহ্মণ্য-পদ গ্রহণ ক'রেছেন, তিনি যে আবার স্বহস্তে সাম্রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তার অর্থ কি? সে কি কেবল বসুমতীর পাপ, তাপ, অত্যাচার, অবিচার প্রভৃতি দুষ্কৃতি-ভারমোচনের জন্যই নয়?

বিশ্বা। (সহাস্যে) বৎস! তোমার কথায় অত্যন্ত প্রীত হ'লেম; কিন্তু তোমার ভ্রান্তি হ'য়েছে। আমি সাম্রাজ্যভার গ্রহণ ক'ল্লে'ম ব'লে স্বহস্তে যে রাজদণ্ড ধারণ আর সঞ্চালন ক'র্ব্বো, ইটী স্বপ্নেও ভেবো না! একবার যখন সে মায়া কাটাতে পেরেছি, আর কি তাতে জড়ীভূত হই? হরিশ্চন্দ্রের শাসনের নিমিত্ত যদিও আমি তার রাজ্য গ্রহণ করি, আমি কি আর স্বয়ং রাজকার্য্য ক'র্ব্বো? উপযুক্ত প্রতিনিধি-নিয়োগ দ্বারাই তা সিদ্ধ হবে।

নাগে। (স্বগত) শুধু যে ক্ষুদ্র তুঙ্গদ্বীপের আশা নয়—আশা যে আরো বাড়ে। (সোৎসাহে প্রকাশ্যে) প্রভো! কিরূপ ব্যক্তির প্রতি সেই কৃপাটী হবে, তা কি এ দাস সাহস ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে পারে?

বিশ্বা। (সহাস্যে) কিরূপ প্রতিনিধি, এই তোমার জিজ্ঞাস্য? কেন, যে ব্যক্তি জাতিতে ক্ষত্রিয়, মহদ্বংশীয়, সচ্চরিত্র, যোদ্ধা, বোদ্ধা, রাজকার্য্য-কুশল—যে ব্যক্তি আমার নিতান্ত বশে থা'ক্‌বে—যে ব্যক্তি হরিশ্চন্দ্রের পক্ষ নয়—যে ব্যক্তি তারে মা'র্ব্বেও না, দয়াও ক'র্ব্বে না, এমন ব্যক্তি হ'লেই হ'লো।

পাত। কেন প্রভো! ব্রাহ্মণে কি রাজকার্য্য চালা'তে পারে না? ব্রাহ্মণ কি কখনো রাজা হয়নি? আপনি রাজর্ষি, আপনার প্রতিনিধি ব্রাহ্মণ না হ'লে কি ভাল হয়?

বিশ্বা। (সহাস্যে) হ'লে তো ভাল হয়—তেমন ব্রাহ্মণ কৈ?

পাত। আমরা এত শিষ্য শাখা আপনার জন আছি; এর ভিতর কি কেউ পা'র্ব্বো না? তবে আর কেন ছাই এত কাল এত রাজনীতি দণ্ডনীতি গুলো প'ড়ে প'ড়ে মরা গেল?

বিশ্বা। (সহাস্তে) যুদ্ধ ক'র্ত্তে পা'র্ব্বে ?

পাত। কেন ? সেনাপতি তবে কি জন্য ?

বিশ্বা। যদি সেনাপতি ম'রে যায়, কি সেনাপতি নিকটে নাই, এমন সময়ে হঠাৎ যদি কোনো শত্রু এসে চড়াও হয়, তখন কি হবে ?

পাত। শত্রু আর কে ? ক্ষত্রিয় জা'ত্ তো ? তার জন্য প্রভু ভা'ব্‌বেন না।

বিশ্বা। কেন ?

পাত। আজ্ঞে, স্তেমন তেমন দেখি তো, বেটাদের হাতে গে পৈতে জড়িয়ে প'ড়্‌বো—আমাদের (পবিত্র প্রদর্শন) এই যে অস্ত্র, এ ব্রহ্ম অস্ত্র, এর কাছে এগোয় কার সাধ্য ? সে বেটাদের কি নির্ব্বংশ হবারও ভয় নেই ?

বিশ্বা। (সহাস্তে) আর যদি ম্লেচ্ছ শত্রুই হয়—তারা তো ব্রাহ্মণ ব'লে মা'ন্‌বে না ?

পাত। (মৃদুস্বরে) ও সব না দেবার গা !—(প্রকাশ্যে) প্রভুর যারে ইচ্ছা দিবেন, তাতে আর কথা কি ? তবে কিনা, অচেনা লোককে বুঝে শুঝে বিবেচনা ক'রে দেওয়া উচিত।

নাগে। প্রভু যেরূপ প্রতিনিধির কথা আজ্ঞে ক'র্চ্ছিলেন, তেমন ব্যক্তি নির্ব্বাচন জন্য কি দেশ বিদেশে ঘোষণা দেওয়া হবে ? না, গোপনে কোনো ভাগ্যবান্ ব্যক্তি অনুগ্রহাধীন হ'তে পা'র্ব্বে ?

বিশ্বা। যদি সহজে পাওয়া যায়, তবে ঘোষণার প্রয়োজন কি ?

নাগে। (কম্পগদ্গদস্বরে করযোড়ে) প্রভু দাসকে অভয় দেন তো একটী কথা—

বিশ্বা। স্বচ্ছন্দে বল ?

নাগে। এ দাস কি সে কৃপা-কটাক্ষের আশা ক'র্ত্তে পারে না ?—এ দাসের জন্ম ক্ষত্রিয় কুলে, এ দাসের পিতা ছত্রধারী—

(ঊর্দ্ধ হইতে—হা ! হা ! হা ! ছত্রধারী !)

নাগে। কিছুকালের নিমিত্ত তো রাজা ছিলেন বটে ; অন্ততঃ মন্ত্রীও

পর সচ্চরিত্রতা—তা আমি আর নিজ মুখে কি জ্ঞাপন ক'র্ব্বো, প্রভুর সমক্ষেই রাজা হরিশ্চন্দ্র "সখা" ব'লে ডেকে গেলেন! দুশ্চরিত্র হ'লে কি মহারাজা হরিশ্চন্দ্র সেরূপ সম্বোধন করেন?

(ঊর্দ্ধে—হা! হা! হা!)

হায়্ মরি কি প্রাণের সখা—
সাম্নে চরণ্-ধূলি মাথা—
সাম্নে বচন "তোমার আমি—
"ম'র্ব্বো আমি, ম'লে তুমি!"
পেছন্ ফিল্লেই ছোবল মারা—
চোরা রিষের বিষে পোরা!
দুধ কলা হায়! যত খাওয়া;
বিষ্ দাঁত তত বেড়ে যাওয়া!
নষ্ট নাগের দুষ্ট ধারা
যার খাওয়া তায় প্রাণে মারা!!

নাগে। (ত্রস্ত উঠিয়া) প্রভু, এবার আমি চিনিছি—ঐ ছড়াতেই এবার ধরা প'ড়েছে—এ আর কেউ না, সেই খগা—"খাওয়া যাওয়া" ধরণের বুলি আর কারো না—এ সেই খগা পাগলা!

বিশ্বা। পাতঞ্জল! দেখ তো, কে কোথা হ'তে এরূপ ক'র্চ্ছে?

পাত। (পরিক্রমণ ও ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপূর্ব্বক) কৈ? কোথাও তো কেউ নেই। (পুনঃ পরিক্রমণ) হাঁ, হ্যাঁ, ঐ যে—কদম্ গাছের ঐ উঁচু ডালে, মালা গলায়, পা মেলিয়ে দিব্য দোল খা'চ্ছে বটে!

(ঊর্দ্ধ হইতে)

কদম্ গাছের উঁচু ডালে;
মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসি গালে;

বন্ ফুলের হার্ দুলিয়ে গলে,
দোল্ দোলাদোল্ কালা দোলে!
কালীয় নাগ্‌কে দ'ল্‌বে ব'লে,
দোল্ দোলাদোল্ কালা দোলে—
নাগার যম্ এই খগা দোলে!!

বিশ্বা। পাতঞ্জল! ওরে অবতরণ ক'র্ত্তে বল, ভয় দেখিও না—মিষ্ট কথায় বল!

পাত। (ঊর্দ্ধমুখে) ওহে ভাই চিকণ্‌কালা—ওহে ভাই নাগার যম খগা—ডাল্ ছেড়ে একবার তলায় এস দেখি?

(ঊর্দ্ধ হইতে)

তলায় এখন যাওয়া দায়—
নাগার নিশ্বেস লাগা গায়!

পাত। ও নাগা, তুমি খগা, তবে আর ওরে তোমার ভয় কি?

(ঊর্দ্ধ হইতে)

ছোবল্ ঢাকা, লুকিয়ে থাকা, ঢেলে দেওয়া বিষ!
(সেই) বিষে জরা, জ্যান্তে মরা, কি জ্বলুনি ঈস্!
কেউটের্ বিষের চেয়ে ওটার্ কি কুচুটে রিষ—
হায়, কি কুচুটে রিষ!!

পাত। (স্বগত) যা ব'ল্‌ছে তা মিছে নয়—নাগেশ্বরের আকৃতি প্রকৃতি যা দেখ্‌ছি, নামের সঙ্গে কিছুমাত্র অমিল নয়! নৈলে প্রতিপালক সখার প্রতি এই ব্যবহার! (প্রকাশ্যে) বলি, এখন্‌তো ও লুকিয়ে নেই—তায় আবার

(ঊর্দ্ধ হইতে)

সাম্‌নে কি ভয়? সাম্‌নে কি ভয়?
সাম্‌নে খগা, পাওয়া নাগা, দেওয়া যমালয়।

পাত। তবে আর কি? নেমে এস—

খগে। (নামিতে নামিতে) এই তো নামা—ঋষির আজ্ঞা, এই তো যাওয়—কেন না যাওয়া? ঋষির কাছে অবশ্যই যাওয়া—সত্যই তো, এখন তো নাগা লুকিয়ে না থাকা—এখন ওরে চিবিয়ে খাওয়া—কি বুকের পাটা, এখানে খগরাজ থাকা, তবু যার দুধ কলা খাওয়া, তারেই ছোবল মারা!

[খগেন্দ্রের অবতরণ, প্রবেশ ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম]

বিশ্বা। গাত্রোত্থান কর—কে তুমি?

খগে। (উঠিয়া) খগেন্দ্র আমি।

বিশ্বা। তোমার নাম কি সত্যই খগেন্দ্র?

খগে। নাম? আমার নাম? আমার নাম হওয়া—শ্রীখগেন্দ্রচন্দ্র নাগান্তকা!

পাত। (সহাস্যে) নাগেশ্বর, আর খগেশ্বর, এ কাব্য মন্দ নয়! রাজা রাজ্‌ড়াদের সংসারে কত প্রকারই থাকে—বাপ্!

খগে। (দৌড়িয়া পাতঞ্জলের পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক) আপনি অন্তর্যামী হওয়া—আপনি ঠিক বোঝা—(অল্প নৃত্য ভঙ্গীতে) ঠিক বোঝা—বিধাতা মিলিয়ে দেওয়া—ঐ নাগেন্দ্র আর এই (স্বীয় বক্ষে সবলে করাঘাত) খগেন্দ্র! আর এই খানি (কটিস্থ অসি নিষ্কোষ) খগরাজকা চঞ্চু হওয়া—ইইতেই নাগাকে (দন্ত কড়মড়ি ও অসি আস্ফালন) খণ্ড খণ্ড করা—খণ্ড খণ্ড করা—গরুড়ের ঠোঁটে সাপের মতন খণ্ড খণ্ড করা—খণ্ড খণ্ড করা—গরুড়ের ঠোঁটে সাপের মতন খণ্ড খণ্ড করা—শীঘ্র করা—শীঘ্র করা—শীঘ্র করা!!

নাগে। (সভয়ে পাতঞ্জলের পার্শ্বে গমন পূর্ব্বক) প্রভু দেখ্‌ছেন না, পাগল যে তলোয়ার ঝাঁকে—

পাত। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক) ও কি? তা ব'লে তুমি আমার কাছে

এস কেন? কাটে তোমায় কাটুক—তোমার কি ব্রহ্মহত্যারও ভয় নেই—তোমাকে না লেগে যদি আমার গায় লাগে?—তোমার তো তলোয়ার আছে, খোল না কেন?

নাগে। আমি কি প্রভুদের সমক্ষে অশিষ্টাচার দেখা'তে পারি?

খগে। (দন্ত কড়মড়ি পূর্ব্বক) ওরে ভীরু! আ'জ্ ভয় না থাকা—তোর এখনো কালপূর্ণ না হওয়া—যদ্দিন ধর্ম্মরাজ হরিশ্চন্দ্রের অনুমতি না হওয়া, তদ্দিন বাঁচা—তদ্দিন বাঁচা—তাইতে বাঁচা! হা! হা! হা! (চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি) কৈ? ধর্ম্মরাজ হরিশ্চন্দ্র কোথায় যাওয়া? ধর্ম্মরাজের তত্ত্বে আসা, অধর্ম্ম-রাজের দেখা পাওয়া—রাজ্য নেওয়া—নাগের রাজ্য হওয়া—মার! মার!—কৈ, ধর্ম্মরাজ কৈ?

[বেগে প্রস্থান।

পাত। জ্ঞানও তো বিলক্ষণ আছে। কেবল বোধ হ'লো, এক বিষয়ে মনকে অনেকক্ষণ স্থির রা'খ্‌তে পারে না!

নাগে। আজ্ঞে, ঐ পাগলের কথাকে আপনি দৈববাণী ভেবেই তো আমার সর্ব্বনাশ ক'চ্চিলেন।

পাত। আর তোমার আক্ষেপ কেন? কঠোর তপস্যাতেও যা না হয়, তুমি অনায়াসে সেই রাজাধিরাজেন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের সিংহাসন তো পেলে!

নাগে। (করযোড়ে) ঋষিরাজ! আপনি অধমের প্রতি পরিহাস ক'চ্চেন—এত ভাগ্য কি আমার হবে?

বিশ্বা। (সহাস্যে) আচ্ছা, তুমি এখন যাও, আমি অবিলম্বে রাজধানীতে গিয়ে যা ভাল হয় ক'রে আ'স্‌ছি—বোধ হয় তোমাকেই মনোনীত ক'র্ব্বো!

নাগে। (সাষ্টাঙ্গে অবলুণ্ঠন পূর্ব্বক) প্রভু দয়াময়, প্রভু দীনপালক, প্রভু পতিতপাবন—অধমতারণ! কিন্তু নিজ গুণে দয়া ক'ল্লেন তো আর সন্দেহানলে দগ্ধ ক'র্ব্বেন না—শ্রীমুখের স্পষ্ট আজ্ঞা শুনে কৃতার্থ হই!

বিশ্বা। আচ্ছা তোমাকেই—

পাত। আজ্ঞে—আজ্ঞে—এখনি আজ্ঞাটা—নাই বা—

নাগে। আজ্ঞে, না প্রভু, আর বাধা দিবেন না, প্রভুর মুখে "তথাস্তু

বিশ্বা। তথাস্তু!

নাগে। প্রভু, আমার এমন বাক্‌শক্তি নাই, যাতে মনের গূঢ় কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করি! (প্রণত) কিন্তু এই সঙ্গে আর একটী ভিক্ষা না দিলে এ রাজ্যলাভও বিফল হয়।

বিশ্বা। কি বল?

নাগে। আজ্ঞে, সঞ্জয়-রাজকুমারী কমলাকে ভিক্ষা দিতে হবে!

বিশ্বা। সে কথায় আমার কথা কওয়া অনুচিত—তারে সম্মত ক'র্ত্তে পার ভালই! এখন তুমি নগরে যাও—

নাগে। আজ্ঞে, আমার আর রাজপুরে যাওয়া এখন দুষ্কর—ও এমন পাগল নয়, এখনি গে সব ব'লে দেবে! অনুমতি হয় তো এই আশ্রমে থেকেই শ্রীপাদপদ্মের সেবা ক'রে জন্ম সফল করি।

বিশ্বা। তথাস্তু!

পাত। (স্বগত) শেষ থাক্‌লে হয়!

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজান্তঃপুর—কমলার গৃহ।

[কমলা পুষ্পমাল্য গ্রন্থনে নিযুক্তা]

কম। (স্বগত) আর সব তো হ'লো, কেবল অনঙ্গদেবের শরাসনে আর তূণে রঙ্গণ ফুলের বাণ কটা পরা'তে পা'ল্লে'ই হয়। মল্লিকে বড় কুড়ে, গোটাকত রঙ্গণ তুলে আ'স্তে গেছে এ যুগে নয়! কি হয় তো মন্ত্রী-পুত্র বসন্তের সঙ্গেই বা উদ্যানে দেখা হ'য়েছে! তা হয় তো সঙ্গত—তাতে কেই বা কুড়ে না হয়!—

[মল্লিকার প্রবেশ]

মল্লি। আমি কুড়ে? তা বটে—

কম। এলে—তবু ভাল! আমি বলি, বসন্তরাজ বুঝি তোমায় যথার্থই মল্লিকে ফুল ভেবে উদ্যান থেকে আ'স্তে দিচ্ছিলেন না!

মল্লি। আ'স্তে দিন্ আর না দিন্, আমায় এই ব'লে ভৎ'সনা ক'চ্ছি-লেন, "কমলাকে কোথায় রেখে এলে? প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা যেই এই পুকুরের কমল মুদিত হয়, অম্নি তোমাদের সোণার কমল বন আলো ক'রে বেড়ান, আ'জ্ কেন এলেন'না?"

কম। আরে ভাই সেতো মুখের অনুরাগ—লোকে কেবল দূরে থেকেই কমলকে দেখে থাকে, মল্লিকে ফুলকে যেমন গলায় গেঁথে পরে, কমলের সঙ্গে কি তত ঘনিষ্ঠতা? এখন দাও, রঙ্গণের জন্যেই সাঙ্গ হ'চ্ছে না। (রঙ্গণ ফুল গ্রহণ ও গ্রন্থন) এখন বল দেখি, আ'জ্ কি সত্য সত্যই তোমার বসন্ত এসেছিলেন?

মল্লি। হ্যাঁ ভাই এসেছিলেন—সত্যই তোমার কথা অম্নি ক'রেই জিজ্ঞাসা ক'র্চ্ছিলেন!

কম। অনুগৃহীত হ'লেম, কিন্তু আ'জ্ ভাই যাই কেমন ক'রে? আ'জ্ রাজা রাণীর বসন্তোৎসব—নানা উদ্যোগ ক'র্ত্তে হ'চ্ছে—বিশেষ ফুলের যত আয়োজন, আমার উপরেই ভার; তা ব'ল্লে না কেন?

মল্লি। তা কি আমি বলিনি? কিন্তু তিনি ব'ল্লেন, "রাজা তো রাজধানীতে নাই—কদিন ধ'রে মৃগয়া ক'র্ত্তে গেছেন—উৎসব ক'র্ব্বে কে?" একথা তিনি মন্দ বলেন নি, আমিও বিকেল থেকে তাই ভা'ব্‌ছি।

কম। তা বটে, কিন্তু রাণীর কাছে যে রাজা স্বীকার ক'রে গেছেন, যেখানে থাকুন, উৎসবের মধ্যে আ'স্‌বেনই—এখনো সময় যায়নি—

মল্লি। ঐ শোন, গীত হ'চ্ছে—হয় তো তিনি এলেন—

(নেপথ্যে—গীত*)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

যাতনা সহেনা, সহেনা! (সই!)
আশার প্রবোধ আর অবোধ মন মানে না!
শুনেছি নিদাঘে সখি,
চাতকী নীরদ-মুখী;
নিদয় নীরদ নাকি,
(ওগো) তথাপি বারি বর্ষে না! ১।
আমার সে নব ঘন,
কভু তো নহে তেমন—
শীতল বারি মিলন—
(তাতে) বঞ্চিত কভু করে না! ২।
আ'জ্ সে জীবন কান্ত,
কেন সখি, হ'লো ভ্রান্ত?
তা ভেবে প্রাণ নিতান্ত,
(বুঝি) এ দেহে আর রহে না! ৩।

* এ নাটকের গীত মাত্রই, স্পষ্ট হসন্ত চিহ্ন না থাকিলে, অজন্ত করিয়া গাইতে হইবে।

কম। না, রাজা আসেন নি—তা হ'লে অমন ভাবের গান হ'তো না—রাণী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হ'য়ে আপনার মনের ভাবের মত গান গাইতে হয় তো গায়িকাদের আদেশ ক'রেছেন, তাই অমন গান হ'চ্ছে! যাই হ'ক্, (সহাস্যে) রাজা যদি নাই আসেন, তবু আমাদের আয়োজন বিফল হবে না—তবু আমরা "মল্লিকা-বসন্তোৎসব" ক'র্ত্তে পার্ব্বো!

মল্লি। নেও মেনে ভাই, মিছে কথায় জ্বালিও না। (দীর্ঘ নিশ্বাস) একে মর্ম্ম-পোড়ায় পুড়ে ম'র্চ্ছি—মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেও কেন? বলে "কোথায় বা কি, পান্তা ভাতে ঘি!"

কম। কেন, গরম ভাতের আর অপেক্ষাই বা কি?

মল্লি। না, অপেক্ষা আর কিছুই নয়—কেবল চা'ল্ আর আগুন নেই! ঘটিয়ে দিতে পা'র্ত্তে, যা ইচ্ছে ঠাট্টা ক'র্ত্তে শোভা পেতো!

কম। আমি আর কি ক'র্ব্বো ভাই? রাণীকে যতদূর বল্‌বার তা বলিছি—তিনিও স্বীকার পেয়েছেন, মন্ত্রী মহাশয়কে এবার নিজে অনুরোধ ক'রে দেখ্‌বেন।

মল্লি। ব'ল্‌তে পারিনে, রাণীর কথাতে যদি হয়, নৈলে হবার তো কোনো লক্ষণই দেখিনে!

কম। তাই তো, কি আশ্চর্য্য! তোমার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী, সর্ব্বগুণে গুণবতীর সঙ্গে ছেলের বে দিতে তাঁর এত আপত্তি যে কেন, কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে। তুমি এর কিছু নিগূঢ় পেয়েছ?

মল্লি। (দীর্ঘ নিশ্বাস) এত দিন পাইনি, আ'জ্ পেয়েছি—আ'জ্ বসন্তের, মুখ দে ব্যক্ত না করিয়ে ছাড়িনি—

কম। কি শুন্‌লে?

মল্লি। যা শুন্‌লেম, শুনে ঘৃণায় আর প্রাণ রা'খ্‌তে ইচ্ছা করে না!

কম। এত দূর? কি বল দেখি শুনি?

মল্লি। ওরে ভাই, শুন্‌বে আর কি? বুঝ্‌তে পা'র্চ্ছো না—আমি রাজার একজন দুঃখী জাতির মেয়ে বৈ তো না, আমার সঙ্গে বে দিলে রাজা যদিও ধন রত্ন দেন, একটা রাজ্য পণ তো দেবেন না! সৌবীর এখন তোমার বাপের রাজ্যের রাজা ব'ল্লেই হয়, বিশেষ তুঙ্গদ্বীপের কাছাকাছি আবার

একটা রাজ্যও নাকি সৌবীরের হ'য়েছে। মন্ত্রী মহাশয়ের মনের ভাব, সৌবীরের মেয়ের সঙ্গে বে দিয়ে বসন্তকে সেই দেশের রাজা ক'রে দেন। বসন্ত তায় ঘোর প্রতিবাদী, স্পষ্ট "না" ব'লেছেন, বাপের পায় ধ'রে বিস্তর কেঁদেছেন; মাকে দিয়েও কত বলিয়েছেন; তবু তাঁর দৃঢ় পণ!

কম। কিন্তু রাজা—

মল্লি। রাজা এত কথার কিছুই জানেন না, বিশেষ মন্ত্রী আর সৌবীর দুজনেরি অনুরোধে প'ড়েছেন—

কম। কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চিত ব'ল্‌ছি, রাণী সে অনুরোধ রা'খ্‌তে দেবেন না—সে বিবাহ কখনই হ'তে দেবেন না!

মল্লি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) একজন কবি লিখেছেন, "আশা বড় বন্ধু অসময়!" তুমিই দয়া ক'রে সেই অসময়ের বন্ধুর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় ক'রে দিচ্ছ—এখন সেই দুরাশার উপরই আমার মরণ বাঁচন নির্ভর—দেখি, তুমি আর তিনি দুজনে মিলে অভাগিনীকে ক দিন আর বাঁচিয়ে রা'খ্‌তে পার?

কম। সখি! তোমার কথা শুনে যে গা কেঁপে উঠে—তবে কি সখি, প্রেম এম্নি ভয়ানক বস্তু?

মল্লি। সাক্ষাৎ বিষধর—সাক্ষাৎ অপদেবতা! আহা! আহা! তোমার ধাই মা গল্প ক'রেছিলেন শোননি? তাঁর স্বামী ভূতের ওঝা ছিলেন, দু তিন্‌টে ভূত তাঁর পোষা ছিল—তাদের যখন যা ক'র্ত্তে ব'ল্‌তেন, তারা তখনি তা ক'র্ত্তো—তাদের গুণে তাঁর নাম, যশ, সুখের সীমা ছিল না! কিন্তু দৈবাৎ এক দিন আত্মসারা ভুলে অসাবধানে ছিলেন, অম্নি তিন্‌টেতে প'ড়ে তাঁর ঘাড় মুচ্‌ড়ে খিড়্‌কী পুকুরের পাঁকে গুঁজে রেখে গিছ্‌লো! প্রেমও তেম্নি জা'ন্‌বে—হাতে হাতে স্বর্গে তুলে দেয়—ইহ জন্মে মানুষের যত সুখ হ'তে পারে, তত সুখেরি অমৃত-কুণ্ডে ডুবিয়ে রাখে; কিন্তু একটু আত্মসারা ভুলে গেলেই অম্নি মরমে মরমে ঘাড় ভেঙে দেয়!

কম। তোমাদের পক্ষে তা খা'ট্‌লো কৈ, তোমরা তো আত্মসারা ভোলনি

মল্লি। ভুলিছি বৈ কি! তিনি যদি পিতার মত নিয়ে আমার মন নিতেন, তবে আর এমন হ'তো না!

কম। তুমি যে ভাই দুঃখের সময় হাসা'লে—প্রেম কি মা বাপের মতের জন্য ব'সে থাকে ?

মল্লি। তাও বটে! আমার ভাই মাথার ঠিক নাই—দেখ না কেন যে কথা রা'ত্ দিন জপমালা, তাতেই এই ভুল! সে যা হ'ক্, তবে নাকি তুমি প্রেমের তত্ত্ব জান না ?

কম। প্রেমের তত্ত্ব ভাই কে না জানে? দেখে শুনেও কি জা'নে পারে না ?

মল্লি। এ তো দেখে শুনে শেখার মত কথা নয়, এ যেন ঠিক ঠেকে শেখার মত!—আচ্ছা সখি! তুমি সত্য ক'রে বল দেখি, কারোর প্রতি তোমার যথার্থ প্রেম কি হয়নি?—চুপ ক'রে রৈলে যে? (চিবুক ধারণ পূর্ব্বক) কৈ দেখি, চন্দ্রবদনখানি একবার ভাল ক'রে তোলো দেখি—তবে কি তুমিও বাঁধা প'ড়েছ ?

কম। না—সখি—

মল্লি। আবার "না" কেন? আমি তোমাকে মন প্রাণ সকলি খুলে দিই—আমার কাছে তোমার লজ্জা!

কম। না সখি, লজ্জা নয়—আমারো মন বাঁধা প'ড়েছে সত্য—কিন্তু—

মল্লি। "কিন্তু" কি? যখন বাঁধা প'ড়েছে, তখন আর কিন্তু টিন্তু নেই এখন বল, কোন্ ভাগ্যধরের কপাল প্রসন্ন হ'য়েছে? এমন অমূল্য নিধি কার কপালে না'চ্ছে, আমিতো ঠাউরে পাইনে! বল, শীঘ্র বল, কে ?

কম। সখি পুরুষ নয়!

মল্লি। পুরুষ নয়! সেকি? তাই বল যে মানুষ নয়, দেবতা!

কম। না সখি, তা নয়, এই যে ব'ল্লেম পুরুষ নয়—দেবতারাও তে পুরুষ!

মল্লি। পুরুষ নয়! তবে কি মেয়ে? সে কি? মেয়েতে মেয়েতে সহজ ভাব থা'ক্, তাকে কি প্রেম বলে ?

কম। এ তেমন ভাব নয় সখি, তেমন ভাব নয়! তুমি যেমন ব'ল্লে—মন, প্রাণ, জীবন, যৌবন, সব সমর্পণ—সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সে ভিন্ন জগৎ শূন্য—এ ভাই সেই প্রেম! ফল কথা সখি, আমি পুরুষের জন্যে জন্মাই

নি ; পুরুষের সম্পর্ক রা'খ্‌বো না —পুরুষকে যে ভালবা'স্‌তে হয়, তা কখনই জা'ন্‌বো না ! তিনিই আমার সব—আমি তাঁতেই আপনার আত্মাকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছি—আমি তাঁর চরণেই জন্মের মত বাঁধা প'ড়েছি ! যদি তাঁর কাছ থেকে বল ক'রে কেউ আমাকে বিচ্ছিন্ন করে, তবে বারি-হীন মীনের যে দশা দেখেছ, আমারও ঠিক তাই হবে !

মল্লি। (নাসাগ্রে অঙ্গুলিদানপূর্ব্বক) অবাক্ ! তুমি যে ভাই অবাক্ ক'র্ল্লে ! এমন কথনো শুনিও নি—কেউ কথনো শুন্‌বেও না ! তুমি যাঁর কথা ব'ল্‌ছো, এখন তা বুঝেছি ; আগে ভা'ব্‌তেম, তাঁরে তুমি খুব ভাল বাস, এই পর্য্যন্ত ; কিন্তু এমন অসম্ভব ভালবাসা, তা স্বপ্নেও ভাবিনি !

কম। (সহাস্যে) কে বল দেখি ?

মল্লি। আর কে, শৈব্যা রাণী, না ?

কম। বুঝেছ, আর ব'ল্‌বো কি ! এ আমার বড় গুপ্ত কথা—এ তুমি ব'লেই শুস্তে পেলে, আর কারোকে কি ফুট্‌তে পারি ? ফুট্‌লে লোকে হয় পাগল ব'ল্‌বে, নয় ভা'ব্‌বে, ইনি বড় লোকের মনযোগানে কথা ব'লে বশ ক'র্ত্তে চান।

মল্লি। তা আর তোমাকে কারো ব'ল্‌তে হ'চ্ছে না—অন্ত হ'লেও এক দিন শোভা পেতো ! ভাল, তোমার বে হ'লে কি ক'র্ব্বে ?

কম। বে ? আমার আবার বে কার সঙ্গে ? আমার বে রাণীর চরণের সঙ্গেই !

মল্লি। কমল ! তুই বলিস কি ? বে ক'র্ব্বিনে ?

কম। কদাচ নয়—এ জন্মে তো কথনো নয় !

মল্লি। আচ্ছা, যদি এমন হয় যে, তোমার বর তোমাকে রাণীর কাছ থেকে ছাড়াবেন না, তবুও কি বে কর না ?

কম। তাতেও না ! আমি যথন স্বামীর প্রতি পূর্ণ মাত্রায় মন প্রাণ দিতে পা'র্ব্বো না, তথন স্বামী গ্রহণ করা তাঁর প্রতি প্রতারণা মাত্র ! !

মল্লি। কিছুতেই বে ক'র্ব্বে না ?

কম। কিছুতেই না—

মল্লি। তবে নাগেশ্বরের দশা কি হবে ?

কম। এইবার আমি এ ঘর থেকে চ'ল্লেম!

মল্লি। না, না, না—বলি রাজা যদি নিজে অনুরোধ করেন?

কম। তিনি তা ক'র্ব্বেন না—ক'ল্লে'ও সে অনুরোধ থা'ক্‌বে না! রাজা যদি বলেন মর, তা এখনি পারি, কিন্তু উটী পা'র্ব্বো না!

মল্লি। আচ্ছা, রাণীই যদি বিশেষরূপ অনুরোধ করেন?

কম। কখনই না—তিনি যে দিন তা ক'র্ব্বেন, আগুনও সে দিন শীতল হবে!

মল্লি। ভাল, কথার কথা ব'ল্‌ছি, যদিই তিনি বলেন?

কম। তবে ক'র্ব্বো—কিন্তু বাঁ'চ্‌বো না!

মল্লি। ও মা সে কি? এমন তো কখনো শুনিনি—

কম। চুপ কর ভাই, রাণী আ'স্‌ছেন!

মল্লি। কৈ পায়ের শব্দ, কি গহনার শব্দ, কি ধূলোটী নড়ার সাড়া শব্দও তো পা'চ্ছিনে, তবে কেমন ক'রে জা'ন্‌লে রাণী আ'স্‌ছেন?

কম। কান এখনো শুন্তে পা'চ্ছে না, কিন্তু আমার প্রাণ টের পেয়েছে!

মল্লি। তুই পাগল হ'লি নাকি?

কম। আচ্ছা, দেখই না কেন, রাণী এখনি আসেন কিনা? যেই এখানে আস্‌বার জন্য, তাঁর ঘর থেকে তিনি বেরোন, অম্নি আমি টের পাই—এখনো তিনি মাঝামাঝি পথে!—না সখি, বুঝি আবার ফিরে গেলেন!

মল্লি। কিসে জা'ন্‌লে?

কম। আমার হৃৎপিণ্ড আগে যত কাঁ'প্‌ছিল, এখন তত নয়—ইইতেই বুঝ্‌লেম!

মল্লি। কাঁপে কেন?

কম। কে জানে ভাই? "মাথার টনক নড়ে" এই যে একটা কথা আছে, এ যেন ঠিক তাই! আমি যেখানে থাকি না কেন, রাণী আমার কাছে আস্‌বার আগে থেকেই আমার বুক যেন কেমন করে—ভয়ে নয়, অন্য ভাবেও নয়, উৎসাহে কি আহ্লাদে যেমন হয় তেম্নি—আবার রাণী যখন আমার কাছ থেকে চ'লে যান, তখন প্রাণে যেন টান পড়ে—চুম্বক পাথর আর লোহাতে যেমন আকর্ষণ শুনেছ, এ যেন ঠিক তাই! তিনিও

তো দেখ্‌তে পাও, আমায় কত স্নেহ দয়া ক'রে থাকেন! কল কথা, দুজনের অন্তরের ভাবে কেমন এক রকম আশ্চর্য্য মিল—কেমন এক রকম যে কি, তা ব'ল্‌তে পারিনে, কিন্তু কিছুতেই তার অদ্ভুত শক্তির হাত এড়াবার যো নেই!

মল্লি। সত্যি নাকি?

কম। আমি যত মিথ্যা বল্‌বার লোক, তা কি তুমি জান না?—ঐ তিনি আবার আ'স্‌ছেন!

মল্লি। কেন, আবার তোমার বুক কি তেম্নি ক'রে কাঁ'প্‌ছে?

কম। হ্যাঁ—ক্রমেই বা'ড়্‌ছে; তিনি এলেন ব'লে—কাঁপে কি কেমন এক রকম করে তা বুঝ্‌তে পারিনে! আবার তিনি প্রফুল্ল কি অপ্রফুল্ল মনে আসেন, আমি আপনার হৃদয়ের বেগে তা পর্য্যন্ত টের পাই!

মল্লি। আচ্ছা, এখন সুখী কি দুঃখী হ'য়ে আ'স্‌ছেন বল দেখি?

কম। অত্যন্ত দুঃখিত মনে আ'স্‌ছেন!

মল্লি। আচ্ছা, আমি রাণীকে জিজ্ঞাসা ক'রে এর পরক দেখ্‌ছি।

[রাণীর প্রবেশ]

রাণী। কিসের পরক মল্লিকে?

মল্লি। আমাদের একটা পরক আছে—আচ্ছা, আপনি একবার এই দিকে আ'স্‌তে আ'স্‌তে পথ থেকে কি ফিরে গিছ্‌লেন? না, একবারেই আ'স্‌ছেন?

রাণী। না, আ'স্‌তে আ'স্‌তে একবার ফিরে গিছ্‌লেম।

মল্লি। ওগো! কমল তবে মানুষ নয়—ও অন্তর্যামী—ওরে আমরা চিন্তে পারিনে!

রাণী। কেন?

মল্লি। আপনি এখানে আ'স্‌বার জন্যে যখনি আপনার ঘর থেকে পা বাড়িয়েছিলেন, ও তখনি তা টের পেলে; আবার আপনি মাঝ পথ থেকে যে ফিরে গেলেন, তাও ও ব'ল্লে; আবার এই যে এবার এলেন, তাও স্পষ্ট ব'লে দিলে! ও বলে কি, যখনি আপনি ওর কাছে আসেন, দূর হ'তেই আহ্লাদে ওর বুকের ভেতর কেমন ক'র্ত্তে থাকে—তাইতে নাকি ও টের

পায়! আবার যখন আপনার ভাবনা চিন্তে থাকে, কি মন স্বচ্ছন্দে থাকে, তাও আপনার আস্‌বার আগেই নাকি জা'স্তে পারে—

রাণী। এখন আমার কি ভাবে আসা, তাও কি কমল ব'লেছে?

মল্লি। ওতো ব'ল্লে আপনি খুব দুঃখিতা আছেন!

রাণী। কমল রে! তবে তুই সত্যিই আমার ব্যথার ব্যথী—আমার প্রাণে যে কি হ'চ্ছে, তা অন্তর্যামী গুরুদেবই জানেন, আর দেখ্‌ছি তুই কেবল বুঝেছিস্‌!

মল্লি। কেন? বসন্তোৎসবের জন্য? আমিও তাই ভা'ব্‌ছিলেম, কিন্তু কমল বলে রাজা এখনো এলেও আ'স্‌তে পারেন।

রাণী। না, রাজা আ'স্‌বেন না, উৎসবও হবে না; তা নাই হ'ক্‌, তাতে আর কি এসে যায়? উৎসব আমোদ এখন মাথার উপর, তিনি যে পত্র পাঠিয়েছেন, তা প'ড়েই আমি হতজ্ঞান হ'য়েছি—কমল! তোমার মত বুদ্ধি-মতী দেখিনে—এর ভাব কি বল দেখি?

কম ও মল্লি। পত্রে লেখা কি?

রাণী। লেখা, আশ্চর্য্য নূতন কথা—পত্রখানির আগা গোড়া যেন দুঃখ-মাখা—পত্র প'ড়ে ভয়ে আর সন্দেহে আমার বুক কাঁ'প্‌ছে! আমাকে যে সব স্নেহের পাঠ লিখে থাকেন, এতে তাঁর চতুর্গুণ! অসাধারণ দুঃখ নৈলে সহজে কি এমন ঘটে? তাও যা হ'ক্‌, মূল কথা লেখা এই;—(পত্র পাঠ) "যখন রাজপুরী নিস্তব্ধ হইবে, তখন প্রাণাধিক রোহিতাস্যকে ক্রোড়ে লইয়া, তুমি পুষ্পোদ্যানের গুপ্ত দ্বারে আসিবে; তোমার কি রোহিতাস্যের অঙ্গে যেন অধিক কোনো অলঙ্কার, কি বহুমূল্য বস্ত্রও না থাকে; বরং রজনীর হিমানীর হস্তে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তোমাদের শরীর যেন স্থূল বসনে আবৃত রয়। তুমি ইচ্ছা করিলে কমল ও মল্লিকাকে সঙ্গে আনিতে পার; কিন্তু তাহারাও যেন সামান্য বসন ভূষণে সজ্জিতা থাকে; আমি সেই গুপ্তদ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিব—সাক্ষাতে বিশেষ বলিব।"

মল্লি। বোধ করি, ছদ্মবেশে ভ্রমণের ইচ্ছা—

রাণী। তা হ'লে রোহিতাস্য কেন? বসন্তোৎসবের এত উদ্যোগ, তা ফেলে কি এরূপ ভ্রমণের সাধ হ'তো? তা হ'লে রাজপুরীতেই বা তিনি আ'স্‌বেন না কেন?

কম। ও কথা ছেড়ে দিন—যা নয়, মিছে তার কল্পনা ক'রে সময় নষ্ট করার ফল কি? আপততঃ আপনাকে একটা প্রবোধ দেবার জন্যেই প্রিয়-সখী ও কথা ব'ল্‌ছেন ; কিন্তু যা ঘোর চিন্তার বিষয়, তাকে একবারে উড়িয়ে দেওয়াও উচিত নয়।

রাণী। কমল! আমার প্রাণ কেমন ক'র্চ্চে—আমি আর দাঁড়া'তে পারিনে, আমার মাথা ঘুর্চ্চে (উপবেশন)। এ যে কি কাণ্ড কিছুই বুঝ্‌তে পা'র্চ্ছিনে ; অথচ মহারাজ স্বয়ং যখন উপস্থিত থা'ক্‌বেন, তখন বিপদই বা কি, ভয়ই বা কি, তাও ভেবে পাইনে—কমল! তুমিই আমার বল বুদ্ধি সব, এর ভাবখানা কি বল দেখি?

কম। আপনাকে আর আমি কি ব'ল্‌বো—ভাল ভাব কোনোমতেই মনে লাগে না। কিন্তু মন্দ যে কি, তাও বুঝ্‌তে পা'র্চ্ছিনে—কিছু পরেই যখন মহারাজের সঙ্গে দেখা হবে—তাঁর নিজ মুখেই যখন সব শুন্তে পাওয়া যাবে, তখন আর উতলা হ'য়েই বা কি হবে? চলুন আমরা গোপনে প্রস্তুত হইগে—কেউ যেন কিছু টের না পায়—আমি রোহিতাশ্বকে কোলে ক'রে নে যাব ; তার ধাত্রীকে কোনো কাজে পাঠিয়ে আমি তার কাছে থাকিগে—দ্বারের চাবিটে নেবেন!

রাণী। তবে আমার ঘরে এস।

কম। চলুন ; আর কিছু ভা'ব্‌ছিনে. আমার দাদা যে কোথায় গেলেন, তাও জা'ন্তে পা'ল্লে'ম না।

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যা নগরী। চত্বর—পতাকা-মঞ্চ।

[সশস্ত্র প্রহরীয়দ্বয় উপস্থিত]

প্র, প্র। ও কি? কে না চ্যাঁচাচ্চে? না গান গা'চ্চে? এমন ঝড় বৃষ্টি বজ্জরাঘাতের রেতেও গান গায়, এর আমোদ তো কম নয়!

দ্বি, প্র। রা'ত্ কি আর আছে? হুজ্জুগ না হ'লে শুকতারা অনেকক্ষণ দেখা যেতো। আর হুজ্জুগই বা এখন কি দেখ্ছো? দুপুর রা'ত্ থেকে ক্রমাগত যে কাণ্ড হ'য়ে গেল, এখন তো তার দশ ভাগের এক ভাগও নেই। আমার পোড়া কপালে সেই সময়েই পাহারার পালা প'ড়্লো। উঃ! কি হুজ্জুগই আ'জ্ হ'য়ে গেল—আমি বেঁচে কি ম'রে ছিলেম্, তা ব'ল্তে পারিনে—আকাশ বলে ভেঙে পড়ি; পবন দেব্‌তা একেবারে উনপঞ্চাশ মূর্ত্তি ধ'রে পির্থিবী যেন তোলপাড়্ ক'চ্ছিল—কি কড়্ কড়্ হড়্ হড়্ ক'রে বাজ প'ড়্-ছিল—ঐ দেখ, অত বড় জ্যান্ত গাছটাও জ্ব'লে গেছে!

প্র, প্র। এখুনি বা কম কি!

দ্বি, প্র। এখন? আমি যা ভুগিছি, তার কাছে এ তো কিছুই নয়; তোমার কপাল ভাল, যেই তোমার পাহারার সময় এলো, দেবতাও অমি দয়া ক'রে ঠাণ্ডা হ'য়ে আ'স্ছে। সে যা হ'ক্ ভাই, একটা বড় আশ্চয্যি দেখিছি; সেই হুজ্জুগে শ্যাল কুকুর বেরুতে পারে না, একজন ভদ্রনোক পরিবার সঙ্গে কেমন ক'রে যে নগর ছেড়ে গেল, তাই দেখে আমি অবাক্ হইছি!

প্র, প্র। হেঁটে?

দ্বি, প্র। না, হেঁটে না; আপনি ঘোড়ার ওপর আর মেয়ে নোক এক খানা নম্বা-বয়েল গাড়ীতে। তা হ'ক্ হেঁটেই যেন নয়; কিন্তু যে ঝড়, বিষ্টি, বজ্জারাঘাত, তাতে ঘর মাথায় থা'ক্লেও রাস্তায় বেরুতে পারে না; এতো কাপড়ে-ঘেরা গাড়ী। তায় আবার তার মধ্যে ছেলেও ছিল; কেননা

ছেলেটী ডেকে ব'ল্লে "বাবা, গাড়ীর ভেতর জল প'ড়্‌ছে!" পুরুষটী খুব কাত-রাণির গলায় উত্তর ক'ল্লেন "কি ক'র্ব্বে বাবা চুপ কর!" গলার স্বরেই বুজ্‌লুম, তাঁরা বড় নোক—

প্র, প্র। এমন নোক এমন ভয়ানক রেতে নগর ছেড়ে গেলেন, এও তো সামান্যি আশ্চয্যি নয়! বিদেশী হ'লে, আমাদের রাজার এমন ব্যবস্থা নয় যে, থাক্‌বার স্থান পাবে না; আর স্বদেশী এমন নিষ্ঠুরই বা কে যে, তেমন দুর্জ্জুগে মেয়ে ছেলে নিয়ে ঘর থেকে বেরোবে?

দ্বি, প্র। কে জানে ভাই!—সে যা হ'ক্, যার গানের কথা তুমি ব'ল্‌ছিলে, ঐ যে সে চ্যাঁচা'তে চ্যাঁচা'তে এই দিগেই আ'স্‌ছে—না, গান না, কেমন ধারা সুর ক'রে চীৎকার ক'চ্চে, আর কি ব'ল্‌ছে—

প্র, প্র। চুপ কর, কি ব'ল্‌ছে শোনা যা'ক্—

[নেপথ্যে উচ্চৈঃস্বরে—উঠ, উঠাও! নগরবাসি! জাগ, জাগাও! অযোধ্যাবাসি! খাঁড়া ধর, অসি ধর, ধনুক ধর, উঠ, উঠ, উঠ, শীঘ্র উঠ; সর্ব্বনাশ হওয়া; রাজা যাওয়া; রাজার রাজ্য যাওয়া; সর্ব্বনাশ হওয়া! জাগ, সব জাগ! উঠ, সব উঠ! উঠাও, সব উঠাও, শীঘ্র উঠাও!]

দ্বি, প্র। একি ভাই? এর মানে তো কিছুই বুজ্‌তে পা'চ্চিনে?

প্র, প্র। ও বুঝিছি—এ সেই তুঙ্গদ্বীপের রাজপুত্তুর খগা পাগলা। আহা কি দুঃখু, এমন নোকের ছেলে, এমন নক্ষীর ভাই, নিজেও এমন সাহসী সুজন ছিল, ওদের দুই ভাই ব'ন্‌কে রাজ্যি শুদ্ধু কে না ভাল বাসে! ভগবান এমন নোকেরও এমন করেন? এত বড় রাজপুত্তুর কিনা খগা পাগলা হ'লো!

দ্বি, প্র। ভগবানের দোষ কি? শত্তুরে পাগল ক'রে দেবে, তা ভগবান কি ক'র্ব্বেন?

প্র, প্র। শত্তুরে? সে কি? এমন শত্তুরই বা ও'র কে?

দ্বি, প্র। সে অনেক কথার কথা; সে তখন এক সময় ব'ল্‌বো—কি

ভাই, আমি ওঁরে বেস জানি ; উনি যখন পাগল হন্‌ নি, তখন আমি ওঁর সঙ্গে কতবার শীকার ক'ত্তে গিছি—আ ! কি চমৎকার স্বভাবই ছিল—ওঁর কত কড়িই খেয়েছি ! উনি পাগল হবার পরও আমি নিত্যই প্রায় দেখ্‌তে যাই ; কৈ চীৎকার মীৎকার, দৌরাত্যি টৌরাত্যি তো কক্ষণো কিছু দেখিনি—যা কেবল আপন মনে বকা, আর নাগেশ্বরের নাম হ'লেই চ'ক্‌ রাঙিয়ে খট্‌মটিয়ে চাওয়া, কি তলোয়ার খানা খোলা—

প্র, প্র। তবে বুঝি নাগেশ্বরই ওঁর শত্তুর ?

দ্বি, প্র। চুপ কর—হ্যাঁ তাই বটে। সে যা হ'ক্‌, কি ব'ল্‌ছিলেম ?

প্র, প্র। ঐ যে, তলোয়ার্‌ খোলা—

দ্বি, প্র। হ্যাঁ, এ বৈ ওঁর তো আর কোনো উৎপাত নেই। তবে কেন আ'জ্‌ এমন ক'রে উনি চ্যাঁচা'চ্চেন ? এর অবিশ্যি কিছু হেতু আর মাহেতু থা'ক্‌বে। র'সো আমি ডা'ক্‌ছি—ও রাজপুত্তুর ! ও খগেন্দ্র যুবরাজ ! এক-বার এই দিগে আসুন !

[খগেন্দ্রের প্রবেশ]

খগে। আর আসা ! কেও জগন্নাথ ! জগন্নাথ ! সর্ব্বনাশ হওয়া—রাজা যাওয়া—সেই পাপিষ্ঠ রাজ্য নেওয়া—সর্ব্বনাশ হওয়া—(সোপান দ্বারা মঞ্চে উঠিতে উঠিতে) সর্ব্বনাশ হওয়া—রাজা যাওয়া—রাণী যাওয়া—আ ! ভগ্নী যাওয়া—আ ভগ্নি ! কমল ! সোণার কমল ! কোথা যাওয়া ? হায় ! কোথায় যাওয়া ? হায় ! তোর দাদাকে ফেলে কেন যাওয়া ? হায় ! সর্ব্বনাশ হওয়া—; কোথায় যাওয়া ? (মঞ্চোপরি দাঁড়াইয়া বাহু বিস্তার পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে) হা নগরবাসি ! হা অযোধ্যাবাসি ! উঠ, উঠাও ; জাগ, জাগাও ; খাঁড়া ধর ; অসি খোল ; বাণ ছাড় ; সর্ব্বনাশ হওয়া, সর্ব্বনাশ হওয়া—রাজা যাওয়া, রাণী যাওয়া, পাপিষ্ঠ নাগেশ্বর রাজা হওয়া ! ভগ্নী যাওয়া ! হা ভগ্নি ! ভগ্নি ভগ্নি ! ভগ্নি ! হা ভগ্নি ! কোথায় যাওয়া ? হা রাজন্‌ ! হা রাজ্ঞি ! হা ভগ্নি কোথায় যাওয়া ? নগরবাসি ! উঠ, উঠাও ! জগন্নাথ ! নগরপালকে ডাকো—সখা বসন্তকে ডাকো—শীঘ্র যাও—শীঘ্র যাও—

জগ। (প্রথম প্রহরীর প্রতি) শোনো ভাই, আমি এঁরে বেস জানি

আর সেই কপট নাগেশ্বরকেও বেস জানি, ইনি প্রাণ গেলেও মিছে বল্‌বার লোক নন—অবিশ্যি রাজা রাণী আর এঁর ভগ্নী কমলার কোনো বিপদ হ'য়ে থা'ক্‌বে—যদিও ভাই ভেতরের কথা ভাল ক'রে বুজ্‌তে পা'চ্চিনে, আর ঝড় জলে আমি যেন মর মর হইছি, তবু আমি নিশ্চিন্তি হ'য়ে ঘরে যেতে পারিনে; তোমার পাহারার সময়, তুমি পাহারা দাও; আমি ওঁর কথামত নগরপাল মশাইকে আর বসন্তদেবকে এখানে ডেকে আনি।

প্রহ। তাঁরা পাগলের কথায় আ'স্‌বেন?

জগ। এই দেখ না, তাঁরা পাগলকে বিশ্বাস করেন কি না'? (খগেন্দ্রের প্রতি) রাজপুত্তুর! তবে আমি নগরপাল মশাই আর বসন্তদেবকে ডেকে আনিগে, আপনি এখানে থাকুন—

খগে। যাও, যাও, শীঘ্র যাও; এখনি আনা, এখনি আনা—

[জগন্নাথের প্রস্থান।

(উচ্চৈঃস্বরে) হা নগরবাসি! উঠ, উঠাও; জাগ, জাগাও;—অসি ধর, ঢাল ধর, খাঁড়া ধর, ধনুর্ব্বাণ ধর—

[অনুচর সঙ্গে নগরপালের প্রবেশ]

নগর। একি? তুঙ্গরাজপুত্র খগেন্দ্র এমন গোল ক'চ্ছে'ন কেন?

প্রহ। মশাই! উনি ব'ল্‌ছেন রাজা, রাণী আর ওঁর ভগ্নী কোথায় গেছেন।

খগে। (উচ্চৈঃস্বরে) নগরপাল! সর্ব্বনাশ হওয়া; রাজা যাওয়া, রাণী যাওয়া, ভগ্নী যাওয়া—হা কমল! হা ভগ্নি! হায় রাজপুরী শূন্য হওয়া—এই চ'কে দেখে আসা—

নগর। এ যে অসম্ভব কথা; অথচ খগেন্দ্রের মুখে এরূপ বৃথা প্রলাপও তো অসম্ভব। মহারাজ তো মৃগয়ায় গেছেন; আ'জ্‌ বসন্তোৎসব, তাঁর নিশ্চিত আস্‌বার কথা, কৈ তাও তো তিনি রাজধানীতে আসেন নি। তা বিপদ হয়, বন মধ্যে মহারাজারই হ'তে পারে, রাণী আর কমলার কেন হবে? এ যে কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে!

[জগন্নাথের সঙ্গে বসন্তের প্রবেশ]

খগে। বসন্ত! হা বসন্ত! সর্ব্বনাশ হওয়া—সর্ব্বনাশ হওয়া—রাজা যাওয়া, রাণী যাওয়া, কমল যাওয়া—হা কমল! হা ভগ্নি! হা রাজন্! হায় রাজ্য যাওয়া, পাপিষ্ঠ নাগেশ্বর রাজ্য নেওয়া!

বস। সখে! কিসে রাজ্য যাওয়া? বিষে, না অসিতে?

খগে। না, না, বিষ না, অসিও না; ঋষি, ঋষি, ঋষি, বিশ্বামিত্র ঋষি, পাপিষ্ঠ নাগেশ্বরকে রাজ্য দেওয়া—বিশ্বামিত্র দেওয়া—তাই রাজা যাওয়া, রাণী যাওয়া, সোণার কমল যাওয়া, তোমার মল্লিকেও যাওয়া, রাজপুত্র যাওয়া, হায় রাজপুরী শূন্য হওয়া! (বসন্তের গ্রীবা বেষ্টন পূর্ব্বক) হা বসন্ত! প্রাণ যায়! কমল নাই—রাজা নাই—রাণী নাই—মল্লিকে নাই—রোহিতাশ্ব নাই—রাজপুরী শূন্য! হায় রাজপুরী শূন্য! দেখে আসা—সব শূন্য—সব শূন্য!

বস। ভাল সখে! বিশ্বামিত্র কি অভিশাপ দিয়েছেন?

খগে। না, অভিশাপ না; অভিশাপ না; রাজা মৃগয়ায় যাওয়া, কি অপরাধ করা—হা কমল! কোথায় যাওয়া?

বস। তাইতে ঋষি কি রাজাকে—

খগে। রাজা ঋষিকে বলা, যা চাওয়া তাই দেওয়া—ঋষির রাজ্য চাওয়া—রাজা রাজ্য দেওয়া—রাজা চ'লে আসা—পাপিষ্ঠ নাগেশ্বর ঋষির স্তব করা—রাজ্য চাওয়া—এই চ'কে দেখে আসা—এই কানে শুনে আসা (সহসা অসি মোচন ও আস্ফালন)—সেই পাপিষ্ঠ খেয়ে প'রে মানুষ হওয়া—রাজ্য নেওয়া—মার্, মার্, মার্ (লম্ফদান পূর্ব্বক পতনোদ্যত ও বসন্ত কর্ত্তৃক ধৃত)! মার্, পাপিষ্ঠকে মার্—খোল্, খোল্, সব অসি খোল্—নগরবাসি! উঠ, উঠাও; জাগ, জাগাও; মার্, মার্, অসি খোল্—

বস। (নগরপালের প্রতি) মহাশয়! সকলি বুঝা গেল; সর্ব্বনাশ হ'লো—মহারাজ মৃগয়ায় গিয়ে বিশ্বামিত্র ঋষির আশ্রম না জেনে সেখানে হয় তো কোনো অপরাধ ক'রে থা'ক্‌বেন; শেষে ঋষিকে সান্ত্বনা কর্ব্বার জন্য তিনি বিনয় ক'রে হয় তো এমন ব'লেছিলেন, আপনি যা ব'ল্‌বেন তাই ক'র্ব্বো—যা চাবেন তাই দিব! তিনি তো বিশ্বামিত্র ঋষি, সাম্রাজ্যই দান

ল'য়েছেন! হয় তো তার পর নাগেশ্বর কোনোরূপে তাঁরে প্রসন্ন ক'রে সেই সাম্রাজ্যের আধিপত্য ঋষির কাছে ভিক্ষা ক'রে নিয়েছে—রাজা হয় তো মনের দুঃখে, অভিমানে, লজ্জায় কারুকে না ব'লে রাণী, রাজপুত্র, কমলা আর মল্লি—প্রভৃতিকে ল'য়ে রাত্রেই চ'লে গেছেন—

খগে। যাওয়া, যাওয়া—রাত্রেই চ'লে যাওয়া! হায় কোথায় যাওয়া—কোথায় যাওয়া?

নগর। কৈ মহারাজ তো নগরে আসেন নি?

বস। হয় তো গোপনে এসেছিলেন—

নগর। আ! এখন আমার চৈতন্য হ'লো—এখন আমার এক প্রহরীর কথা সম্পূর্ণ সত্য ব'লে বোধ হ'চ্ছে। কি সর্ব্বনাশ! তখন যদি তা বিশ্বাস ক'রে ছুটে যাই, তবেই হয় তো মহারাজের দর্শন পাই! হায়! হায়! কেন তারে পাগল ব'লে উড়িয়ে দিলেম!

বস। প্রহরী কি ব'লেছিল?

নগর। যখন বড় দুর্য্যোগ, তখন একজন প্রহরী ছুটে এসে আমায় ব'ল্লে যে, একখানি গোশকটে কয়েক জন স্ত্রীলোক আর সেই সঙ্গে একজন অশ্বারোহী পুরুষ নগরের বাইরে গেলেন। তার পর সে চুপি চুপি ব'ল্লে "যিনি ঘোড়ায়, তিনি ঠিক মহারাজার মত!"

বস। তবেই ঠিক—কোন্ দিকে? কোন্ তোরণ দে?

জগ। (করযোড়ে) অনুমতি হয় তো, আমিও যা দেখেছি—

বস। বল বল—শীঘ্র বল?

জগ। বড় হুজ্জুগের সময়, এই মঞ্চের নীচে দে, ঐরূপ একজন ঘোড়ায়-চড়া এক খান বয়েল গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। যদিও আঁধারে ভাল ক'রে দেখ্‌তে পাইনি, কিন্তু তবু তিনি যে একজন বড় নোক, তা তাঁর আকার প্রকারে বেস বোধ হ'লো। সেই সময় গাড়ীর মধ্যে একটী বালক কাঁদ্‌ছিল; তারে দু তিন জন স্ত্রীনোক ভুলোচ্ছিলেন, তাঁদের গলার সুরেও বুঝ্‌লেম তাঁরা সামান্যি ঘরের মেয়ে নন!

বস। তবেই সব দিকে মিলেছে—হায়! অযোধ্যায় কা'ল্ কি কাল-রাত্রিই এসেছিল! আকাশে যেমন, আমাদের অদৃষ্ট-আকাশেও তেম্নি দুর্য্যোগ

ঘ'টেছে! হা রাজ্ঞি! হা কমল! হা রোহিতাস্য! (মৃদুস্বরে) হা মল্লিকে! হায় তোমরা কি অসহ্য কষ্টই পা'চ্ছো!

নগর। যা হবার হ'য়েছে, এখন আর এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভা'ব্‌লে কি হবে? চলুন, মন্ত্রী মহাশয়ের নিকটে সকলে যাই—

বস। নগরপাল মহাশয়! আপনি পিতাকে ব'লে তাঁর অনুমতি ল'য়ে সেনাপতির নিকট যা'ন, তিনি তাঁর সৈন্য সমাবেশ করুন, রাজধানী রক্ষা ক'র্ত্তে হবে—সিংহের আসনে শৃগাল ব'স্‌বে, আর আমরা হাত যোড় ক'রে সেই শৃগালের কাছে দাঁড়াব—তার আজ্ঞা পালন ক'র্ব্বো, এতো কখনই হবে না! হ'য়ে কেন মলুম না!

নগর। চলুন, আমরা আপনার মাননীয় পিতা মহাশয়ের কাছে যাই; এ অবস্থায় যা ভাল হয়, তিনি তার অবশ্যই বিধান ক'র্ব্বেন।

বস। না, আমি রাজানুসরণে যাব, আপনারা আমার নাম ক'রে পিতাকে ব'ল্‌বেন, সূর্য্যবংশের প্রধান মন্ত্রী হ'য়ে কখনই খদ্যোতের আলোকে মুগ্ধ না হন!—মুগ্ধ! যারে গৃহে রা'খ্‌লে গৃহীর প্রাণ নাশ—যারে পদতলে দলিত ক'র্ত্তেও ঘৃণা করে, সেই খদ্যোতের আলোতে আবার মুগ্ধ! যারা বাদুড়, চাম্‌চিকে আর নিশাচর, তারাই তারে পেয়ে সুখী হ'ক্‌গে—গরুড় অবধি চড়া পর্য্যন্ত যারা সূর্য্যালোকেই স্ফূর্ত্তি পায়, তারা কি তারে গ্রাহ্য করে? আমার এই কটা কথা পিতা মহাশয়কে জানাবেন! তাঁরে কিছুই জানাতে হবে না, তবু জানাবেন। আর আর সকল মন্ত্রী, সকল কর্ম্মচারী, সকল সেনানায়ক, সকল প্রকৃতিবর্গকে ব'ল্‌বেন যে, যদি ব্রহ্মশাপে রাজ্য শুদ্ধ ভস্মীভূত হ'য়ে যায়, সেও ভাল, তবু সেই মিত্রদ্রোহী, প্রতিপালক-দ্রোহী, গুরু-দ্রোহী, উপকারী-দ্রোহী, অধিক কি, রাজদ্রোহী নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞ পামরাধমকে রাজা ব'লে কেউ যেন রসনার অবমাননা, আর্য্য নামে ধিক্কার আর কোশল রাজ্যের নামে দুরপনেয় চির কলঙ্ক না রাখেন! আমার আর অবসর নাই, নৈলে, এখনি আমি নগরের পথে পথে এইরূপ দাহ্য পদার্থে আগুন জ্বেলে বেড়াতেম—অযোধ্যাবাসীর ঘৃণা আর ক্রোধাগ্নিতে আমাদের মহারাজের আদিপুরুষ সূর্য্যদেবকে পর্য্যন্ত তাপিত ক'রে তুল্‌তেম!

নগর। একবার দেখা ক'রে গেলে কি ভাল হ'তো না?

বস। না, যতক্ষণ মহারাজ কোথায়, কোন্ পথে, কিরূপে গেলেন—যতক্ষণ তাঁদের সঠিক অনুসন্ধান না পা'চ্ছি—যতক্ষণ মহারাজের স্বমুখে রোগের প্রকৃতি কিরূপ—এই অশ্রুতপূর্ব্ব ঘোর অত্যাচারের চরম সীমাই বা কোথায়, তা নির্দ্ধারণ ক'র্ত্তে না পা'চ্ছি; ততক্ষণ আমার প্রাণ স্থির হ'চ্ছে না—কাজেই আপনাদের উপর ভার রেখে আমায় ছুটে যেতে হ'লো—এখন প্রভাত হ'য়েছে, আর বিলম্ব ক'র্ত্তে পারিনে! জগন্নাথ! তুমি শীঘ্র যাও, আমার মন্দুরায় যাও, বল গে বাছের বাছ দুটী অশ্ব চ'ড়ে দুজন অশ্বপাল যেন হস্তিনার পথে ছুটে আসে; আমরা ততক্ষণ পদব্রজেই চ'ল্লেম!——

[জগন্নাথের প্রস্থান।

প্রিয়সখে খগেন্দ্র! এস ভাই, আমরা যাই, তোমার প্রাণের ভগ্নীর সঙ্গে দেখা ক'র্ব্বে তো এস, শীঘ্র এস, ছুটে যাই এস! তোমার অসি আছে তো?—আচ্ছা বেস!

[খগেন্দ্রের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান।

নগর। (স্বগত) মন্ত্রীপুত্র বসন্ত বড় বুদ্ধিমান, অত্যন্ত সাহসী, বুদ্ধে সাধ্যে এখনি "বিশ্‌কর্ম্মার পুত্র বিয়াল্লিশকর্ম্মা"; আমার তো ও'র উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে—উনি যা ব'ল্লেন তাই কর্ত্তব্য। (প্রকাশ্যে) যাই, মন্ত্রী আর সেনাপতির নিকট গিয়ে রাজধানী রক্ষার উপায় দেখিগে—

[বিশ্বামিত্র, পাতঞ্জল ও নাগেশ্বরের প্রবেশ]

বিশ্বা। সেনাপতির নিকট গিয়ে রাজধানী রক্ষার উপায় করে কে?—

(কম্পিতদেহে প্রণাম পূর্ব্বক নগরপাল করযোড়ে দণ্ডায়মান)

তুমি কে হ্যা বাপু? তুমি কি রাজকর্ম্মচারী? তোমার কোন্ কর্ম্মের ভার?

নগর। আজ্ঞে, এ দাসকে মহারাজ দয়া ক'রে নগরপালের কর্ম্মভার দিয়ে প্রতিপালন ক'চ্ছে'ন।

বিশ্বা। উত্তম! কিন্তু এখন কি কোনো বৈরী পক্ষ উপস্থিত যে, রাজধানী আর রাজপুরী রক্ষার উপায় ক'র্ত্তে যা'চ্ছিলে?

নগর। আজ্ঞে, সবিশেষ জানি নে—

বিশ্বা। সবিশেষ জান না? অথচ রক্ষার উপায় করা কর্ত্তব্য বোধ হ'য়েছে! আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা?

নগর। (সকম্পিত) আজ্ঞে, একজন অপ্রকৃতিস্থ, ক্ষীণ-মস্তিষ্ক ব্যক্তির মুখে মন্ত্রীপুত্র শুন্‌লেন যে, মহারাজের অন্নে পালিত কোনো অকৃতজ্ঞ নাকি মহারাজের রাজ্য হরণে উদ্যুক্ত হ'য়েছে, তাই—

বিশ্বা। (সকোপে) "একজন অপ্রকৃতিস্থ ক্ষীণ-মস্তিষ্কের মুখে শুন্‌লেন!" তোমরা কি এইরূপে রাজ্য ক'রে থাক? তোমাদের মন্ত্রীপুত্র অপ্রকৃতিস্থ লোকের কথায় তোমাকে রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত নিয়োগ ক'র্লেন?

নগর। আজ্ঞে, সে ব্যক্তি অপ্রকৃতিস্থ বটে, কিন্তু জানা আছে, মিথ্যা কথা বা প্রলাপ বাক্য কখনই কয় না!

বিশ্বা। "সে মিথ্যা কয় না—প্রলাপ কয় না!" তবে কি ক'য়েছে? সে কি ব'লেছে, সেই অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি সৈন্য সমাবেশ ক'রে রাজ্য হরণ ক'র্ত্তে আ'স্‌ছে?

নগর। না ততদূর নয়—সে যে কি ব'লেছে, আমি তা ভাল বুঝ্‌তে পারিনি, কিন্তু মন্ত্রীপুত্র—

বিশ্বা। মন্ত্রীপুত্র! কেন মন্ত্রী কি গতাসু হ'য়েছেন? এখন কি মন্ত্রী-পুত্রের কথাতেই রাজ্য চলে?

নগর। আজ্ঞে, তেমন নয়; তিনি এই সংবাদটী তাঁর পিতাকে জানাতে ব'লেছেন, আর সেনাপতি মহাশয়কেও সাবধান হ'তে ব'লে দেছেন—জনরবটা যাই হ'ক্, সতর্ক থাকায় দোষ কি?

বিশ্বা। "সতর্ক থাকায় দোষ কি!" এ সব কি ছদ্ম কথা নয়? এই ব্যবহার আমার সঙ্গে? ভাল দেখা যা'ক্! কৈ যিনি তোমাকে আজ্ঞা দিলেন, তিনি কৈ? সেই বড় বিজ্ঞ, বড় বীর, বড় ধীর মন্ত্রীপুত্র কৈ?

নগর। আজ্ঞে, তিনি রাজানুসরণে গেলেন—

বিশ্বা। "রাজানুসরণে!" কেন তোমাদের রাজা কোথায়?

নগর। শুন্তে পা'চ্ছি, মহারাজ নাকি গোপনে রাজধানী ত্যাগ ক'রে গেছেন।

বিশ্বা। "রাজধানী ত্যাগ ক'রে গেছেন!" গোপনে! এখনি! তবে যেন

যা দান ক'রেছেন, তা সন্তোষে নয়! তবে যেন দান কার্য্যটী তাঁর লজ্জাকর হ'য়েছে! তাঁকে দেখ্‌তে পেলে আমি ব'ল্‌তেম, তাঁর এমন দান আমি চাইনে! তাঁর উচিত ছিল, তাঁর বিজ্ঞ আর বীরত্বাভিমানী রাজপুরুষবর্গকে ব'লে যাওয়া—আর কিছু বলুন না বলুন, তাঁর দান-করা সম্পত্তিতে কেউ আপত্তি না করে—দুঃখী ব্রাহ্মণ দেখে কেউ বলপূর্ব্বক তাড়িয়ে না দেয়, অন্ততঃ এই একটা ইঙ্গিত দিয়েও তাঁর গমন করা উচিত ছিল!

নগর। আজ্ঞে, সিংহাসন ত্যাগ করাতেই প্রকারান্তরে তাঁর বলাই তো হ'য়েছে!

বিশ্বা। বলাই হ'য়েছে, এমন বোধ কর? ভালই! ভাল, তাঁর সঙ্গে গেল কে কে?

নগর। আজ্ঞে, শুন্তে পা'চ্ছি, আর কেউ না—কেবল মহিষী, রাজপুত্র আর মহিষীর দু একটী সহচরী মাত্র।

বিশ্বা। সহচরী! সহচরী কি কোনো সহচরের উপর তাঁর অধিকার তো তিনি রাখেন নি!—যা'ক্ সে কথা তোমাদের কাছে বলা বৃথা—

নাগে। সহচরী কে কে?

(নাগেশ্বরের প্রতি নগরপালের ঈষৎ রোষ-কষায়িত বক্রদৃষ্টি ও অসিতে হস্তদান)

পাত্র। (জনান্তিকে নাগেশ্বরের প্রতি) সহচরী ফহচরীর কথায় এখন তোমার কাজ কি? প্রকৃত কথা কওনা! আগে ধনাগার টনাগার রক্ষার উপায় গে দেখ না! তার পর ব্রাহ্মণ-যাগের আয়োজনটাও ক'র্ত্তে বল না!

বিশ্বা। (সহাস্যে) কেন, নগরপাল! উনি যা প্রশ্ন ক'ল্লে'ন, তার উত্তর না দিয়ে, কেবল আড়ে আড়ে কোপদৃষ্টি ক'ল্লে' যে? উনি কে এখনো কি জা'ন্তে পার নি?—

[জগন্নাথ ও অন্যান্য প্রহরীর সঙ্গে প্রধান মন্ত্রীর প্রবেশ]

এই যে, তোমাদের প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং এসেছেন, এখন তুমি ত্রাণ পেলে!

মন্ত্রী। (অবলুণ্ঠনান্তে করযোড়ে) আ'জ্ বড় ভাগ্য, প্রভুর পদার্পণে

অযোধ্যা ধন্য হ'লো। কিন্তু রাজপথে—চত্বরে কেন? রাজপুরী বা দীনদাসের কুটীর কি পবিত্র হবে না?

বিশ্বা। (সহাস্তে) এখন নিত্য হবারি সম্বন্ধ হ'য়েছে—তোমরা রা'খ্‌লেই হয়।

পাত্র। (স্বগত) নিত্য সম্বন্ধ! তবে কি প্রতিনিধি নয়, স্বয়ং? তা হয় তো বেস হয়!

মন্ত্রী। প্রভো! ভ্রান্ত মানব পদে পদেই অপরাধী—সামান্য সম্পত্তিপদের লালসা তাদের পরম পদ লাভের ঘোর বিবাদী—তারা কি দেব ঋষিদের সহিত যথোচিতরূপে সম্বন্ধ রা'খ্‌তে সমর্থ হয়? নিতান্ত নির্ম্মলতা—একান্ত লোভ-রাহিত্য ব্যতীত কি দেবতা আর ঋষিদের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক রাখা সম্ভব? সেরূপ নির্ম্মল, সেরূপ নির্লোভ, সেরূপ নিরভিমান, ইহলোকে কে? কাজেই সেই প্রার্থনীয় পবিত্র সম্বন্ধ রাখা এক প্রকার অসাধ্য ব্যাপার! তবে যদি দেব দ্বিজ মহাশয়েরা দয়া ক'রে নিজগুণে আমাদের অপরাধ উপেক্ষা ক'রে সম্বন্ধ রাখেন, তা হ'লেই রয়, নৈলে প্রভো, আমাদের সাধ্য কি?

বিশ্বা। তোমাদের সাধ্য কি! তোমাদের সাধ্য—ভক্তি! এই দেখ, তোমাদের মহারাজ কেবল ভক্তি-গুণেই ত'রে গেলেন, নৈলে ব্রহ্ম-কোপানলে রাজ্য শুদ্ধ কা'ল্ দগ্ধ হ'তেন!

মন্ত্রী। কেন প্রভু! এমন হ'য়েছিল কেন? আমাদের মহারাজ তো এমন আচরণের অযোগ্য, যাতে ব্রহ্ম-কোপানল প্রজ্জ্বলিত হ'তে পারে? তবে যদি অজ্ঞানকৃত কোনো অপরাধ হ'য়ে থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা!

বিশ্বা। জ্ঞানকৃত হ'ক্, অজ্ঞানকৃত হ'ক্, অপরাধ তো হ'য়েছিল—

মন্ত্রী। তবে কি প্রভু, অজ্ঞানকৃত অপরাধেও দণ্ড আছে? অজ্ঞানকৃত দোষও কি ব্রহ্ম-কোপানলের ইন্ধন হয়?

বিশ্বা। স্থল বিশেষে—বিষয় বিশেষে হয় বৈ কি, নৈলেই বা হ'লো কেন?

মন্ত্রী। অজ্ঞানকৃত অপরাধের যখন এত দণ্ড, তখন প্রভু, জ্ঞানকৃত পাপের তো প্রায়শ্চিত্তই নাই!

বিশ্বা। আ'জ্ আমি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিতে আর ধর্ম্মের বিচার ক'র্ত্তে আসি নাই—আ'জ্ কেবল তোমাদের জানাতে এসেছি, তোমাদের আর

তোমাদের রাজ্যের মস্তক যিনি, তিনি যখন অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য তাঁর পৈত্রিক আর স্বোপার্জ্জিত এত বড় সাম্রাজ্যটা দিতে বাধিত হ'য়েছেন, তখন তাঁর হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যাঁরা, তাঁরা যেন সাবধান হন—তাঁরা যেন জ্ঞানকৃত অপরাধে ব্রহ্ম-কোপানল জ্বেলে সবংশে ছারখার হ'য়ে পুড়ে না মরেন! কেমন বুঝেছ তো?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, বুঝা আর বুঝানো কি? বিচার ক'র্ত্তে যখন আসেন নি, তখন বিচারে হ'ক্ অবিচারে হ'ক্ প্রভুর ইচ্ছামতই আদেশ হ'ক্! কেবল শ্রবণ আর পালন করা আমাদের কর্ত্তব্য কাজ বৈ তো না, আমরা তৎপক্ষেই যত্নবান্ থাকি!

বিশ্বা। উত্তম! সূর্য্যবংশের প্রধান মন্ত্রীর উপযুক্ত কথাই ব'লেছ! বৈধাবৈধ, কিছুই তোমাদের বিচার ক'রে কাজ নাই—ক'র্ল্লে'ও ভাল হবে না—তোমাদের মহারাজ যা ক'রে গেছেন, আর আমি যা বলি, অবিচার্য্যরূপে তাই পালন করাই তোমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য আর শ্রেয়ঃ। তবে আর বৃথা সময় বা বাক্য ব্যয়ের আবশ্যকতা কি? মূল কথা শুন;—রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁর সাম্রাজ্য সহিত সমুদায় প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য; স্থাবর অস্থাবর; সজীব নির্জীব সম্পত্তি আমাকে দান ক'রেছেন—কেবল তাঁর নিজের দেহ, পত্নী আর পুত্র ভিন্ন আর কিছুতেই তাঁর অধিকার নাই! কেমন, এতে তোমাদের কোনো সন্দেহাপত্তি আছে?

মন্ত্রী। যাঁর বস্তু তিনি দান ক'রেছেন, আমাদের আর আপত্তি কি?

বিশ্বা। উত্তম! তার পর শুন;—এই সাম্রাজ্য এখন আমার, বটে তো? ভাল! যখন ইটা তোমাদের রাজার ছিল, তিনি কি এর সকল বিভাগ আপনি শাসন ক'র্ত্তেন? না, বহু স্থলে প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা নিয়োগ দ্বারাই প্রজাপালন ক'র্ত্তেন? শেষেরটা অবশ্যই হ'তো। ভাল! আমিও তেম্নি প্রতিনিধি দ্বারা শাসন ক'র্ত্তে চাই—এই নাগেশ্বর আমার প্রতিনিধি-পদে নিযুক্ত হ'লেন—

সকলে। নাগেশ্বর?

বিশ্বা। হাঁ, নাগেশ্বর—(সদর্পে ভূমে পদাঘাত পূর্ব্বক) হাঁ, নাগেশ্বর—আবার বলি—হাঁ, নাগেশ্বর—কে না বলে বলুক! হাঁ, ইনিই কোশলের

সিংহাসনে আমার স্বরূপ হ'য়ে রাজত্ব আর রাজধানী রক্ষা ক'র্ব্বেন—অধীন রাজ্য সমূহে ইনিই প্রতিনিধি প্রেরণ বা এঁর ইচ্ছামতে পূর্ব্ব প্রতিনিধি আর রাজগণকে পদস্থ রা'খ্‌তে পা'র্ব্বেন! ফল কথা, রাজা হরিশ্চন্দ্র যা যা ক'র্ত্তেন, ইনিও তাই ক'র্ব্বেন। কেমন, এতে তোমাদের কোনো অমত আছে?

মন্ত্রী। আপত্তি থা'ক্‌লেই বা প্রভুর সাক্ষাতে ব্যক্ত ক'র্ত্তে কে সাহসী হবে?

বিশ্বা। কি আপত্তি, তবু একবার শুনি?

মন্ত্রী। অভয়দান পূর্ব্বক অনুমতি করেন তো—

বিশ্বা। ভাল—একবারের নিমিত্ত অভয়—

মন্ত্রী। তবে প্রভু! এই আপত্তি—প্রভু প্রশ্ন ক'ল্লেন, আমাদের মহারাজা কি সাম্রাজ্যের বহু অংশ প্রতিনিধি দ্বারা শাসন ক'র্ত্তেন না?

বিশ্বা। তা কি নয়?

মন্ত্রী। আজ্ঞে তাই বটে; কিন্তু যে প্রতিনিধি যে ভূভাগের নিমিত্ত মনোনীত হ'তেন, সে দেশের অধিকাংশ প্রজারা যদি তাঁকে না চাইত, তবে আমাদের মহারাজ তাঁকে (আপনার পরম বন্ধু হ'লেও) আর তথাকার জন্য নিয়োগ-পত্র দিতেন না! কিম্বা তাঁরে সে পদে আর রা'খ্‌তেন না!

বিশ্বা। সে ব্যক্তি নির্দ্দোষী হ'লেও এরূপ ক'র্ত্তেন?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ; কেননা মহারাজ ব'ল্‌তেন, যখন দেশের অধিকাংশ প্রজা এত দূর অনিচ্ছুক বা প্রতিকূল, তখন আমাদের চক্ষে এ ব্যক্তি নির্দ্দোষী হ'লেও সে অঞ্চলের পক্ষে অবশ্যই অযোগ্য! মহারাজার সংস্কার আছে যে, রাজা প্রজাতে পিতা পুত্র সম্বন্ধ; রাজা যদি স্নেহ আর ন্যায় পূর্ব্বক শাসন করেন, তবে শাসিত দেশের লোক আপনা হ'তেই অবশ্য তাঁর বশীভূত—অবশ্যই তাঁর অনুগত—অবশ্যই তাঁর পদমর্য্যাদা সমর্থনার্থ লালায়িত হয়; সুতরাং, অধিকাংশ প্রকৃতিপুঞ্জ যার প্রতিকূল বা বিদ্বেষী, সে ব্যক্তি কখনই যোগ্য রাজা বা যোগ্য শাসনকর্ত্তা নয়। শুদ্ধ নিরপেক্ষ ভাবে রাজনীতি পালন ক'ল্লেই সুশাসক হয় না, প্রজার প্রতি বাৎসল্যবিরহিত হ'লে সোণার শাসনও লৌহময় কুশাসনের আকার ধারণ করে! আমাদের রাজসংসারে এইরূপ প্রথাই চ'লে আ'স্‌ছে, প্রভুকে সেইটী জানানো আমার উদ্দেশ্য—

প্রভু না জা'নলেই বা ব্যবস্থা ক'র্বেন কিরূপে? এখন নিবেদন ক'রে নিশ্চিন্ত হ'লেম, যা ভাল হয় বিধানাজ্ঞা হ'ক্।

বিশ্বা। তবে যেন তোমার মতে আমার প্রতিনিধি নাগেশ্বরের প্রতি এ রাজ্যের সকলে প্রতিকূল?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, এ দাসের মতামতে কি এসে যায়? রাজ্যশুদ্ধ প্রজার অভিমত গ্রহণ ক'ল্লেই সমস্ত বিদিত হবে!

বিশ্বা। তবে কি আমাকে বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসা ক'রে বেড়াতে হবে যে, "হ্যাগা, তোমরা কি আমার প্রতিনিধিকে ভাল বাসো না? হ্যাঁগা, তোমরা কি আমার প্রতিনিধির প্রতি অনুকূল নও?" তোমাদের মহারাজা কি ইই ক'রে বেড়াতেন?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, না প্রভু, তা কিছুই ক'র্ত্তে হবে না—

বিশ্বা। তবে কি?

মন্ত্রী। প্রভু যেই পূর্ব্ব প্রথার পক্ষপাতী আছেন, ইটী জা'ন্তে পা'ল্লে প্রজারা আপনারাই এসে শ্রীপাদপদ্মে মনের অভিপ্রায় নিবেদন ক'রে যাবে, কিম্বা তাদের মনোগত অভিপ্রায়মূলক প্রার্থনা-পত্র পাঠিয়ে দেবে!

পাত। (রাজর্ষির প্রতি করযোড়ে) আপনার তপ জপ বিস্তর আছে, আপনি তো দেখ্‌ছি সাবকাশ পাবেন না; তা অনুমতি হয় তো, আমি দিন কতক রাজধানীতে থেকে, প্রজাদের অভিপ্রায় আর প্রণামী টুণামী সংগ্রহ ক'রে ল'য়ে যাই!

বিশ্বা। ছি পাতঞ্জল! অর্থে তোমার এত লোভ! ধনে যদি এত লালসা, তবে গ্রাম্য উপাধ্যায়ের নিকট অধ্যয়ন না ক'রে, তপোবনের ক্লেশ স্বীকার ক'চ্ছো কেন? গ্রাম্য অধ্যাপকের শিষ্য হ'লে সর্ব্বদাই ক্রিয়া কর্ম্মের বিদায় প্রভৃতি প্রচুর দাতব্য তো পেতে পা'র্ত্তে।

পাত। আজ্ঞে, তা নয়—এ দাস নিজের জন্য কিছু মাত্র ব্যস্ত নয়—প্রভু একটা মহা যজ্ঞের সংকল্প ক'রেছেন, তার দক্ষিণার জন্য প্রচুর ধন তো চাই; রাজা হরিশ্চন্দ্র সেই অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলেন, কিন্তু তিনি তো এখন নিঃস্ব হ'য়ে প'ড়্‌লেন; তাই ব'ল্‌ছিলেম, বলি আবার কোনো রাজা রাজড়ার ঘাড় না চাপিয়ে অথবা কারোর কাছে ভিক্ষা না চেয়ে, আপনাদের নিজের

রাজ্য মধ্যেই একটা মাথট্ টাথট্ বসিয়ে সংগ্রহ ক'ল্লে'ই বা হা'ন্ কি ? নিজের রাজ্য থা'ক্তে পরের কাছে হাত পাতা কি ভাল ?

নগর। হায় ! হায় ! হায় ! ওর চেয়ে এই পাতঞ্জল ঠাকুর যদি প্রতি-নিধি হন, তা'ও উত্তম !

পাত। তা হ'লে আমি এক দিনেই (আড়ে আড়ে ঋষির প্রতি দৃষ্টি) অমন একশটা যজ্ঞের দক্ষিণা সংগ্রহ ক'রে তপোবনে পাঠিয়ে দিই !

বিশ্বা। (সহাস্যে) পেলে ! প্রজার কেমন সুহৃদ্ রাজা দেখ্‌লে ?

পাত। সে কি প্রভু ? সাপও ম'র্ব্বে, লাঠিও ভা'ংবে না—দক্ষিণাও উঠ্‌বে, প্রজারাও টের পাবে না ! এ না ক'র্ত্তে পা'র্লে আর রাজ-বুদ্ধি কি ? প্রজা-পীড়ন ক'রে দক্ষিণা সংগ্রহ ! তাও কি হয় ? তেমন রাজত্ব কি আমি করি ?

নগর। উনি যদি রাজা হন, আমি প্রতিভূ থা'ক্‌ছি, প্রজারা আপনারা ইচ্ছা পূর্ব্বক সন্তোষে যদি রাজকর কি রাজর্ষির যজ্ঞাদির যত ব্যয়, সব না দিয়ে যায়, তবে আমি যত কথা ব'ল্‌ছি সব মিছে !

পাত। (মৃদুস্বরে) তবে আর কি ? অযোধ্যার নগরপাল নিজে যার প্রতিভূ আর প্রজারা নিজে যারে চায়, তার হবে না, কিন্তু যার প্রতিভূ নাই, যার প্রতি প্রজার মন নাই, তার হবে, এর বাড়া আশ্চর্য্য আর কি ?

বিশ্বা। যা'ক্, বৃথা কথায় সময় ক্ষেপণ করা উচিত নয়। শুন মন্ত্রি ! এ রাজ্য এখন আমার ; আমি নাগেশ্বরকে প্রতিনিধিপদে নিযুক্ত ক'ল্লে'ম ; আমি তোমার দ্বারা এই রাজ্যের ক্ষুদ্র বৃহৎ ভাবল্লোককেই জানাচ্ছি, যদি তাদের ইহপারলৌকিক মঙ্গলের বাসনা থাকে, তবে যেন কেউ আমার ইচ্ছার প্রতিবাদী না হয় ! যে দিন শুন্‌বো, তোমাদের বর্ত্তমান মহারাজা এই নাগেশ্বরের পদমর্য্যাদা ও ক্ষমতার বিরোধে কেউ উত্থিত হ'য়েছে—কেউ টুঁ শব্দটা ক'রেছে, সেই মুহূর্ত্তেই জা'ন্‌বে তার সর্ব্বনাশের দ্বার মুক্ত হ'লো !

পাত। (স্বগত) জানাই আছে—বা'ন্‌নে কপাল পাথর চাপা !

বিশ্বা। আর আমি ইচ্ছা করি, তোমরা যে যেমন কর্ম্মে নিযুক্ত আছ, সে সেই কর্ম্মে থেকেই রীতিমত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ ক'র্ত্তে অণুমাত্র শিথিলযত্ন না হও !

মন্ত্রী। (করযোড়ে) প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য ! কিন্তু কর্ম্ম করা, না

করা, তাও কি কর্ম্মচারীদের স্বাধীন প্রবৃত্তির অধীন থা'কবে না ? যদি কারো রাজকর্ম্মে আর প্রবৃত্তি না থাকে, যদি বয়স কি রোগ জন্য কেউ কর্ম্মে অপারগ হয়, কিম্বা অন্য কোনো কারণে কারো যদি নূতন প্রভুর সেবায় অভিরুচি না জন্মে, তথাপি কি তাকে বাধ্য করা হবে ?

নাগে। (ঋষি সমক্ষে জানুপাতন পূর্ব্বক করযোড়ে) প্রভো ! এ বিষয়ে এ দাসের একটী নিবেদন আছে ; অনিচ্ছুক কর্ম্মচারীর দ্বারা কার্য্য-হানি বৈ কার্য্য-সাফল্য সম্ভবে না। রাজকার্য্য অত্যন্ত গুরুতর কাজ ; রাজার নিজের বিশ্বাসী ভৃত্য ব্যতীত অন্যের উপর ভার থা'কলে, প্রজাপালনে নিতান্তই ব্যতিক্রম ঘটে। অতএব বিনীত প্রার্থনা, এ দাস যেন স্বীয় মনোমত কর্ম্মচারিগণকে মনোনীত ক'র্ত্তে পারে, দাসের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা হ'ক ! বিশেষতঃ কর্ম্মচারী প্রাপ্তি পক্ষে এ দাসের কিছুমাত্র অপ্রতুলতা নাই—আমার স্বর্গীয় পিতার মন্ত্রী, কোষাধ্যক্ষ, সেনাপতি, শরীর-রক্ষক প্রভৃতি সৈনিকগণ সকলেই বহুদিন হ'তে এই নগরেই বাস ক'র্চ্ছে। রাজা হরিশ্চন্দ্র আমার পিতৃরাজ্য আমায় দেবেন ব'লে তারা প্রত্যাশান্বিত হ'য়ে কষ্ট সহ্য ক'রেও কালহরণ ক'র্চ্ছে—সংবাদ পাবা মাত্রই তারা এখনি এসে এ দাসের আজ্ঞাপালনে প্রস্তুত হবে।

পাত। (স্বগত) "যেমন দেবতা যিনি, তেমনি স্বরূপা তিনি, সেই মত ভূষণ বাহন !" এ সব ভাল লোক ভাল লা'গ্‌বে কেন ? চোরের সঙ্গী চোর, কথাই আছে !

বিশ্বা। উত্তম ! তবে তাই হ'ক্। আমি এখন চ'ল্লেম—তোমার অভিষেকের একটা উত্তম দিন দেখে ব'লে পাঠাব, তুমি তার আয়োজনে থাক ; চতুর্দ্দিকের রাজা আর ঋষিগণকে নিমন্ত্রণ কর, রাজকার্য্যও সাবধানে যথারীতি নির্ব্বাহ ক'র্ত্তে থাক ; অভিষেকের দিন আমি এসে সমারোহপূর্ব্বক সে শুভ কার্য্য সম্পন্ন ক'রে যাব। (পাতঞ্জলের প্রতি) এস পাতঞ্জল, আমরা যাই ; তুমি ভাল কথা মনে ক'রে দিয়েছ—রাজা হরিশ্চন্দ্র এখনো যে প্রতিশ্রুত দক্ষিণার ধন দেন নি—এসো দেখি গে তার কি হয় !

[বিশ্বামিত্র, পাতঞ্জল ও নাগেশ্বরের প্রস্থান।

মন্ত্রী। তোমরা জান, বসন্ত কোথায় গেছেন ?

নগর। আজ্ঞে, তিনি খগেন্দ্রকে সঙ্গে ক'রে রাজানুসরণে গমন ক'রেছেন।

মন্ত্রী। ভালই ক'রেছে—আমাদেরও তাই কর্ত্তব্য—এ শূন্য নগরে আর এক তিলও থা'ক্তে ইচ্ছা নাই—ঋষির শাপের ভয়ও করি না—কেবল আমি গেলে দুষ্ট কুচক্রীরা আরো প্রশ্রয় পাবে—আরো দুঃখী লোককে পীড়ন ক'র্ব্বে—অন্ততঃ বসন্তের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করা যা'ক্—চল, আমার বাটীতে গিয়া পরামর্শ করি।

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক।

নদী তীর—তরুতল।

[কমলার প্রবেশ]

কম। (স্বগত) বাঃ! এই যে দিব্য রমণীয় স্থানটী—সহকার আর মধুবৃক্ষ কয়টী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়িয়ে আছে; প্রত্যেকের শাখা প্রশাখায় কেমন ঘন পল্লব; তায় নব বসন্তের কচি কচি পাতা; কি মনোহর দৃশ্য! সহকারের মুকুল আর ফুটন্ত মধুপুষ্পের গন্ধে চা'র্ দিক্ কি আমোদই ক'রেছে! আ! ভ্রমরের কি চমৎকার ঘুম-পাড়া'নে গুন্ গুন্ শব্দ! রাজা রাণী যেমন ক্লান্ত হ'য়েছেন—ফাল্গুনের প্রখর রৌদ্রে সকলেই যেমন দগ্ধ-প্রায় হ'য়ে উঠেছি, বিশ্রামের তেম্নি স্থানই পেয়েছি! নদী দূরে নয়—বারি-কণা-সিক্ত শীতল বাতাস কেমন ফুর্ ফুর্ ক'রে আ'স্‌ছে! আ! শরীর জুড়ুলো! আবার রাজপথও দূরে নয়, চাই কি শকট খানা আর একটু সরিয়ে আ'ন্‌লে এখান থেকে দেখাও যেতে পা'র্ব্বে—এই স্থানেই তাঁদের ডাকি। (প্রকাশ্যে উন্নত স্বরে) প্রিয়সখি! এই দিকে—সখি মল্লিকে! এই দিকে—রোহিতাশ্ব আর দেবীকে এই দিকে ল'য়ে এস, বড় রম্য স্থান পেয়েছি!

নেপথ্যে। পেয়েছ—ছায়া আছে তো?

কম। ছায়া, বাতাস, সৌরভ, সুদৃশ্য, সব আছে! আর বিলম্ব ক'রো না, দেবীর বড় কষ্ট হ'চ্ছে। মহারাজকেও আ'স্‌তে বল; আমি স্থান পরিষ্কার ক'চ্ছি, বিদূরকে শয্যা আ'স্তে ব'লে দাও। (স্বগত) আ! কি শয্যাই বা আ'ন্‌বে? ভাগ্যে রাজার ইচ্ছামত কখানা স্থূল আস্তরণ আমরা গায় দিয়ে এসেছিলেম, তাই দেবীর সুমার্জ্জিত কোমল শরীর শকটের অপরিষ্কৃত কঠিন শয্যার হাতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পা'চ্ছে! হায় হায়! দুরন্ত দৈব না পারে এমন কর্ম্মই নেই—আ! রাজচক্রবর্ত্তী হরিশ্চন্দ্র আর তাঁর পাটরাণী শৈব্যার একখানি পাতঞ্চির জন্যও অরণ্যে রোদন ক'র্ত্তে হ'লো! ধিক্ দৈব,

ধিক্ তোমাকে! ধিক্ নরলোকের গর্ব্বকে! ততোধিক শত ধিক্ আমার অদৃষ্টকে! হায়! আ'জ্ যদি আমার তেজস্বী পিতা থা'ক্তেন—পিতা না থাকুন, আ'জ্ যদি পিতার রাজ্যও দাদার থা'ক্তো, তবে রাজা রাণীর বিপদ হ'লোই বা! আ'জ্ কেন আমি তাঁদের নিয়ে আমার পিতৃভবনে গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করি না! এখন সে রাজ্য মহারাজের নিজের অধীনে আছে ব'লেই না নিষ্ঠুর ঋষির অধিকারভুক্ত হ'লো! হায়! দাদা যদি স্বভাবে থা'ক্তেন, তবু তো আপনাদের স্বত্ব বুঝে নিয়ে অনায়াসে রাজা রাণীকে সেই সিংহাসনে বসিয়ে পূজা ক'র্ত্তে পা'র্ত্তেম! দগ্ধ বিধি তাতেও বিবাদী হ'লো—সে সুখেও বঞ্চিত ক'ল্লে'! এমন দুরদৃষ্ট কি কারো হয়? (রোদন) হায়! দাদা যে কোথায় রৈলেন—আমাকে না দেখে যে কি ক'র্চ্ছেন, কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়া'চ্ছেন, তাও জা'ন্তে পা'ল্লে'ম না—পাগল হ'ন্ আর যাই হ'ন্, সঙ্গে থা'ক্লেও তো এঁদের লোক বল হ'তেন—

[শৈব্যা ও শিশু-ক্রোড়স্থা মল্লিকার প্রবেশ]

শৈব্যা। (শশব্যস্তে কমলার গ্রীবাবেষ্টন পূর্ব্বক অঞ্চল দ্বারা মুখ মুছাইতে মুছাইতে) ও কি কমল! তুমি কেঁদে কেঁদে আত্মহত্যা ক'র্ব্বে নাকি? কি ক'র্ব্বে বল—অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাতে পারে? মহারাজ এত হিতোপদেশ দিলেন, তবু যদি আমরা এমন ক'রে কাতর হই, তবে তাঁকে অত্যন্তই কষ্ট দেওয়া হবে! চুপ কর, দিদি চুপ কর—মহারাজ আ'স্‌ছেন; এসো আমরা মনের আগুন চেপে রেখে যত পারি হেসে খেলে তাঁকে সুস্থ রাখ্‌বার চেষ্টা করি। বিধাতার মনে যা ছিল, হ'য়েছে; এখন এই কটা প্রাণীতে আর বিচ্ছেদ না ঘটে!

কম। হা দেবি! এই সঙ্গে যদি দাদাকে পেতেম, তবে আপনি যেখানে থাকুন, আপনার চরণ দেখেই আমি স্বর্গ-সুখ জ্ঞান ক'র্ত্তেম—

শৈব্যা। কমল! তোমার দাদা অবশ্যই আ'স্‌বেন। মহারাজ এইমাত্র আমাদের ব'ল্‌ছিলেন, আমরা একটা স্থানে গিয়ে স্থির হ'তে পা'ল্লে'ই তোমার দাদার তত্ত্বে বিদুরকে পাঠিয়ে দেবেন—তাকে না পাওয়া পর্য্যন্তই লোকালয়ে থাকা—খগেন্দ্র এলেই মহারাজ নির্জ্জন বনবাসের উদ্যোগ ক'র্ব্বেন। (রোদন)

মল্লি। ওকি? আপনিও যে চ'কের জল ফেলেন—এই না আপনি কমলকে ব'ল্‌ছিলেন!

কম। (স্বীয় অঞ্চল দ্বারা রাণীর নয়ন মুছাইতে মুছাইতে) দেবি! আমি সকল সৈতে পারি, আপনার চ'কের জল দেখ্‌তে পারিনে—আপনার চক্ষের এক বিন্দু জল আমার মাথায় যেন এক একটী বজ্রাঘাত বোধ হয়! কিন্তু হায়, সে জল মুছাবার প্রবোধ কিছুই নাই, লোকের শোক দুঃখের সময় আপনার জনে কত কি ব'লে প্রবোধ আর আশা দিতে পারে, কিন্তু আপনার দুঃখে প্রবোধ দিই এমন কিছুই ভেবে পাইনে—আপনার দুঃখের পার নাই—আপনার দুঃখের তুলনা দেখিনে! এর পূর্ব্বে জগতে এমন কারো যে ঘ'টেছে, তা তো কোনো শাস্ত্রে কোনো পুরাণে লেখে না! বরং আ'জ্ অবধি সংসারে আপনাদের কথাই তুলনার জন্যে থা'ক্‌লো—আ'জ্ অবধি যার অত্যন্ত দুঃখ ক্লেশ হবে, লোকে আপনাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়েই তারে সান্ত্বনা ক'র্ব্বে! হায়, এর চেয়ে দুরবস্থা নরলোকে আর কি হ'তে পারে? কিন্তু তবু আপনাকে ধৈর্য্য ধ'র্ত্তে হবে! মহারাজ বেঁচে থাকুন, সোণারচাঁদ রোহিতাশ্ব বেঁচে থাকুক, তাঁদের জন্যেই আপনাকে স্থির হ'তে হবে; তাঁদের মুখ চেয়েই আপনাকে দুণো বল ক'র্ত্তে হবে; তাঁদের মঙ্গলের জন্যেই আপনার কান্নার চ'ক্‌কেও হাসা'তে হবে! আপনাদের নিষ্পাপ জীবন, আপনারা কখনো কারোকে দুঃখ দেন নাই, সুখই বিতরণ ক'রেছেন, ভগবান কখনই আপনাদের চির-দুঃখ-সাগরে ভাসাবেন না, এই আশাতেই আপনাকে শক্ত ক'রে বুক বাঁ'ধ্‌তে হবে! চুপ করুন—পায়ের শব্দ পা'চ্ছি, মহারাজ বুঝি আ'স্‌ছেন—

[বিদুরের প্রবেশ ও তৎকর্ত্তৃক আস্তরণ বিস্তার]

শৈব্যা। আর, আস্তরণ কেন? দূর্ব্বার গা'ল্‌চে আর পাতার আসন, এই তো এখন অভ্যাস ক'র্ত্তে হবে! (দীর্ঘ নিশ্বাস)

[রাজার প্রবেশ]

রাজা। মহিষি!—না, আর মহিষী ব'লে সম্বোধন করাটাও ভাল নয়—যত দিন লোকালয়ে, তত দিন তো নয়ই! প্রিয়ে!—না, তাও না—সামান্য গৃহস্থেরা যে পদ্ধতিতে চলে, তাই করা উচিত!—শৈব্যা।

কম। হায় মহারাজ! আমরা কি ব'লে ডা'ক্‌বো?

রাজা। তোমরা?—তোমাদের—"দেবী" ব'লে—না, তাও না—"কর্ত্রী" ব'লে—না, তাও না—"রোহিতাশ্বের মা রোহিতের মা" ব'লেই ডাকা ভাল!

শৈব্যা। (সজল নয়নে) কি "দিদি" ব'লে—

রাজা। হ্যাঁ, কমল তাই ব'ল্‌বে; আর মল্লিকা "বধূ দিদি" বা "বউ দিদি" ব'লে ডা'ক্‌বে!

কম। আর আপনাকে কি ব'লে ডা'ক্‌বো মহারাজ?

রাজা। আমাকে?—আমাকে?—মল্লিকে তো "দাদা" ব'লেই ডা'ক্‌বে। আর তুমি—তাই তো!—যা হয় একটা—না হয় এখন কিছু দিন ডেকেই কাজ নাই, তার পর যা হয় হবে!

কম। তা যা হ'ক, মহারাজ!—

রাজা। কমল! আবার মহারাজ?—

কম। এ প্রান্তর, কে আছে মহারাজ? মুখ দে যে আর কিছুই বেরোয় না মহারাজ!—"মহারাজ" না ব'ল্লে যে বুক ফেটে যায় মহারাজ!

রাজা। তা যা হ'ক্, কি না ব'ল্‌ছিলে কমল?

কম। ব'ল্‌ছিলেম এই—মহারাজ সারা রা'ত্ আর এই এত বেলা পর্য্যন্ত কেবল ঘোড়ার উপরেই এসেছেন, মৃগয়াতেও ক দিন এইরূপে গেছে, এক তিলও বিশ্রাম করেন নি—আমরা তবু গাড়ীতে শুয়ে ব'সে আ'স্‌ছি, অত রৌদ্র লাগেনি; এখন আপনি একটু বিশ্রাম করুন, বিতর আপনার পদসেবা করুক। দেবীও ঐ আস্তরণে শয়ন করুন, আমি তাঁর পদসেবা ক'চ্ছি; আর মল্লিকেও রোহিতাশ্বকে নিয়ে শয়ন করুক!

রাজা। (সহাস্যে) পদসেবা! হা কমল! তুমি অতি বুদ্ধিমতী, তথাপি বালিকা! এখনো পদসেবা—শূন্য উদরে পদসেবা—যার উদর সেবার যোত্র নাই, তার আবার পদসেবা! ও কথাও কি আর ব'ল্‌তে আছে? তোমাদের কি ক্ষুধা হয় নাই? বৎস রোহিতাশ্বকে সেই প্রাতে বিতর এক গ্রাম থেকে একটু দুধ এনে দিছ্‌লো—

শৈব্যা। হায়, বাছা আমার এতক্ষণ কতবার খায়!

রাজা। হায় কমল! তাও কি তোমার মনে নাই? আমার

আবার পদসেবা! আমাকে কি এখনি উদরান্নের জন্য ভিক্ষায় বেরুতে হবে না?

শৈব্যা। কেন মহারাজ! আপনি যাবেন কেন? যতক্ষণ আমার অঙ্গে এই ক খানা অলঙ্কার আছে, ততক্ষণ চিন্তা কি? ঐ দূরে গ্রাম দেখা যা'চ্ছে; বিদুর এ গুলি ল'য়ে যা'ক্; এই মণিময় অলঙ্কার দিয়েও কি কিছু দিনের মতন ক জনের খাদ্য সামগ্রী পাবে না?

রাজা। হা! (অধোমুখে মৌন)

মন্ত্রি। (জনান্তিকে) দেবি! মহারাজকে আর অত শুনিয়ে কাজ কি? বিদুরকে চুপি চুপি দেওয়া যা'ক্—

রাজা। হা ভাগ্য! শেষে কি এই ক'ল্লে? স্ত্রীর গার গহনা বেচিয়ে খাওয়াবার জন্য কি রাজা হরিশ্চন্দ্রকে এত যুদ্ধে বাঁচিয়ে রেখেছিলে? জগতে এই কৌতুক দেখাবার জন্যই কি কা'ল্ তারে কাল মৃগয়ায় পাঠিয়েছিলে?

(শৈব্যা কর্ত্তৃক স্বীয় অলঙ্কার মোচন ও বিদুরের প্রতি ইঙ্গিত)

মন্ত্রি। (মৃদুস্বরে) অত কেন? আপনার যেমন তেমন এক খানাতেই ছমাসের পক্ষে যথেষ্ট হবে!

কম। ওকি দেবি! অত মূল্যবান অলঙ্কার কেন? আমার হাতে যে এই সামান্য বলয় আছে, এখন ইহাতেই হবে! (বলয় মোচন)

শৈব্যা। না, তা হবে না, কমল! তা কখন হবে না! বিদুর, এইদিকে—

কম। না বিদুর, এই দিকে—

বিদু। (করযোড়ে) দেবি! এ দাসের একটা নিবেদন শুনুন; আপনাদের কারোরই অলঙ্কার দিতে হবে না। মহারাজ যখন শকটের জন্যে আদেশ করেন, আভাসে এ দাস তখন কতক বুঝ্‌তে পেরেছিল; তাই কিঞ্চিৎ আহারের সামগ্রীও সঙ্গে ক'রে এনেছি; গাড়ীর পেছনে সিন্দুকের মতন একটা স্থান আছে, তাতেই সে সব র'য়েছে। এখন তাতে মা, দু তিন দিন তো বেস চ'ল্‌বে। অনুমতি হয় তো আনি—

রাজা। আ! বিদুর! এ গুণের পুরস্কার তোরে কি দিব? হায়! এখন আশীর্ব্বাদ বৈ অন্য পুরস্কার দানের ক্ষমতা আর নাই! কি আর বিদুর!

বিদু। আজ্ঞে, আটা, ঘৃত, শর্করা আর ডা'ল্—

রাজা। রন্ধনের উপায় কি বিদুর ?

বিদু। আজ্ঞে মহারাজ, বাঁ'ট্‌লো দুটো আর তাওয়া একটা আছে,আগুন ক'রে আটা মেখে দিই, হ'তে কতক্ষণ ?

রাজা। (সহাস্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) আচ্ছা, তবে তাই হ'ক্! (রাণীর প্রতি) তোমরা ততক্ষণ বিশ্রাম কর, বিদুর আয়োজন করুক, আমি নদীতে স্নান ক'রে ত্বরায় আ'স্‌ছি।

[রাজা ও বিদুরের প্রস্থান।

শৈব্যা। (শয়ন পূর্ব্বক) বিধাতার চক্র বড়ই বাঁকা, অধিক আর কি ব'ল্‌বো! কমল, তুমিও শোও; মল্লিকে রোহিতাস্যকে আমার কোলে দে কি তোমার কোলে নে, তুমিও শোও। (রোহিতাস্য ও মল্লিকার শয়ন)

কম। না, আমি শোব না। ওদিকে অনেক শুক্‌নো কাঠ ছড়িয়ে আছে দেখ্‌ছি, ততক্ষণ ব'সে থেকে কি ক'র্ব্বো, কুড়িয়ে আনি। (পরিক্রমণ) সখি মল্লিকে! ভাই গোটাকতক ঘোড়ার পায়ের শব্দ পা'চ্ছি—হয়তো তোমার বসন্ত আ'স্‌ছেন! আ! দাদাকে যদি সঙ্গে ক'রে আনেন, তবে কি না হয়!

মল্লি। (উঠিয়া) কৈ ভাই কোন্ দিকে ?—না, ও যে নাগেশ্বর আর চা'র্ পাঁচ জন অচেনা অশ্বারোহী!

শৈব্যা। তবে আমারো আর শোয়া হ'লোনা—শুধু নাগেশ্বর হ'লেও যা হ'ক্। বোধ হয়, নাগেশ্বর আত্মীয়তা ক'র্ত্তে আ'স্‌ছে, কিন্তু তবে এত লোক সঙ্গে কেন ? কমল, তুমি এদিকে স'রে এস। ঐ না সকলে দাঁড়া'লো! ঐ না নাগেশ্বর আর একজনের সঙ্গে ঘোড়া থেকে না'ম্‌লো? ঐ না এই দিকেই দুজনে আ'স্‌ছে ?—নাগেশ্বর যথার্থই ব্যথার ব্যথীর মতন কাজ ক'র্লে—রাজ্যের এত লোক, দেখ আর কেউতো এলো না!

মল্লি। কেউ তো এখনো টের পায়নি; নাগেশ্বর মহারাজের সঙ্গেই বনে ছিলেন কি না, তাই উনি জা'ন্তে পেরেছেন। কিন্তু এ দুঃখের সময় উনি হা'স্‌তে হা'স্‌তে আ'স্‌ছেন কেন ?—

[কমলার নিকট নাগেশ্বর ও জনৈক রণবেশী পুরুষের প্রবেশ]

ওকি? কথা না, বার্ত্তা না, দৌড়ে এসেই কমলের গায় হাত দেয় কেন? ওকি? বল ক'রে ধরে যে—নে যায় যে—(উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজ! মহারাজ!

[ডাকিতে ডাকিতে বেগে নদী অভিমুখে প্রস্থান।

কম। (চীৎকার স্বরে) দেবি! মল্লিকে! দেখ! দেখ! একি? আমায় ধ'রে নে যায়—সর্ব্বনাশ হ'লো—তোমরা এস গো—মহারাজ! মহারাজ! মহারাজ! পাপিষ্ঠ আমায় ধ'রে নে যায়—মহারাজ এ সময়ে কোথায় রৈলেন? হায় মহারাজ! রক্ষা করুন—দাসীকে রক্ষা করুন!

নাগে। সে কি জীবিতেশ্বরি! তোমার জীবিতনাথ তোমায় ল'য়ে যা'চ্ছে, তাতে এত চীৎকার কেন? তাতে আবার অন্যে রক্ষা ক'র্ব্বে কি? ভয় কি?—এস—

[কমলাকে ক্রোড়ে লইয়া প্রস্থান।

শৈব্যা। (চীৎকার পূর্ব্বক) মহারাজ! মহারাজ! সর্ব্বনাশ হ'লো!

(নেপথ্যে মল্লিকার চীৎকার—মহারাজ! মহারাজ! রক্ষা করুন!)

শৈব্যা। হায়! হায়! কি হ'লো? কেন এমন হলো? (উন্নত স্বরে) নাগেশ্বর! নাগেশ্বর! ও নাগেশ্বর! আমি শৈব্যা রাণী—আমি তোমায় আদেশ ক'র্চ্ছি, ছেড়ে দাও—কমলকে ছেড়ে দাও—এখনি ঘোর শাস্তি পাবে—এখনো ব'ল্‌ছি ছেড়ে দাও—

রোহি। (রাজার অসি গ্রহণ পূর্ব্বক ধাবমান) কমল্ মাসীকে নে যায়, এত বড় স্পর্দ্ধা—ওরে কেটে ফেল্‌বো!

শৈব্যা। (নিবারণ পূর্ব্বক) ও বাবা! তুমি কোথায় যাবে? যেয়োনা, বাবা, যেয়োনা—

রোহি। আমি অবশ্যই যাব—আমি ওরে কা'ট্‌বো; আমার কমল মাসীকে ধ'রে নে যায়, ওরে কেটে ফেল্‌বো!

(নেপথ্যে—ভয় নাই, ভয় নাই, আমি যা'চ্ছি—বিদুর! আমার তূণ, ধনুক, অসি—শীঘ্র!)

শৈব্যা। মহারাজ! সর্ব্বনাশ হ'লো! মহারাজ! ঘোড়ার উপর তুলে কমলকে নে ছুটে পালা'লো—

[রাজার প্রবেশ]

রোহি। এই নেন বাবা, এই আপনার অসি—আপনি না এলে আমিই চা'ট্‌তেম বাবা!

রাজা। (পুত্র-মুখ চুম্বন ও অসি গ্রহণ পূর্ব্বক) কৈ কোন্ দিকে? ব্যক্তিটা কে? এতদূর দুঃসাহস কার্? কার্ মৃত্যু আসন্ন? কৈ কোন্ দিকে?—

রোহি। ঐ ওদিকে—ঐ দিকে বাবা—

শৈব্যা। আর কে? তোমার সখা নাগেশ্বর!

রাজা। নাগেশ্বর! আ! এমন!—বিদুর! শীঘ্র আমার ঘোড়া নিয়ে পশ্চাতে এস—

[বেগে প্রস্থান।

[অপর দিক্ হইতে বিশ্বামিত্র ও পাতঞ্জলের প্রবেশ]

বিশ্বা। (উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজ! প্রত্যাবৃত্ত হও; মহারাজ প্রত্যাবৃত্ত হও; মহারাজ! যেয়োনা—যেয়োনা—এখনো এস ব'ল্‌ছি—এখনো বিশ্বামিত্রের কথা রক্ষা কর, এখনো এস, নচেৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু এলেও তোমার অধোগতি নিবারণ ক'র্ত্তে পা'র্ব্বে না!—এস, আমি সব বিহিত ক'র্ব্বো—

(সপুত্র রাণীর প্রণাম)

এস, মা এস—জন্ম এয়োস্ত্রী হও—শতগুণে ধর্ম্মে মতি হ'ক্! কেন মা রাজ্ঞি, রাজা অমন ক'রে যা'চ্ছিলেন?

[মল্লিকার প্রবেশ ও প্রণাম]

শৈব্যা। প্রভু, এদাসীকে আর রাজ্ঞী ব'লে ডাকা কি উচিত? ও নাম, প্রভু, এখন পরিহাসের নাম হ'য়েছে!

বিশ্বা। না! আমায় এ তিরস্কার তুমি ক'র্ত্তে পার! কিন্তু মহারাজই স্বেচ্ছায় ইটী ঘটিয়েছেন!

শৈব্যা। না প্রভু, আমি তিরস্কার কি আক্ষেপ ক'রেও বলিনি—যিনি ঘটা'ন্, তাতে খেদ কি? কিন্তু ও নাম আর কেন, এই কথাই ব'ল্‌ছি!

পাত্র। কেন? আক্ষেপই বা নয় কেন? হায়! একি সামান্য কথা যে, শৈব্যারাণীকে আর রাণী বল্‌বার যো নাই? (স্বগত) গোড়া কেটে আগায় জল, আমার গুরুর ব্যবহার তাই! (প্রকাশ্যে) মাগো! তোমার এ অবস্থা দেখে, কঠোর তপস্বী যে আমরা, আমাদেরও বুক ফেটে যা'চ্ছে—(ঋষির প্রতি বক্র দৃষ্টি) অন্যের কথা ব'ল্‌তে পারিনে!

[রাজার প্রবেশ ও প্রণাম]

বিশ্বা। চিরঞ্জীবী ভব! চিরঞ্জীবী ভব!—মহারাজ, এত রুদ্র বেশে এত রৌদ্রে দ্রুত কোথায় যা'চ্ছিলেন?

রাজা। এক রাক্ষসকে এত কাল দেবতা জ্ঞানে বুকে ক'রে পোষণ ক'রে আ'স্‌ছিলেম—সে যে এমন অকৃতজ্ঞ পিশাচ হবে, স্বপ্নেও জা'ন্তেম না—অকৃতজ্ঞ নরাধম আ'জ্ আমার যে অপমান ক'রেছে, রাজ্যভ্রষ্ট বনবাসী হ'য়েও আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে তার শোণিত দর্শনের প্রতিজ্ঞা করি! এত বড় স্পর্দ্ধা কর্দ্দমে পতিত হস্তীর প্রতি ভেকের যে আচরণ প্রসিদ্ধ আছে, এই কপট নরাধম তাই আ'জ্ সপ্রমাণ ক'ল্লে! প্রভুর নিষেধ, কি করি, নচেৎ তার কি দশা হ'তো এখনি দেখ্‌তেন।

বিশ্বা। কে? ব্যক্তিটা কে? ক'রেছে কি?

রাজা। প্রভু! তুঙ্গদ্বীপের রাজপুত্রী আমার পরম আত্মীয়া—আমার নিতান্ত রক্ষণীয়া—আমি স্নানে গিয়েছি—সেই অবসরে, দুরাত্মা কি না তারে হরণ ক'রে ল'য়ে গেল! একটু চক্ষুর্লজ্জাও ক'ল্লে না!

বিশ্বা। কে? ব্যক্তিটা কে?

রাজা। আপনি জানেন তারে—সেই যে কা'ল্ আমি চ'লে এলে, আমার পশ্চাতে আপনার আশ্রমে যে দাঁড়িয়ে রৈল—সেই নাগেশ্বর—এখন বোধ হ'চ্ছে যথার্থই নাগেশ্বর!

পাত। হুঁ! আমিও তাই ভা'ব্‌ছিলেম—বলি, এমন মহাত্মা আর কে হবে! (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! চতুর্দ্দিকে যার নামে এত ধী ধী শব্দ, এত প্রতিষ্ঠা, সেই হ'লো প্রতিনিধি!—দিব্য প্রতিনিধিটী হ'য়েছে বটে!—রাজা বুঝি এখনো তা টের পান্ নি—শুনিয়ে দিতে হ'লো! (প্রকাশ্যে) ও বাবা! যিনি এখন রাজ্যে মহারাজ, তিনিই?

রাজা। প্রভু! ব'ল্‌তে লজ্জা করে—আমি তারে সখা ব'ল্‌তেম! এমন প্রকৃতি, আগে তা তো জা'ন্তেম না—

শৈব্যা। কিন্তু মহরাজ! আমরা অবোধ অবলা হ'য়েও তারে চিন্তেম—আপনি দাসীদের কথা কাণে নিতেন না!

বিশ্বা। নাগেশ্বর? কমলাকে নাগেশ্বর ল'য়ে গেল?

রাজা। প্রভুর সঙ্গে তার বিশেষ পরিচয় হ'য়েছে নাকি?

পাত। (স্বগত) পরিচয়! সাধের প্রতিনিধি! টের্‌টা পাবেন!

বিশ্বা। হাঁ, কতকটা বটে—তার অবস্থান্তরের কথা কি মহারাজের শোনা হয় নাই?

রাজা। আমি তারে প্রভুর আশ্রমে রেখে এসেছি, সেই পর্য্যন্ত, আর কিছুই জানি না—

বিশ্বা। নাগেশ্বর এমন কাজ ক'র্লে?

পাত। প্রভু-হন্তার ছেলে, সে আবার কোন্ কাজ না পা'র্ব্বে! নিজেও যে প্রভু-পুত্রকে বিষ খাইয়ে পাগল ক'রেছে, সে যে প্রভু-কন্যাকে ধ'রে নে গে ব ক'র্ব্বে, তাও কি বড় কথা হ'লো! ক'র্ব্বে না কেন? বা'ম্‌নের মত পাথর-াপা কপাল তো নয়! যে যত ধর্ম্মপথে থাকে, তার কপালে ততই ছাই পড়ে! দবতা ঋষিদের দয়া কেবল ভক্তবিট্‌লেদের উপর রৈতো না! যে যত রস্বাপহারী, পরকন্যাহারী, প্রভু-দ্রোহী, প্রতিপালক-দ্রোহী, রাজ-দ্রোহী, কৃতঘ্ন—যে যত কেন লোকের অপ্রিয় হ'ক্ না, মিষ্ট মিষ্ট কথায় গোটাকতক ধুর হরিতকী ঢা'ল্‌তে পা'র্লে'ই তারে আর ঠাকুরদের অদেয় কিছুই থাকে া!—কপাল! সব কপাল! পূর্ব্ব জন্মে সুকৃতি ক'রে এসেছে, তাই জানা নই, শুনা নেই, যেমন দুটো স্তব স্তুতির বুলি ছেড়ে গড়িয়ে প'ড়েছে, অম্নি যা প্রতিনিধি হ'গে যা—যা মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের তক্তে ব'স্‌গে যা! আর যারা

চিরকাল পদসেবা ক'রে মরে, তারা যা বনে প'ড়ে থা'ক্‌গে যা—যা তার কেবল কুশ বিল্বপত্রের কাঁটা ফুটে ম'র্‌গে যা—

বিশ্বা। শুন পাত্রজ্ঞ, যদি আপনার ভাল চাও, তবে যেখানে সেখানে অধিক বাচালতা ক'রো না।

পাত্র। (স্বগত) তা তো জানাই আছে, বা'মুনে কপালে ওদিকেও ছাই, এদিকেও ছাই! এত বড় আশা ভরসাটায় জল দিলেম, তা ছাই ছুটে আপ্‌শোষ কর্ব্বারও যো নাই! চুলোয় যা'ক্—রাজত্বও যে পথে গেছে, অভিমানও সেই পথে যা! (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে, বাচালতা আর কি? প্রভু আদেশ ক'রে ছিলেন, অদৃষ্টের ফলাফলটা মাঝে মাঝে গ'ণে ট'নে দেখা ভাল, তাই একবার দেখ্‌ছি! আর ভা'বছি, বলি তাই তো, নাগেশ্বর রাজা হ'য়ে এমন চৌর্য্যকার্য্যটা ক'র্লে!

বিশ্বা। ক'রেছে তা তোমার তাতে কি? আর ক'রেছেই বা কি? ক্ষত্রিয় বীর কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়-কন্যা হরণ, এতো আবহমানের প্রথা।

রাজা। আজ্ঞে, সে স্বয়ম্বর কালে—যখন সকল ভূপাল সমবেত হন তখন কোনো তেজস্কর ক্ষত্রিয় বীর আপনার ভুজবীর্য্য দেখিয়ে সকলের সাক্ষাতে সেই স্বয়ম্বরা কন্যাকে যদি হরণ ক'রে ল'য়ে যেতে পারে, তবে তার পৌরুষ বটে! এতো প্রভু সেরূপ হরণ নয়, এ অপহরণ—এ চৌর্য্য—এ অতি দুষ্কার্য্য। আমি তার প্রতিফল দিতেই যা'চ্ছিলেম; প্রভুর আদেশ, কি করি প্রত্যাগমন করিছি। এক্ষণেও অনুমতি পেলে—

পাত্র। (স্বগত) সে অনুমতি আর দিতে হয় না—নির্দ্দোষীকেই কেবল দণ্ড দিতে জানেন। লোকে ব'ল্‌তেই বলে "বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি!" সব উল্টো—বিধাতার সৃষ্টিতে পুকুরে জল, ও'র সৃষ্টিতে গাছে জল! এই ধূর্ত্ত কপটকে সকলে ঘৃণা করে, উনি তাকে সুবর্ণচক্ষে দেখ্‌লেন!

বিশ্বা। এখন আর গিয়ে কি ক'র্ব্বে মহারাজ? এতক্ষণ সে বহুদূর গিয়ে প'ড়েছে—অবশ্যই অশ্ব-পৃষ্ঠে এসে থা'ক্‌বে—তুমি যেতে যেতে তারা রাজধানীতে গিয়ে উপস্থিত হবে, সুতরাং তাদের অনুসরণ ক'র্ত্তে হ'লে তোমাকেও সে পর্য্যন্ত যেতে হয়, তাবেই যে জন্য তোমার গোপনে নগর পরিত্যাগ করা হ'য়েছে, সেই কারণই ঘটে!

পাত। তাতে এখন নাগেশ্বর তো দেশের রাজা, সৈন্য সামন্ত সব তার হাত, মহারাজ একা গিয়ে আর কি ক'র্ব্বেন? হয় তো নগর-তোরণে প্রবেশ ক'র্ত্তেই পাবেন না—

রাজা। নাগেশ্বর এখন দেশের রাজা?

বিশ্বা। (পাতঞ্জলের প্রতি সক্রোধে) সে রাজা হ'ক না হ'ক, সে কথায় তোমার কাজ কি?

পাত। আজ্ঞে না, যা হবার হ'য়ে গেছে, এখন আর আমার কাজ কিছুই নাই! তবে কি না, ইনি না জেনে একা গিয়ে পাছে বিপদে পড়েন, সেই আশঙ্কাতেই—

রাজা। (সহাস্যে) ঠাকুর! তুমি ব্রাহ্মণ, রাজা হরিশ্চন্দ্রের বাণশিক্ষার কিছুই জান না, তাই তোমার এত আশঙ্কা! আপনি যা ব'ল্লেন, কোনো ক্ষত্রিয়ের মুখে এমন কথা আমার সহ্য হ'তো না!

বিশ্বা। ভাল জ্বালায় ঠেক্‌লেম! আরে তোমার এত আশঙ্কা হবারি বা প্রয়োজন কি? উনি বিপদ দেখিয়ে দেবেন, তবে লোকে আপনার বিপদ দেখবে! তোর বুদ্ধির কপালে আগুন! এখনো ব'ল্‌ছি চুপ ক'রে থা'ক্!

পাত। যে আজ্ঞে, এই মুখ বুজুলেম! (মুখের ভঙ্গী বিশেষ)

বিশ্বা। মহারাজ! তোমার স্মরণ করা উচিত, তোমার প্রতিজ্ঞা আছে, রাণী শৈব্যা আর রাজপুত্র রোহিতাস্ব ব্যতীত আর কিছুতেই তোমার স্বত্বাধিকার থা'ক্‌বে না। তা যদি হয়, তবে মহিষীর পূর্ব্ব সহচরী আর তোমার নিজের পূর্ব্ব ভৃত্যকে সঙ্গে ক'রে আসা কি তোমার বৈধ হ'য়েছে?

রাজা। প্রভু নিশ্চিত জা'ন্‌বেন, হরিশ্চন্দ্র যেমন প্রতিজ্ঞা করুক, তৎপালনে সে অণুমাত্র শিথিল-সংকল্প হবে না! এ দাস-দেহের পিন্ধন-বাস ব্যতীত ত্যক্ত ঐশ্বর্য্যের কিছুমাত্র গ্রহণ করে নি; মহিষীর সহচরী ভাবেও কারোকে আনা হয় নি; তবে যে সেই কমল, কি এই মল্লিকা সঙ্গে এসেছে, তার বিভিন্ন হেতু—

বিশ্বা। কি হেতু মহারাজ?

রাজা। সম্পদ, বিপদ, ঐশ্বর্য্য, দারিদ্র্য, এই সমস্তই ক্ষণিক—এই আছে

এই নাই—কা'ল রাজা আ'জ ভিকারী, এ অধীন তার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত-স্থল! তাতে প্রভু এ দাস ক্ষুণ্ণ নয়—অণুমাত্র কাতর নয়—

পাত্র। সাধু! সাধু! সাধু! হায়, এমন লোকেরও এমন হয়!

বিশ্বা। এই বুঝি তোমার মুখ বোজা?

পাত্র। আজ্ঞে না, এ সেরূপ কথা না—এ খুব ভাল কথা—এতে মন নেচে উঠে—না হ'ক্ এবারে এই একবারে বুঝ্‌লেম। (মুখের ভঙ্গী বিশেষ)

রাজা। কিন্তু প্রভু, অবস্থা যার যেমন হ'ক্, আপনার স্ত্রীপুত্র পরিজনের লজ্জা সম্ভ্রম আর ধর্ম্ম রক্ষার জন্য পুরুষ মাত্রকেই সাধ্যমত যত্ন ক'র্‌ত্তে হয়। কমল আর মল্লিকা আমার তদ্রূপ পরিজন—যেমন শৈব্যা আর রোহিতাশ্ব আমার রক্ষণীয়, তাদের যেমন কেবল আমিই আশ্রয়—রাজা হই, দরিদ্র হই, তাদের প্রাণ আর মান রক্ষার্থ যেমন প্রাণপণ ক'র্‌ত্তে হবে, কমল আর মল্লি-কাও আমার তেমি অবশ্য রক্ষণীয়া—তাদের আমি বৈ আর গতি নাই; সুতরাং প্রভু, শৈব্যার আমোদ আহ্লাদ, সুখ সেবার জন্য তিনি তাদে[illegible] আনেন নি; তারা নিরাশ্রয়, তাদের আর কেউ নাই, তাদের না আ'ন্‌লে নয় সুতরাং তারা এসেছে—তারা আপনারাই এসেছে; নচেৎ প্রভু, এই বনবাসে আপনার জনকে সাধ ক'রে কি কেউ আনে? না, তারাই আসে?

বিশ্বা। আর এই যে ঘোটক, বলদ, শকট আর ভৃত্যটা দেখ্‌ছি?

রাজা। হাঁ, পশু আর শকট আপনার বটে, আপনার যেমন ইচ্ছা!

বিশ্বা। আর ঐটী?

রাজা। উটীও আপনার প্রজা; কিন্তু—

বিশ্বা। কিন্তু কি? মনের অভিপ্রায় স্পষ্ট বলাই উচিত।

রাজা। অর্থে ক্রীত দাস ব্যতীত অন্য মত লোক, তারা বোধ করি নি[illegible] নিজ ইচ্ছার স্বাধীনতায় স্বত্ববান হ'তে পারে। ওর ইচ্ছা হয় যা'ক্; আমি বলপূর্ব্বক ওরে আনি নাই—রা'খ্‌তেও চাইনে—এই পর্য্যন্ত ব'ল্‌তে পারি।

বিশ্বা। মহারাজ! এককালে আমিও রাজা ছিলেম বটে, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা—এক্ষণে আমি রাজসভার বাক্-কৌশল আর আশ্চর্য্য তর্কচাতুরী সব ভুলে গিছলেম, আ'জ্ তোমার এই কথায় স্মরণ হ'লো!

রাজা। প্রভুর সমক্ষে এ দাস রাজসভার বাক্‌চাতুরী প্রকাশে অসম[illegible]

আমার দুর্ভাগ্য জন্যই প্রভু যা মনে করুন! যা নিবেদন ক'র্‌লেম, তা কি সমস্তই সত্য নয়? কোনো ভক্ত তার্কিকতা দ্বারা কি সত্য বিকৃত হ'লো?

বিশ্বা। মহারাজ! এক কথায় তোমার কথার উত্তর দিব;—তুমি যা ব'ল্লে, এ যদি ন্যায্য বিধি হয়, তবে রাজধানী ত্যাগ করা বৈ তোমার আর কিছুই ত্যাগ ক'র্ত্তে হয় না! তোমার মন্ত্রী, সেনাপতি, অন্যান্য কর্ম্মচারী; তোমার সমুদয় প্রজা; আত্মীয় বন্ধু বান্ধব; সকলেই তো স্বেচ্ছার স্বাধীনতা স্বত্বে স্বত্ববান—সকলেই তো তোমার নিকট আ'স্‌তে ইচ্ছুক হ'তে পারে—তুমি সকলকেই তো এই কথা ব'লে এই যুক্তিতে গ্রহণ ক'র্ত্তে পার—তুমি বনে গেলেও তোমার বিশাল সাম্রাজ্যের সমস্ত অধিবাসী দ্বারা তুমি এরাত্রি মধ্যেই পূর্ব্ববৎ পরিবৃত হ'তে পার; সুতরাং স্থান ত্যাগ বৈ তোমার আর কিছুই ত্যাগ ক'র্ত্তে হয় না! সুতরাং আমায় যে রাজ্য দান ক'রেছ, সে রাজ্য নয়, দুদিনেই তা বন হবে। আর তুমি যে বনে যা'চ্ছো, সে তো বন নয়, দুদিনেই তা জনকোলাহলপূর্ণ মহারাজ্য হ'য়ে উঠ্‌বে! কেমন, এই তোমার রাজ্যদান করা, না? এইরূপে কি তোমার সূর্য্যবংশীয় রাজারা সত্য পালন ক'রে থাকেন? আমি সেইটী কেবল তোমার মুখে একবার শুন্তে চাই, তা হ'লেই আমি প্রবোধ পাই! আমি এমন দান চাইনে—কদাচ চাইনে—তোমার রাজ্য তুমি এখনি প্রতিগ্রহণ কর—(ক্রোধে কম্পবান)

রাজা। প্রভুর সঙ্গে দাসের উত্তর প্রত্যুত্তর শোভা পায় না। প্রভুর যা ইচ্ছা, তাই হবে—আমার আর অধিক নিবেদন নাই।

শৈব্যা। (সরোদনে) কিন্তু নাথ! কমল—

বিশ্বা। ঐ শুও; প্রভুর ইচ্ছা অনিচ্ছায় আর ফল কি? যাঁদের ইচ্ছায় সংসার চ'লে আ'স্‌ছে, তাঁদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কার্য্য করা তোমাদের সাধ্য কি! আর আমার এখানে তিলমাত্র থাকা উচিত নয়। (গমনোদ্যম)

পাত। শুধু ওঁরা ব'লে কেন—দেবতারাও তো, প্রভু, দেবীদের কথা শুনে থাকেন! দেবতা মানুষ সবারি ঐ দশা, তবে আর প্রভু একা মহারাজার উপরই বা রাগ করেন কেন?

রাজা। (সকাতরে ঋষির পদ ধারণ পূর্ব্বক) প্রভু! কোপ ত্যাগ করুন—যা অনুমতি ক'র্ব্বেন, তাই হবে! "হরিশ্চন্দ্র সম্পূর্ণরূপে প্রতিজ্ঞা রক্ষা

ক'র্ত্তে পারে নি" জগতে এ কলঙ্ক কদাচ থা'কতে দিব না। আর আমি নিশ্চিত জানি যে যে ত্যাগ স্বীকারে হরিশ্চন্দ্রের সত্যপালন নির্দ্দোষরূপে পূর্ণ হবে, সে ত্যাগ-স্বীকারে পতিপ্রাণা শৈব্যা কদাচ কাতরা হবেন না!

বিশ্বা। তবে মহারাজ! ও সব বাক্‌কৌশল ছেড়ে দাও; যা দান ক'রেছ তা অকপট চিত্তে অর্পণ কর; এক জনের ছল পেয়ে রাজ্য শুদ্ধ তোমার অনুগমন ক'র্ব্বে, তা কদাচই হ'তে পা'র্ব্বে না—তাতে তোমারও দান অসিদ্ধ, আমারও ঘোর অতুষ্টি। অতএব মহারাজ! তুমি স্ত্রী, পুত্র ব্যতীত জন প্রাণীকেও সঙ্গে ল'য়ে যেতে পা'র্ব্বে না—তুমি কমলের মায়া ত্যাগ কর; তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তাকে বিবাহ না ক'র্ত্তে পারে, তদ্বিধান করা আমার ভার! এখন এ রাজ্য আমার, যাতে অবিচার হবে, তেমন কাজ কি আমি ক'র্ত্তে দিই? তাতে কি আমার অধর্ম্ম আর অপযশ নয়? তুমি দান করা অশ্ব শকটাদি যা কিছু ল'য়ে এসেছ, সে সব আমাকে প্রত্যর্পণ কর—তোমাকে এখনি এ সব ছেড়ে যেতে হবে! ঐ মল্লিকা, ঐ ভৃত্য, এরা কেউ তোমার সঙ্গে যাবে না—তুমি স্ত্রী পুত্র ল'য়ে পরম সুখে যদৃচ্ছা গমন কর, আমি এদের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ক'চ্ছি।

মল্লি। (সরোদনে) হা দেবি! হা রাজ্ঞি! তোমার এ অধিনী কোথায় যাবে? হায়, অভাগিনীর যে আর কেউ নেই! ওগো এ জনমদুখিনী যে তোমাদের বৈ জগতে আর কারোকেই জানে না—ওগো আমি আর কোথায় যাব? (বিশ্বামিত্রের পদে পতিতা) প্রভু আমার দশা কি হবে?

বিশ্বা। মহারাজ! তোমার জ্ঞাতি-পিতৃব্য-কন্যা একজন আছেন শুনিছি, ইটী কি সেই?

রাজা। আজ্ঞে হাঁ—

বিশ্বা। কেন? তবে এঁর জন্য চিন্তা কি? আমি শুনিছি, মন্ত্রীপুত্র বসন্তের সহিত মল্লিকার সম্বন্ধ হ'য়েছে?

রাজা। সে কি প্রভু! সৌবীরের কন্যার সঙ্গে তো মন্ত্রীপুত্রের বিবাহের প্রসঙ্গ শুনিছি—

বিশ্বা। সেটা পিতায় পিতায়; কিন্তু যুবক যুবতীরা কি পিতা মাতার সম্বন্ধের অপেক্ষায় ব'সে থাকে? আমি এতদূর জানি, তুমি এদের সর্ব্ব-

নয় কর্ত্তা হ'য়েও জান না মহারাজ, এইটাই আশ্চর্য্য! হয় নয় জিজ্ঞাসাই কেন কর না?

রাজা। (শৈব্যার প্রতি) মহিষি! একি সত্য?

শৈব্যা। কমলের মুখে এইরূপ শুনিছি বটে—

বিশ্বা। কেন? মল্লিকার নত বদন দেখেও কি মহারাজ! তোমার সন্দেহ যা'চ্ছেনা?—শুদ্ধ তোমাদের ভাবনা দূর কর্ব্বার জন্যই আমার এত কথা বলা!

রাজা। তা হ'লে তো এক বিশেষ দায়েই মুক্ত হই; কিন্তু বোধ হয় মন্ত্রী সম্মত হবেন না—

বিশ্বা। মন্ত্রীকে তুমি পত্র লিখে দাও; ঐ শকটে ক'রে মল্লিকাকে ল'য়ে এই ভৃত্য চ'লে যা'ক্—কুমারী কন্যা ভৃত্যের সঙ্গে একা না যায়, পাতঞ্জল ঐ অশ্ব-পৃষ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে যাবে—আমিও পশ্চাদ্গামী হ'চ্ছি। তোমার পত্র, পুত্রের ইচ্ছা, আমার অনুরোধ; মন্ত্রী অবশ্যই সম্মত হবে—

রাজা। প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য। কিন্তু এখন আর মন্ত্রীকে পত্র লিখনে আমার কত দূর অধিকার তা জানি না!

বিশ্বা। আমার অনুমতিতে—আমার নাম ক'রে—কোনো হানি নাই—

রাজা। যে আজ্ঞে—কিন্তু লিখনের উপকরণ—

বিশ্বা। (সহাস্যে) মহারাজ! যার যাতে অরুচি, সে তাতে পদে পদেই আকাশ দেখ্‌তে পায়! মল্লিকাকে ছেড়ে যাওয়ার মন নাই, সুতরাং নানা ছল! পাতঞ্জল! খুঙ্গি খোলা তো—অলক্তক, ভূর্জ্জপত্র, বংশলেখনী দাও তো।

[পাতঞ্জল কর্ত্তৃক ঐ সমস্ত দান ও রাজার পত্র লিখন-
কালে শৈব্যা ও মল্লিকার পরিক্রমণ পূর্ব্বক দূরে
অবস্থিতি এবং রোদন, প্রবোধদান,
বিদায় গ্রহণ ইত্যাদি]

রাজা। বিদুর! এই পত্র লও—বৃদ্ধ মন্ত্রীকে আমার অভিবাদন জানিয়ে এই পত্র খণ্ড দিও—আর ব'লো—(নিস্তব্ধ)

বিদু। (সরোদনে) মহারাজ! এত দিনে এ দীন দাসের পরমায়ু শেষ হ'লো! (লুণ্ঠিতাবস্থায় হা হতোস্মি)

(রাজা কর্ত্তৃক বিদুরকে স্বহস্তে তুলিয়া আলিঙ্গন)

পাত। (সরোদনে) প্রভু! রাগ ক'র্ব্বেন না—আমি কিছুতেই চ'কের জল নিবারণ ক'র্ত্তে পা'চ্ছি নে! হায়! মহারাজা হরিশ্চন্দ্র, মহারাণী শৈব্যা, এমন সুকুমার রাজকুমার, হায়! এঁরা আ'জ্ যথার্থই পথের কাঙাল হ'লেন! প্রভু! একটী ভিক্ষা—

বিশ্বা। ভাল জ্বালা বটে—কি? কি? তোমার আবার ভিক্ষা কি?

পাত। প্রভু! এ অবস্থায় রাজার কাছে আর যজ্ঞের টাকা চাইবেন না—এ দাসের এই ভিক্ষা! প্রভু নাকি ঐরূপ ভয়-দেখা'নে কথা ব'লে এলেন, এই জন্যেই এ দাস—

বিশ্বা। ওহো, ভাল কথা মনে ক'রে দিয়েছ—আমি ভুলে গিছলেম। পাতঞ্জল! চিরজীবী হও! (রাজার প্রতি) মহারাজ! সব তো হ'লো, আমার যজ্ঞ দক্ষিণার প্রচুর অর্থ দিতে যে প্রতিশ্রুত আছ, তা কৈ?

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) প্রভু! এ দাসের তো এই অকিঞ্চিৎকর দেহ বৈ আর কিছুই নাই!

পাত। ও প্রভু! ও কি? (জনান্তিকে) হায়, হায়! তবে কি আমি পাগলার সাঁকো নেড়ে দিলেম? (স্বীয় উভয় গণ্ডে চপেটাঘাত) হায় কি ক'ল্লেম! হায় আমি হ'য়ে কেন মলুম না!

বিশ্বা। মহারাজ! শুধু মিষ্ট কথায় যদি অঙ্গীকৃত দান সিদ্ধ হ'তো, তবে জগতে অসীম ধনদাতার সংখ্যা করা যেতো না—না মহারাজ, শুদ্ধ বাক্যের কর্ম্ম নয়! কিরূপে কোথা হ'তে দিবে, তা আমি কি জানি—তা আমার জান্‌বার প্রয়োজনই বা কি? আমার অর্থ ল'য়ে বিষয়; দাও ভাল, না দাও প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনের পাপ আর ব্রহ্মশাপ অবশ্যই তোমার ভাগ্যে আছে—এখনি তা দেখ্‌তে পাবে!

শৈব্যা। মহারাজ! এত হ'লো যদি এও হবে, এই সামান্য বিষয়ের জন্য মলিন হ'চ্ছেন কেন? যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আপনার ধর্ম্মপালন করুন—

আমার অঙ্গে এই যে অলঙ্কার, এও তো মহামূল্য (অলঙ্কার মোচন ও প্রদান); এই ল'ন্, ঋষির পাদপদ্মে এই গুলি সমর্পণ ক'রে সত্যে মুক্ত হ'ন !

পাত। সাধু! সাধু! সাধু! (উর্দ্ধবাহু নৃত্য) আঃ! বাঁচা গেল ! তবে আর কি ? তবে আর কি ? মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ! "পথে নারী বিবর্জ্জিতা" এ কথা যে শাস্ত্রে আছে, সে শাস্ত্র পুড়িয়ে ফেল—পুড়িয়ে ফেল—সাধু! সাধু!

বিশ্বা। (সহাস্যে) হা নির্ব্বোধ ! হা পাগল ! কি সাধুতাই দর্শন ক'ল্লে ! পরধনে অমন সাধুতা তুমিও ক'র্ত্তে পার !

পাত। পরধনে ? রাজ্ঞী যে প্রভু, নিজের গা থেকে এই খুলে দিলেন !

বিশ্বা। আরে এ অবোধকে বুঝানোই যে ভার—আরে রাজা যখন সমুদয় স্থাবর অস্থাবর তোমারি সাক্ষাতে আমাকে দান ক'রেছেন, তখন এই গুলি কি সেই স্থাবর সম্পত্তি হ'তে স্বতন্ত্র ব'লে উল্লেখ ছিল ?

পাত। আজ্ঞে, এতো রাজার নয়, এ যে মার নিজের স্ত্রীধন।

বিশ্বা। হাঁ, এরূপ কপট আপত্তি ব্যবহারাজীবী ধূর্ত্ত লোকেরা ক'রে থাকে বটে !—আরে ভ্রষ্টবুদ্ধি ! এইটে বুঝ্‌তে পার না, অধর্ম্মমূলক লোকাচার আর রাজদ্বারের ব্যবস্থাতে স্বামী-ধন আর স্ত্রীধনে ভিন্নতা যাই থাকুক, কিন্তু ধর্ম্মতঃ স্ত্রী আর স্বামীর সম্পত্তি কি স্বতন্ত্র ? কদাচই নয়। (রাজার প্রতি) তুমিই বল দেখি মহারাজ ! এই অলঙ্কার গুলি তোমার পূর্ব্বকার দান করা ধন কি না ? যদি তা হয়, তবে দান করা ধন প্রত্যাহরণ ক'ল্লে যে মহা পাপ, সেইটী স্বীকার না ক'ল্লে আর এই গুলি দিয়ে কদাচ প্রতিশ্রুত ঋণে মুক্ত হ'তে পার না ! আমি এসে অবধিই মনে ক'চ্ছি আমার অলঙ্কার গুলি কি ব'লে রাণী এখনো আমাকে দিচ্ছেন না ? ব'ল্‌তে কি মহারাজ, আমি লজ্জায় কেবল চাইতে পা'চ্ছিলেম না ; কিন্তু রাজ্ঞী পরমা বুদ্ধিমতী, আপনা হ'তেই সে গুলি মোচন ক'রে দিলেন। (অলঙ্কার গ্রহণ ও স্বীয় বসনে বন্ধন করিতে করিতে) মহারাজ ! এ তো হ'লো, এখন যজ্ঞের অর্থের কি তা বল ?

রাজা। (সকাতরে) প্রভো ! দাসের দেহ আছে, আর কিছুই নাই দাস্যবৃত্তি প্রভৃতি শারীরিক শ্রমে কোনরূপ উপার্জ্জন ব্যতীত উপায় দেখিনে যদি দয়া ক'রে কিছু সময় দেন, তবে ঋণোদ্ধারের চেষ্টা পাই !

পাত। অ্যাঁ, শেষ কি এই হ'লো ? ও হরি !

বিশ্বা। "চেষ্টা পাই!" চেষ্টার কর্ম্ম নয় মহারাজ! দ্বিপক্ষ সময় দিলেম, আজ হ'তে ত্রিংশৎ দিবসান্তে আবার সাক্ষাৎ ক'র্ব্বো, সেই কালে দিতে পার ভালই, নচেৎ যা হবে বুঝ্‌তেই পা'চ্ছো, প্রকাশ ক'রে বলা বাহুল্য! এখন আমরা চ'ল্লেম—উঠ গো, কন্যে! চলহে বিদুর! শকটে ক'রে ওঁরে ল'য়ে যাও—পাতঞ্জল ব'সে রৈলে যে? অশ্বে উঠগে না—

পাত। প্রভু! অন্ততঃ সময়টা আর দু এক মাস দিলে কি হয় না?

বিশ্বা। তাতে আর কি হবে? চল, এখন চল—

[রাজা, রাণী, রাজপুত্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

(নেপথ্যে—গীত)

রাগিণী সারেঙ্—তাল ঢিমে তেতালা।

ভানু কৃশাণু তনু ধরিল!
দিগো দিগন্ত, দহে নিতান্ত, জলাশয়ো শুষিল!
হইয়ে ক্লান্ত মনো, শ্রান্ত পান্থ জনো, পথভ্রমণো, সবে ত্যজিল—
তরুচরণো সারো করিল! ১॥

ভুলিয়ে নব তৃণ, গোবৎসো হরিণো, ছায়াতে লীনো, যেন হইল!
জলে মহিষো দলো ঝাঁপিল! ২॥

নীরবো সারী শুকো: খুলি চঞ্চুমুখো, যত শাবকো, জলো যাচিল!
দীনো চাতকো মেঘে ডাকিল! ৩॥

কম্পিতা ধরা যেন, দৃশ্য হয় হেন, বহ্নি বহনো, করে অনিল!
জলো অনলো সম তাতিল! ৪॥

ভীষণো হেন দিনে, কে গো নারী সনে, নদীপুলিনে, ধীরে চলিল—
হেরে নয়নো মনো মোহিল! ৫॥

সুরেন্দ্র শচী যেন, ভূমে করে ভ্রমণো, কোলে নন্দনো—রূপে উজ্জ্বল!
আহা! কমলো মুখো শুকালো! ৬॥

চতুর্থ অঙ্ক।

কাশী—মণিকর্ণিকার ঘাট।

[পুত্র-ক্রোড়স্থা শৈব্যা নিদ্রিতা এবং করতল-গণ্ড রাজা উপবিষ্ট]

রাজা। (স্বগত) হা সুখময়ী রজনি! তুমি এখনি গেলে! এত ক'রে বিনয় ক'ল্লে্ম, তবু একটু থা'ক্‌লে না! তা থা'ক্‌বে কেন! ভাগ্যহীনের কথা জগতে কে কবে শুনে থাকে? হায়! এই যে প্রভাত আ'স্‌ছে, যত প্রাণী সকলেরি সুখের, কেবল এই অভাগারি নিতান্ত দুঃখের কাল—সাক্ষাৎ কালরূপী কাল! হায়, রাত্রি কালে তবু একটু চিন্তার সমতা হয়—নিদ্রার কুহকে প্রিয়া আমার তবু অজ্ঞানে প'ড়ে থাকেন—ক্ষুৎপিপাসার যাতনা তত জা'ন্তে পারেন না—অন্ততঃ এই অভাগার চক্ষে তা প্রকাশ পায় না—অন্ততঃ অন্ধকারে তাঁর আর প্রাণাধিক রোহিতাশ্বের মলিন মুখ দুখানি দেখ্‌তে পাইনে, তাতেই তত বুক ফাটে না!—হায় প্রভাত! তুইও এলি, আর এই দুটী চাঁদ মুখকে অনশন-রাহুগ্রস্ত দেখে অভাগা হরিশ্চন্দ্রের প্রাণে যা হ'চ্ছে, তা অন্তর্যামী ভগবান বৈ ব্রহ্মাণ্ডে আর কেউ জা'ন্তে পারে না। (পূর্ব্বাভিমুখে) হা অরুণদেব! হা সূর্য্যবংশের আদি পুরুষ! তুমি উদয় হ'চ্ছো, হও—অত লোহিত কেন? অকৃতী অধম সন্তানের অযোগ্যতায় রাগ করে? না, বংশধরের দুর্দ্দশার অপমানে? হা পিতৃদেব! এই অপরিমিত দুঃখরাশি আর কারে দেখাই? তুমি বংশের পিতা, তুমিই দেখ—তোমার বংশধর হ'য়েও এ অধমের কি দশা হ'য়েছে, একবার স্বচক্ষে চেয়ে দেখ তোমার বংশ তোমার তুল্যই চিরকাল তেজীয়ান্—চিরকাল শ্রীমান্—সেই তেজীয়ান্ শ্রীমান্ কুলের কুলবধূ আ'জ্ কেমন মণি-পালঙ্কে শুয়ে আছে একবার দৃষ্টি কর! হায়, তোমার বংশে এমনি কুলাঙ্গার জ'ন্মেছে যে

অসূর্য্যম্পশ্যা তোমার কুলবধূ আ'জ্ কাশীর ঘাটে পাষাণ-সোপানে গড়াগড়ি দিচ্ছে, সে তা অনায়াসে দেখ্‌ছে—অনায়াসে সহ্য কর্চ্ছে! কিন্তু হে আদি পুরুষ আদিত্য! আমি যুদ্ধে পরাস্ত হ'য়ে এ দশায় পতিত হই নাই—ব্রাহ্মণের ছলেই দুর্ব্বল কাপুরুষ হ'য়েছি—কিন্তু যাতেই হই, এতে তোমার কলঙ্ক বৈ নামোজ্জ্বল হবে না! তবে তাত, কি ব'লে আমাদিগকে অন্ধকারে লুকিয়ে না রেখে, তোমার উজ্জ্বল আলোকে আমাদের অবস্থা লোককে দেখিয়ে দিচ্ছ! হা পিতঃ! তোমার কি এই বিবেচনা যে, তোমার পুত্রবধূ মলিন বেশে এলোকেশে অতি দীনার ন্যায় অনশনে প'ড়ে আছে, আর তুমি জগদ্বিভাসক দীপ্তিতে দিব্য ঐশ্বর্য্যময় কান্তিতে জ্যোতির্ম্ময় রথে হা'স্‌তে হা'স্‌তে উদয় হ'লে? এতে কি দেবলোকে তোমার যশ হবে? আ'জ্ কি তোমার উদয় হওয়া উচিত ছিল? যত দিন তোমার পুত্র আর পুত্রবধূর হয় দুঃখ-দূর, নয় মৃত্যু না হ'চ্ছে, তত দিন কি তোমার উদয় হওয়া উচিত? তা দূরে থা'ক্, অন্য দিনের চেয়ে আ'জ্ যেন আরো শীঘ্র—আরো সগৌরবে দেখা দিচ্ছ! তুমি কি এই দৃশ্য দেখ্‌বার জন্যই এত ঝটিতি আ'জ্ উদিত হ'লে? হা পিতৃদেব তুমি ইটী ভা'ব্‌লে না যে, তোমার উদয়ে এখনি শত শত লোকে মণিকর্ণিকা পূর্ণ হবে—এখনি কৌতুকদর্শী শত শত চক্ষু তোমার বধূকে উপহাসের দৃষ্টিতে দেখ্‌বে—তোমার পুত্রকে উদ্দেশ ক'রে উপহাসের হাসি হা'স্‌বে! তাই বলি পিতৃদেব! হয় এখনি শতভানুর কৃষাণুময় তপ্তে এ পাপ তনুজকে দগ্ধ কর, না এখনো ফিরে যাও!—তোমার প্রতিগমনের আর একটী গুরুতর কারণ আছে সেটী স্মরণ করা উচিত—তোমার উদয় হ'লেই সেই কঠিন-হৃদয় নিতান্ত নির্দ্দয় ঋষি বিশ্বামিত্রের উদয় হবে—সর্ব্বনেশে ঋষির সর্ব্বনেশে উদয়! হায়, আ'জ্ যে সে দিন!—আ'জ্ই শোণিত-শোষক সেই একত্রিংশ দিন—কি অশুভক্ষণে পিতৃদেব, আ'জ্ তুমি উদয় হ'লে—হায় আ'জ্ হরিশ্চন্দ্রের কি অশুভ প্রভাত হায়! আমি কোথায় যাই? কি করি? কিসে এই নরকযন্ত্রণারূপী ঋণদায় মুক্ত হই! হা ঋষিরাজ! কি ক'র্লে! কি ক'র্লে! রাজ্য, ধন, যান, বাহন আত্মীয়, স্বজন, সব নিলে, তবু ক্ষান্ত নও! জন্মে যা কখনো জানিনে—যে ঋণের কথা শাস্ত্রে পড়িছি, বিচারাসনে ব'সে শুনেছি, অধমর্ণের ঘোর চিন্তা ক্লিষ্ট বদনে যার যন্ত্রণা-চিহ্ন ধর্ম্মাধিকরণে দেখিছি—যার মত আততায়ী শত্রু

ার দ্বিতীয়.নাই শুনিছি, হায় আমি সেই ঋণ-জালে জড়িত—অপ্রতিবিধেয় ভয়ানকরূপে জড়িত হ'য়ে পড়িছি! হায়, বিপদ যে বিপদের অনুগামী, এত দিনে হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্র তা সুচারুরূপেই জা'ন্তে পা'র্লে! পথের কাঙাল—নিতান্তই পথের কাঙাল—যথার্থই ভিকারীর ভিকারী হ'য়েছি; এক মুষ্টি অন্নের জন্য স্ত্রী পুত্র সঙ্গে ক'রে টিকুতে টিকুতে লালায়িত হ'য়ে বেড়া'চ্ছি! হায়, অযোধ্যার সেই পাটরাণী আ'জ্ তিন দিন অনাহারী—অন্নাভাবে অনাহারী, ব্রত নিয়মে নয়—বাস্তবই গঙ্গাজল বৈ আর কিছুই উদরে যায় নাই! হায় রে! নিত্য যার অতিথি-শালায় লক্ষ জনে অন্ন পেতো—প্রত্যহ যার পশুশালাতে পর্ব্বত প্রমাণ শস্য উড়ে যেতো—হায় রে! সে আ'জ্ মুষ্টি ভিক্ষার অভাবে প্রাণের প্রাণ স্ত্রী পুত্রের প্রাণ হারা'তে ব'সেছে! এতদূর হ'য়েছে, তার উপর ঋণ!—ওরে ঋণ! তুই কোথা হ'তে এলি? ওরে কবে হরিশ্চন্দ্র কার্ কাছে তোরে গ্রহণ ক'রেছে? বল্ তুই অকারণে কেন এ অভাগার বুকে এসে শেল হ'য়ে ব'স্লি? তোর আর তোর নিয়োগকর্ত্তা সেই ভয়ানক ঋষির মূর্ত্তি যখন ধ্যান করি, তখন আমার জ্ঞান, চৈতন্য, অবশিষ্ট বুদ্ধি বল সব রসাতলে যায় রে—সব রসাতলে যায়! ওরে এখনি যেন তোরে আর তাঁরে সাক্ষাতে দর্শন ক'র্চ্ছি—ওরে সেই দীর্ঘ জটায় জটিল; কুচক্রে কুটিল; প্রলম্বিত বিশাল শ্মশ্রুজালে আরো ভয়ানক; কোপের ভ্রুকুটী-বিশিষ্ট উগ্রমূর্ত্তিটী নিয়ত যেন সম্মুখেই দেখ্তে পা'চ্ছি—ওরে সেই রাহুরূপী ঋষি দীর্ঘ বাহু বিস্তার ক'রে যেন কর পেতে তোর পরিশোধ চা'চ্ছেন—ওরে সব যেন প্রত্যক্ষ ক'র্চ্ছি! কি সর্ব্বনাশ! (চীৎকার স্বরে) কি ভয়ানক! কি শোণিত-শোষক! কি বিকট! কি প্রাণ-ঘাতক দৃশ্য! হায়! কে রক্ষা করে? প্রিয়ে! উঠ! প্রাণ যে যায়—ঋষির কোপানলে দগ্ধ হই—জন্মের মত বিদায় দাও—ধর, ধর, ধর—

শৈব্যা। (শশব্যস্তে উঠিয়া) একি? একি? একি মহারাজ? চীৎকার কেন? কাঁ'প্ছো কেন? চক্ষু অমন রাঙা হ'য়ে ঘুর্চ্ছে কেন? কিসে এমন হ'লো? কিসে আঘাত লা'গ্লো? অভাগিনীর কপাল বুঝি পুড়্লো (রাজাকে ধারণ পূর্ব্বক) মহারাজ! স্থির হও—হঠাৎ এমন হ'লো কেন মহারাজ? তুমি অমন হ'লে আর কার্ মুখ চেয়ে থাকি নাথ?

(শৈব্যার ক্রোড়ে রাজার অৰ্দ্ধশয়ন)

কি অসুখ হ'লো মহারাজ ?

রাজা। প্রিয়ে ! নূতন কিছুই না—সেই দুই পক্ষ রূপ পক্ষী আ'জ্ উড়ে গেছে—প্রিয়ে ! আ'জ্ সেই কাল মাসের শেষ—হায় আমারও শেষ !

শৈব্যা। নাথ ! সামান্য কথায় বলে "যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।" যিনি এক মুহূৰ্ত্তে রাজা হরিশ্চন্দ্রকে পথের ভিকারী ক'র্ত্তে পেরেছেন, সেই বিধি মনে ক'র্লেই আবার সেই ভিকারীকেও নিমেষ মধ্যে রাজা ক'রে দিতে পারেন।

রাজা। অথবা, সেই ভিকারীর এই ভিক্ষার ঝুলি দুটীও কেড়ে নিতে পারেন ! (কম্প)

শৈব্যা। তিনি সবই পারেন। কিন্তু নাথ, তুমিই তো কা'ল্ ব'লেছ বিপদ উদ্ধারে মানুষ যত চেষ্টা করুক না, তাঁর ইচ্ছারি জয় হয়—কেবল ধার্ম্মিকের সহিষ্ণুতার কাছেই তাঁর পরাজয় !

রোহি। (উঠিয়া) ও মা ! বড় ক্ষুধা পেয়েছে—কিছু খেতে দেওনা মা !

রাজা। প্রিয়ে ! সব জানি—ধার্ম্মিককে দুঃখ দে তিনি ধর্ম্মের পরীক্ষা করেন—যে ব্যক্তি অসীম দুঃখেও ধর্ম্মকে ত্যাগ না করে, কর্ত্তব্যকে না ভুলে, সেই কেবল সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়—তাও জানি ! ধৈর্য্য যার সেনাপতি, শেষে তার জয় হয়ই হয়—ইটী নিশ্চয় !—তাও জানি—প্রিয়ে, সব জানি, কিন্তু হায়—

রোহি। ও মা, বড় ক্ষুধা, কিছু দেওনা মা—

রাজা। হা !—সব জানি—কিন্তু প্রিয়ে ! পুত্রের এই কথা বুকে যেন শক্তিশেল বা'জ্ছে—তোমার এই মলিন মুখ চক্ষে যেন তপ্ত শলাকা বিঁধ্ছে—আর সয় না রে আর সয় না—পাপ-হৃদয় বিদীর্ণ হয় হয়, তবু যে হয় না ! (উঠিয়া) তোমরা এই খানেই থাক, কোথাও যেয়োনা—

শৈব্যা। আর তুমি ?

রাজা। আমি একবার ভিক্ষায় যাব ! কি ব'লে কেমন ক'রে তা ক'র্ত্তে হয়, এখন তো প্রিয়ে, শিখে নিয়েছি—ভগবান্ আপনিই শেখাবেন—আপনিই

লাবেন—বলাবেন কি, বলিয়েছেন! তবে আর বৃথা অভিমান কেন? অভি-
মান! তুই দূর হ!—লজ্জা! কিসের লজ্জা?—ঘৃণা! আর কিসের ঘৃণা!—
তোরা দূর হ!

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে—গীত)

রাগিণী ভৈঁরো—তাল একতালা।

মিছে আরো কেন, মানো অপমানো,
দূরে যারে লোকলাজ্!
প্রাণাধিকো প্রাণো, দয়িতা নন্দনো,
দহে অনশনো দহনে আ'জ্!

ওরে দর্প! তব, বৃথা উচ্চ রবো,
হ'লি পরাভবো, হৃদয়ো মাঝ।
সম্ভ্রমো গৌরবো, পূর্ব্ব-স্মৃতি-ভাবো,
পড়ুক সে সবো, মস্তকে বাজ্! ১॥

আয়রে নিয়তি! নীচতা সংহতি;
কাকুতি মিনতি! সাজ্‌রে সাজ্!
কোথা মা ভারতি! রসনারে স্তুতি,
শিখায়ে সম্প্রতি, সাধ মা কাজ্! ২॥

শৈব্যা। (স্বগত) হায়! এ গান শুনে আর প্রাণ বাঁচে না—কেনই
বা যেতে দিলেম? হায়! না দিলেও যে নয়—প্রাণের রোহিতকে কি খেতে
দিই?

[রাজার পুনঃ প্রবেশ]

রাজা। না প্রিয়ে, হ'লো না—বৎস রোহিতাশ্বের খাবার আ'নতেও
অবসর পেলেম না—যা ভেবেছি তাই! ঐ দেখ সাক্ষাৎ কৃতান্ত স্বরূপ সেই
তপোধন ঐ আগমন ক'র্চ্চেন—

[বিশ্বামিত্র ও পাতঞ্জলের প্রবেশ]

বিশ্বা। কৈ মহারাজ, দক্ষিণার ধন কৈ ? শীঘ্র দাও—

(সপুত্র রাজা রাণী প্রণত)

দীর্ঘায়ুঃসন্তু ! ধর্ম্মবল শতগুণ হ'ক্ !—কিন্তু আমার যজ্ঞ দক্ষিণাটা না দিলে আয়ুই কি, ধর্ম্মই কি, দুয়েরি ব্যাঘাত ! কৈ মহারাজ কৈ ? দাও না ?—ও কি ? নীরব যে—হেঁট মুখ যে—এর অর্থ কি ?

রোহি। ও মা, কিছু খেতে দেওনা মা, বড় ক্ষুধা পেয়েছে—

শৈব্যা। (দরদরিত-ধারা-চক্ষে শিশুকে বক্ষে লইয়া মুখ-চুম্বন) বাবা ! একটু থাক—দেখ্‌তে পা'চ্ছো না ?

রোহি। থা'ক্তে পারিনে মা, বড় ক্ষুধা—অমন ক'রে কাঁ'দ্‌ছিস্ কেন মা ?

পাত। (স্বগত) আহা হা ! মধুসূদন ! এ আর দেখা যায় না ! (ঝুলি হইতে ফলোত্তোলন পূর্ব্বক) বৎস রোহিতাশ্ব ! খাবে দাদা, এই ফল খাবে ?

রোহি। (রাণীর মুখপানে চাহিয়া) হ্যাঁ মা খাব ?

শৈব্যা। (সরোদনে) খাও !

রোহি। (ফল লইয়া) এ কি গা ?

পাত। এই দুটী পাকা গাব—আর এই কয়টা আম্‌লকি।

রোহি। (রাণীর প্রতি) হ্যাঁ মা, এ তো আর কখনো খাইনি মা ! (ভক্ষণারম্ভ ও মুখবিকৃতি) এ যে কেমন কষা লাগে মা ?

বিশ্বা। তবে খেও না—দাও ! (হস্ত প্রসারণ)

রোহি। না, না, না, দিব না—আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে—বেস লা'গ্‌ছে মহাশয়, এখন আমার বেস লা'গ্‌ছে !

শৈব্যা। হা বিধি ! তোর মনে এই ছিল ! আর যে সয়না—(পতন)

পাত। মহারাজ ! দেখুন, দেখুন, ধ'রে তুলুন, রাজ্ঞী ঘুরে প'ড়্‌লেন—বুঝি অজ্ঞান হ'য়েছেন ! আমি জল আনি গে—(সোপানে অবতরণ)

রাজা। (শুশ্রূষা পূর্ব্বক) হা প্রিয়ে ! আগে গেলে !—অভাগাকে ফেলে আগে গেলে ?—তুমি মুক্ত হ'লে, কিন্তু—

শৈব্যা। (নেত্রোন্মীলন পূর্ব্বক) না মহারাজ, অভাগিনীর সে সুদিন

এখনো হয়নি!—সে সুখের দিন হবে তো ভোগ ক'র্ব্বে কে? আপনি সে চিন্তা ক'র্ব্বেন না, আমি-ই বেস আছি!

পাত। (বিশ্বামিত্রের প্রতি করযোড়ে) প্রভো! দয়া ক'রে এখন চলুন—সময়ান্তরে আসা যাবে—

বিশ্বা। তুমি না দেখ্‌তে পার, চ'লে যাও; এত দয়া হ'য়ে থাকে তো বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা কর।

পাত। আজ্ঞে না, তা ব'ল্‌ছিনে, (মস্তক কণ্ডূয়ন) বলি—বলি—বোধ ক'র্চ্ছি, মহারাজ এখনো সংগ্রহ ক'রে উঠ্‌তে পারেন নি—

বিশ্বা। (সরোষে) তাই বলুন না কেন চ'লে যাই—দিব না ব'ল্লেই তো সব উৎপাত যায়! আমি কি আপনি ওঁর কাছে ভিক্ষা ক'র্ত্তে গিছ্‌লেম?—উনি আপনিই তো এক প্রকার আমার মুখ দে বলিয়েছিলেন—হয় নয় উনিই বলুন না? তুমিও কোন্ না ছিলে? ক্ষত্রিয় হ'য়ে ব্রাহ্মণের কাছে প্রতিশ্রুত ঋণ পরিশোধ না ক'র্লে ইহপরকালে কি হয়, তা কি উনি জানেন না?—তাও চুলোয় যা'ক্, সে ওঁর আপনার ভোগাভোগের কথা; কিন্তু বিশ্বামিত্রের মুখ হ'তে প্রার্থনা-বাক্য নির্গত করিয়ে যে পামর সেই প্রার্থনার মান না রেখে অপমান করে, তার কি দশা ঘ'টে থাকে, তা আমি এই হাতেই দেখিয়ে যাব! একি পরিহাস করা?—একে তো অবিদ্যার শাসনে বঞ্চিত ক'রে আমার যতদূর অনিষ্ট ক'র্ত্তে হয় তা ক'রেছেন—

পাত। আজ্ঞে, তার দণ্ড তো ছত্র দণ্ড গ্রহণেই হ'য়েছে!

বিশ্বা। ভাল, তা যা হ'ক্, সে দোষ যেন সেই সামান্য প্রায়শ্চিত্তেই মার্জ্জনা করা হ'লো—তার পর কিনা ছেলে ভুলাবার মত কঠিন যজ্ঞে আমায় ব্রতী করিয়ে এখন কার্য্যকালে এককালে নিরাশ! এই কি ভদ্রের উচিত? এই কি ক্ষত্রিয় রাজার যোগ্য কাজ? এও কি সহ্য করা যায়? এ কি যেমন তেমন অপরাধ? এ দোষে আবার ক্ষমা! কখনই না, কখনই না, কখনই না! এই আমি তিন সত্য ক'র্লেম—তুমি পাতঞ্জল, তুমি তো তুমি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর এসে অনুরোধ ক'র্লেও বিশ্বামিত্রের এ প্রতিজ্ঞা অন্যথা হবার নয়!—প্রতারণা!—আমার সঙ্গে প্রতারণা!

পাত। আজ্ঞে, এ অবস্থায় অর্থ বিষয়ে রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রতারণা কি

সম্ভবে ?—রাজা যদি শক্তি সত্ত্বে না দিতেন, তবে এ দাসই দণ্ডের জন্য অনু-রোধ ক'র্ত্তো!

বিশ্বা। শক্তি সত্ত্বে না দিতেন! তবে যেন শক্তি নাই! তোমার যেমন স্থূল বুদ্ধি, সেইরূপই বুঝেছ!—ওরে নির্ব্বোধ! যার ইচ্ছা আছে, তার শক্তি নাই এমনো কি হ'য়ে থাকে? শক্তি আবার নাই—অবশ্যই শক্তি আছে, কেবল ইচ্ছাই নাই!

পাত। প্রভু কেমন আজ্ঞা ক'চ্ছে'ন? স্বচক্ষেই তো শক্তি টক্তি সব দেখ্‌তে পা'চ্ছেন—প্রভুর কাছে অসংখ্য পুরাণেতিহাস পড়িছি—প্রভুর সঙ্গে অসংখ্য রাজ্যও ভ্রমণ করিছি—তা ছাড়া বাল্যাবধি অসংখ্য গল্প উপন্যাসও শুনিছি, কৈ? রাজা হরিশ্চন্দ্রের যে দশা দেখ্‌ছি, এমন হীন অবস্থা মনুষ্যের যে কখনো হ'য়েছে, এ তো প্রভু দেখিনি, শুনিনি, পড়িনি, কল্পনাতেও ভাবিনি!

বিশ্বা। তোমার দেখা শুনা এখনো কিছুই হয় নাই! যে মানুষ সাধ্য সত্ত্বেও উপায় না ক'র্ব্বে—প্রতিশ্রুত ঋণজালে জড়িত হ'য়ে থা'কৃবে, তার আর ঔষধ কি?

পাত। প্রভুর বাক্য দ্বিতীয় বেদ—কিন্তু অদ্যকার এই কথায় বিস্ময় সাগরে মগ্ন হ'চ্ছি—শুধু আমি নই, এঁরাও মগ্ন হ'চ্ছেন! যদি দয়া ক'রে দাসের সঙ্গে এত কথা কৈলেন, তবে সেই উপায়টী ইঙ্গিতে একটু ব'লে দিন্।

বিশ্বা। কেন? আমি ব'লে দিয়ে দোষী হব কেন? উনি মহারাজা; ওঁর রাজ-বুদ্ধি; উনি আপনিই কেন উপায় ভেবে দেখুন না! স্ত্রী পুত্র কি কেবল সম্পদের সুখ-ভাগী—বিপদের কি কেউ নয়?—বিপদুদ্ধারের নিমিত্ত কে না কি করে? মনুষ্যের ধন আর জন, দ্বিবিধ সম্পত্তি; মনুষ্যের ঘোর বিপদ প'ড়্‌লে প্রথম সম্পত্তি দিয়ে কেটে গেল তো ভালই, নচেৎ শেষের সম্পত্তিরও ত্যাগ স্বীকার কি কর্ত্তব্য নয়? স্বামিত্ব অধিকার তবে কি জন্য? যদি আত্যন্তিক বিপদ কালে সেই স্বত্ব কাজে না লাগে, তার স্বামিত্ব ধারণ করাই বৃথা! জানি, সহজে তা কেউ পারে না; কেননা দয়া, মায়া, স্নেহ, আসঙ্গলিপ্সা প্রভৃতি কতকগুলা মিষ্ট প্রবৃত্তির কুহকে প'ড়ে ক্ষীণচেতা লোক সহজে তাতে সম্মত হ'তে চায় না, কিন্তু যখন ইহপরকাল যেতে বসে—

দের উপর ঐ দয়া মায়া, যখন তাদের সর্ব্বশুদ্ধ অধঃপাতের সম্ভাবনা ঘটে, তখন যে অবোধ মানব বিচ্ছেদ-ব্যথার ভয় পায়, "আহা! কার কাছে গে কি কষ্টেই থা'ক্‌বে" এম্নি এম্নি বিফল চিন্তায় কাতর হয়, শক্তি সত্বেও শক্তিহীনের ন্যায় কার্য্য করে, সেই লঘুচেতা নির্ব্বোধ ব্যক্তি আপনার কর্ম্ম-ফল অবশ্যই ভোগ ক'র্ব্বে—অপরে দয়া ক'রে তারে কদাচই রা'খ্‌তে পারে না!

রাজা। (স্বগত) হা দগ্ধ হৃদয়! (বক্ষে করাঘাত) কি শুন্‌ছো! বিদীর্ণ হ'তে আর বিলম্ব কি?

বিশ্বা। সে যা হ'ক্, রাজন্! আর আমি অপেক্ষা ক'র্ত্তে পারি না—অনেক সময় গিয়েছে, কল্য সায়ংকালে যে আসি নাই, সেই যথেষ্ট! এখনি দিবে কিনা, পরিষ্কার ক'রে বল—অধিক বাক্য ব্যয় নিষ্প্রয়োজন!

শৈব্যা। (সকাতরে রাজার করগ্রহণ-পূর্ব্বক) মহারাজ! আর কেন? অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডা'তে পারে? ঋষি যা ব'ল্লেন, তাই কর—মহারাজ, তাই কর—আর তোমার এ যন্ত্রণা দেখ্‌তে পারি নে—আর উপায় নেই, মহারাজ, আর এখন কোনো উপায় নেই!

রাজা। হা প্রিয়ে! এ কি কথা! হা বিধি! হা হৃদয়!—হায়! আমি কি শুন্‌ছি! স্ত্রী পুত্র বিক্রয়! হায়! আমার মস্তকে অগ্নি জ্ব'লে উঠ্‌লো—অন্তকাল বুঝি নিকট হ'লো! (মস্তকে হস্তদান) উঃ! জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল!

বিশ্বা। মহারাজ! ঋণ রেখে গেলে যে অনন্তকাল এর চেয়েও অনন্তগুণে বেশী যন্ত্রণায় জ্ব'ল্‌তে হবে!

রাজা। তা সত্য, কিন্তু তবু যেন বর্ত্তমান যাতনাই যাতনা!

বিশ্বা। তা নয়, মহারাজ, তা নয়!—তার কাছে এ কিছুই নয়!—সে যাই হ'ক্, আমি এ সব রঙ্গভূমির অভিনয় দেখ্‌তে এখানে আসিনি—দিবে, কি না দিবে, এক কথায় ব'লে দাও—

রাজা। প্রভো! আর কিছু দিন সময় দিন; আমার মন্ত্রী আর মন্ত্রী-পুত্রকে সংবাদ দিয়ে আপনার অর্থ আনিয়ে দিই!

পাত। হ্যাঁ তাই কর—সেই উত্তম উপায়!

শৈব্যা। (বিশ্বামিত্রের চরণ ধারণ পূর্ব্বক) প্রভু, এ দাসীর আর এই অপোগণ্ডটীর মুখ চেয়ে এই ভিক্ষাটী দান করুন!

বিশ্বা। (সহাস্যে) মহারাজ! এখনো কি ছল কৌশল ছাড়্‌তে চাও না? তুমি কি জাননা, ভিক্ষালব্ধ ধনে ক্রিয়া ক'র্লে যার ধন তারই ফল; ভিক্ষুকের কিছুই নয়! এই কি তুমি ধর্ম্মপরায়ণ হরিশ্চন্দ্র? এইরূপে তোমার ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা? এ হ'লে তো অনেক দিন এ ঋণ শোধ যেতে পা'র্তো! নিজের শ্রমলব্ধ ধন ব্যতীত দান সিদ্ধ হয় না, তা কি জাননা? তুমি না জান, আমি জেনে শুনে অপরের ধন তোমার কাছে লব কেন?—ধিক্ আমার যজ্ঞে!—ধিক্ তোমার দানে!—ধিক্ তোমার ধর্ম্মাভিমানে!

রাজা। প্রভো! তবে অনুমতি করুন—আর কিছু দিন সময় দিন—আমি সবল, সমর্থ, কর্ম্মঠ; আমি অনুসন্ধান ক'রে কোনো ধনীর সেবাকার্যে নিযুক্ত হ'য়ে উপার্জ্জন করি।

বিশ্বা। আর না—যথেষ্ট হ'য়েছে—মহারাজ! আগে জা'ন্তেম, তুমি ধার্ম্মিকের চূড়ামণি, এত দিনে জা'ন্‌লেম, তুমি ধূর্ত্ত শিরোমণি!—আর না—যথেষ্ট—আর তুমি ক্ষমার্হ নও—তোমার প্রতিজ্ঞা কি ছিল? এক মাস অন্তে দিবে ব'লে কি স্বীকার কর নি? সেই সত্য পালন কি এই? তুমি কি ইতর উত্তমর্ণ পেয়েছ? তুমি কি ধর্ম্ম-ঋণ সম্বন্ধে ইতর অধমর্ণের ন্যায় আ'জ্ নয় কা'ল্, কা'ল্ নয় প'শু ক'রে টা'ল্‌তে চাও? আমি তোমার কথায় যজ্ঞের সংকল্প করিছি—ঋষিবর্গ মধ্যে যজ্ঞে দীক্ষিত হ'য়েছি; আ'জ্ আমি অর্থ চাই—এই মুহূর্ত্তেই চাই—এখনি দাও ভালই, না দাও, যেমন আমার যজ্ঞ পণ্ড ক'র্লে, তার প্রতিফল স্বরূপ নিদারুণ অভিসম্পাতে বংশলোপ, ধর্ম্মলোপ, কর্ম্মলোপ, তোমার স্বর্গরোধ পর্য্যন্ত ক'রে দিব—আর একটীও বাক্য শুন্‌বো না! পাত্র-জল! এখানে ব'সো; আমি এলেম ব'লে—এইবার এসে ধন না পাই তো তদ্দণ্ডেই প্রতিফল দিব।

[প্রস্থান।

শৈব্যা। (সরোদনে) মহারাজ! আর কেন? দাসীকে বিক্রয় দ্বারা ধন সংগ্রহ কর—আমাদের কপালে পর-প্রেষ্যতা লেখা আছে, তাতে কাতর হ'লে কি হবে? এখন তো এই উপায়ে উপস্থিত বিপদ হ'তে মুক্ত হও। আর

র চেষ্টা ক'রে যদি ভাগ্য-গুণে কোনো মহতের আশ্রয়ে থেকে মানপূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন ক'র্ত্তে পারে, সেই অর্থে দাসীকে তখন মুক্ত ক'ল্লে'ই হবে।

পাত। মা! যদি একান্তই তা কর্ত্তব্য হয়, তবে যাতে ব্রাহ্মণের ঘরে থা'ক্তে পারেন, তার উপায় দেখাই উচিত।

শৈব্যা। আঃ! তারির বা সময় কৈ? মহারাজের মনের যে অবস্থা দেখ্‌ছি, আমাকেই লজ্জা ত্যাগ ক'র্ত্তে হ'লো! কিন্তু করিই বা কি? যাই বা কোথা? কি ব'ল্‌তে হয়, কি ক'র্ত্তে হয়, কিছুই জানি না। কমল রে! কোথায় রৈলি? এ সময় তোর বুদ্ধি-বল পেলে সব ক'র্ত্তে পা'র্ত্তেম! (করযোড়ে ঊর্দ্ধদৃষ্টি) হে বিপত্তারণ মধুসূদন! দাসীকে বুদ্ধি দাও, বল দাও, সাহস দাও!—

[জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রবেশ]

ঐ! এই যে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রাতঃস্নানে আ'স্‌ছেন, ইনি প্রাচীন, এঁরে শ্রীমানের মতই দেখা'চ্ছে—ভগবান কি দাসীর প্রার্থনায় এঁরেই পাঠিয়েছেন? দেখিই না কেন! (কৃতাঞ্জলি প্রণতি পূর্ব্বক) ঠাকুর! আপনার কি দাসীর প্রয়োজন নাই?

ব্রাহ্ম। দাসী? ক্রীতা দাসী?

শৈব্যা। আজ্ঞে হ্যাঁ, ক্রীতা দাসী—

ব্রাহ্ম। কি জা'ত্? (খক্ খক্)

শৈব্যা। আজ্ঞে ভাল জা'ত্—জল-আ'চরণে—

ব্রাহ্ম। বয়স কত? বুড়ী কি নিতান্ত ছুঁড়ী তো নয়? (খক্ খক্)

শৈব্যা। আজ্ঞে না, বলিষ্ঠা—কর্ম্মিষ্ঠা—

ব্রাহ্ম। সভ্যা তব্যা তো? ভদ্রলোকের বাড়ীর যোগ্যা তো?

শৈব্যা। আজ্ঞে, আপনিই তা বিচার ক'র্ত্তে পা'র্ব্বেন—

ব্রাহ্ম। কৈ? (চতুর্দ্দিগে নিরীক্ষণ) কোথায়? (খক্ খক্)

শৈব্যা। (বাষ্পগদ্গদ স্বরে) আজ্ঞে, এই আপনার সাক্ষাতেই—

ব্রাহ্ম। তুমি? (খক্ খক্) আঃ! এই কাশিই আমার বিপদ!

শৈব্যা। আজ্ঞে, এই দাসীই বটে!

ব্রাহ্ম। তুমি? তুমি নিজে? (থক্ থক্)

শৈব্যা। আজ্ঞে, হ্যাঁ, আমিই নিজে!

ব্রাহ্ম। কেন বাছা, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখে, পরিহাস কর? তোমার কি অভি- সম্পাতেরও ভয় নাই? (থক্ থক্)

শৈব্যা। আজ্ঞে, না প্রভু—পরিহাস নয়—দাসী কি প্রভুর সঙ্গে ব্যঙ্গ ক'র্ত্তে পারে? আপনি পরিহাস ভা'ববেন না, আমার ঐ পূর্ব্ব প্রভু বড় বিপদে প'ড়েছেন, দয়া ক'রে আমায় ক্রয় ক'রে তাঁরে ঋণদায়ে মুক্ত করুন!

ব্রাহ্ম। (স্বগত) হুঁ! মন্দ নয়! তাই তো, কি করি! (থক্ থক্)

শৈব্যা। তবে কি আপনার প্রয়োজন নাই?

ব্রাহ্ম। প্রয়োজন যে নাই, তাও নয়, ব্রাহ্মণী এখন অথর্ব্ব হ'য়েছেন, রান্না বান্না গরু বাছুর ল'য়ে লণ্ডভণ্ড হন। (থক্ থক্) এক মাগী দাসী যে আছে, সে আবার তাঁর চেয়ে দশ পনের বছরের বড়; মাগী মরেও না, বেচ্‌তে গেলেও কেউ লয় না—সেটা (থক্ থক্) অবিক্রেয় হ'য়ে ক্ষতির তলেই প'ড়েছে! (থক্ থক্)

শৈব্যা। তবে কেন আমায় ক্রয় করুন না?

ব্রাহ্ম। কি তা জান, (থক্ থক্) আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ, যেমন তেমন একটা মেয়ে লোক সুলভ মূল্যে পেলেই (থক্ থক্) আমাদের উত্তম হয়—ভাল! তোমার মূল্যটাই শুনি। কৈ? তোমার প্রভু যে কোনো কথা কন না?

পাত্র। প্রভু আবার কথা কবেন কি? ওঁর উপরেই ভার আছে—

ব্রাহ্ম। ভাল, তবে তোমার মূল্যটা কি শুনি? (থক্ থক্)

শৈব্যা। আজ্ঞে, এ দাসী সে সব কিছুই জানে না—আপনি দয়া ক'রে যা দিবেন, তাই আমার স্বীকার!

পাত্র। (জনান্তিকে) বিলক্ষণ! তবেই হ'য়েছে! একে বামুন, তায় বুড়ো, তায় কেশো!

রোহি। কার সঙ্গে কথা ক'চ্ছিস্ মা? তোরে ক্রয় ক'র্ব্বেন কি মা?

ব্রাহ্ম। এইটী বুঝি তোমার পুত্র? (রোহিতাশ্বের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক স্বগত) একি? শাস্ত্রে রাজচক্রবর্ত্তীদের যে যে লক্ষণ লিখেছেন,

থক্ থক্) এই বালকে যে তার সবই দেখ্‌ছি ! (প্রকাশ্যে) হ্যাঁগা, ইটী কি তোমার, না তোমার প্রভুর, না আর কোনো বড় লোকের সন্তান ?

শৈব্যা। আজ্ঞে, যদি দয়া ক'রে ইটীকে শুদ্ধ ক্রয় করেন, তবে আর অধিক কি ব'ল্‌বো, দাসী জন্মের মত ঠাকুরের চরণে বাঁধা থাকে ! তা হ'লে দেখ্‌বেন, শত দাস দাসীতেও যত সেবা ক'র্ত্তে না পারে, একা এই দাসী হ'তেই তা হবে—তা হ'লে মাঠা'করুণকে আর কোনো কাজে কষ্ট পেতে হবে না—আমরা মায় পোয় প্রাণপণে তাঁর চরণ সেবা ক'র্ব্বো !

ব্রাহ্ম। বালকটী বিলক্ষণ সবল আর সুচতুর বটে—শান্ত শান্তও বোধ হ'চ্ছে। (থক্ থক্) আমার একটা ছোঁড়া ছিল, তার জ্বালায় ব্রাহ্মণীর কোনো দ্রব্য আর শিকেয় রাখ্‌বার যো ছিল না—দেখো বাছা তেমন ক'রে তো জ্বালাতন ক'র্ব্বে না ? (থক্ থক্)

শৈব্যা। (সরোদনে) আজ্ঞে না, তেমন বংশে—

পাত। (স্বগত) হা মধুসূদন ! এতও এঁদের কপালে ছিল ! (প্রকাশ্যে) আঃ ! জ্বালাও কেন ঠাকুর—নিয়ে যাও না, তোমার বড় অদৃষ্ট, তাই সাক্ষাৎ ভগবতী আর কার্ত্তিককে ঘরে নে যেতে পা'চ্ছো !

শৈব্যা। আপনি যা ব'ল্‌বেন, ও তাই ক'র্ব্বে—ও অবশ ছেলে নয় !

ব্রাহ্ম। না, ওরে আর কি ক'র্ত্তে ব'ল্‌বো ? আমার পুথি টুথি গুলো ব'য়ে নে যাওয়া ; যজ্‌মানের বাড়ী থেকে নৈবেদ্য, জলপানি, দুধ টুধ গুলো ল'য়ে আসা ; আর হাট্‌টা বাজারটা করা—এই হ'লেই হ'লো ! (থক্ থক্)

শৈব্যা। আজ্ঞে ঐ শেষেরটী নয়, আর সব পা'র্ব্বে—আর দয়া ক'রে যদি কিছু পড়া'ন্, তবে আপনার চরণে দাস আর শিষ্য দুই হ'য়ে থা'ক্‌বে !

ব্রাহ্ম। ভাল, ভাল, তা দেখা যাবে—এখন মূল্যের বিষয়টা কি ?

শৈব্যা। প্রভুর যেমন আদেশ হয়।

ব্রাহ্ম। তোমাকে বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী দেখ্‌ছি—তুমি আপনি না ব'লে আমার উপর যে (থক্ থক্) ভার দিচ্ছ, ইইতেই জা'ন্‌লেম, তুমি মানুষ চিন্তে (থক্ থক্) পার—যা হ'ক্, ন্যায়তঃ তোমার মূল্য স্থির কর্ব্বার জন্য আগে তোমার বয়সটা জানা চাই ? (থক্ থক্)

শৈব্যা। (স্বগত) মা দুর্গা ! আর যে সয় না ! (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে চব্বিশ বছর—

ব্রাহ্ম। আর তোমার ছেলের ? (খক্ খক্)

শৈব্যা। আজ্ঞে, ষষ্ঠ উত্তীর্ণ—

ব্রাহ্ম। (স্বগত) দেখ্‌তে তো দশ বছরের—তা ভালই হ'য়েছে—এ স্ত্রীলোকটা ব্যবসায়ে বড় চতুরা নয়—ছেলের বয়স বেশী ব'ল্‌তে পা'র্‌লে তাতে মূল্যও বেশী পেতো ! (প্রকাশ্যে) তবে তো গণনা সহজ—এর সঙ্কেত জান তো !

বর্ষে দেড়া ষোলর ন্যূন—
তার ঊর্দ্ধে তারি দ্বিগুণ !
যদি হয় পঞ্চাশ পার ;
যত বর্ষ, অর্দ্ধ তার !

তবেই দেখ না কেন, তোমার ছেলের বয়স হ'চ্ছে গে সাত বৎসর, তার দেড় সাড়ে দশ ; আর তোমার বয়স চব্বিশ বৎসর, তার দ্বিগুণ আট্‌চল্লিশ ; ত আট্‌চল্লিশ আর সাড়ে দশ কত হয় ? (অঙ্গুলির পর্ব্বে পর্ব্বে গণনা) হ'লো গে সাড়ে আটান্ন :—এই আর কি, সাড়ে আটান্নটী স্বর্ণমুদ্রা দিতে পারি—

শৈব্যা। যে আজ্ঞে—

পাত। রও গো রও, খপ্ ক'রে যে আজ্ঞে ব'লো না ! আমরা কি গণন জানিনে ? বাঃ ! কি গণনাই হ'লো ! কৈ শ্লোকটার দ্বিতীয় চরণ আর একবা আওড়ান্ দেখি ?

ব্রাহ্ম। (স্বগত) আ ম'লো, এ উৎপাতটা আবার কোত্থেকে জুট্‌লো ! (প্রকাশ্যে) কেন বাপু ? (খক্ খক্) ভুল্‌বো কেন ? "বর্ষে দেড়া, ষোল ন্যূন"—তবেই সাড়ে দশ হ'লো না ?

পাত। তা তো হ'লো—তার পর ?

ব্রাহ্ম। তার পর আর কি ? তার ঊর্দ্ধে তারির দ্বিগুণ ; তবেই চব্বিশে দ্বিগুণ আট্‌চল্লিশ হ'লো না ? কেমন কথা কও ? (খক্ খক্)

পাত। বুড়ো হ'য়েছ ঠাকুর—তিন কাল গেছে—তিন কাল কেন, সাড়ে তিন কি পৌণে চা'র্ কেটে গেছে—আ'জ্ বৈ কা'ল্ চিত্রগুপ্তের কাছে গে কাজের তন্ন তন্ন তালিকা দিতে হবে, এতেও ঠাকুর সম্পূর্ণ বিশ্বাস-কারিণী একটী দুঃখিনী অবলাকে ঠকিয়ে খাবার লোভটা ছা'ড়্তে পার না! তায় অন্য স্থান নয়, কাশী—আবার গঙ্গার ঘাট—ছি, তোমাকে ছি—বেশী আর ব'ল্‌বো কি!

ব্রাহ্ম। (সকোপে) তুমি কে হ্যা বাপু? যদ্দূর মুখ তদ্দূর কথা! (খক্ খক্) যদি গণনায় ভুল থাকে, সহজে ব'লে দাও; ভুল কি মা'ন্‌ষের হয় না? (খক্ খক্ আঃ! উঃ!) অত চট কেন?

পাত। কি ব'ল্‌বো বড় দুঃসময়, নৈলে তোমার দাসী কেনাটা দেখিয়ে দিতেম!

শৈব্যা। (করযোড়ে) প্রভু! সময় যায়—

পাত। তা বটে মা, তা বটে—হায়! সেটা যে মনেই ছিল না—এত অন্যায় যে গায় সয় না—

শৈব্যা। ক্ষান্ত হ'ন্, আর না, যা দেন তাই ভাল!

পাত। আচ্ছা ঠাকুর মিটিয়ে ফেল!—

ব্রাহ্ম। আমার আর মিটানো কি? তোমরা স্বীকার পেলেই হ'লো।

পাত। তবে ধর্ম্মতঃ যা ঠিক, তাই ব'লে দেও না—পণাপণের কথায় আমরা কি কথা ক'য়েছি? তুমি নিজে একটা শ্লোক ব'ল্লে, তাই আমরা স্বীকার ক'র্লেম—তাতেও আবার কবকাটা! তোমার শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ ব'লছে "তারির দ্বিগুণ"—কিসের দ্বিগুণ? অন্বয় কর দেখি? ব্যাকরণ বোধ থাকে তো বর্ষের দ্বিগুণ কি সংখ্যাবাচক বিশেষ্য যে দেড়া শব্দ, তারির দ্বিগুণ হয় বল দেখি? দেড়ার দ্বিগুণ কত? তিন গুণ কি নয়? আমরা জান যে লেখা পড়া শিখেছি বটে?

ব্রাহ্ম। ভাল, ভাল, ও একই কথা! আট্‌চল্লিশ হ'চ্ছিল, না হয় আর চব্বিশ তাতে যোগ হ'লো!—ও একই কথা—তা আট্‌চল্লিশের সঙ্গে চব্বিশের দেও দুই—হ'লো পঞ্চাশ—থাকে গে বাইশ—বাইশ থেকে কুড়ি নিয়ে পঞ্চাশে দেও—হ'লো গে সত্তর—থা'ক্‌লো গে দুই—সত্তর আর দুই বাহাত্তর—এই তো (খক্ খক্) হ'লো এর; তার সঙ্গে ছেলের সাড়ে দশ

তা বাহাত্তর আর দশ, বিরাশী—বিরাশী সাড়ে! এই তো আমি দিতে পারি—শুন্‌লে গো বাছা শুন্‌লে? (খক্ খক্ আ উ!)

শৈব্যা। যে আজ্ঞে, আপনার যেমন অভিরুচি!

ব্রাহ্ম। তবে আর কি? আর কোনো আপত্তি টাপত্তি তো নেই কেমন গো ব্রাহ্মণঠাকুর, তুমি সাক্ষী রৈলে!—তোমার নাম কি মশাই?

পাত্র। আমার নাম যাই হ'ক্, আপনার সাক্ষী টাক্ষী রা'খ্‌তে হবে না; ইনি তেমন মেয়ে নন—সাক্ষাৎ কমলা—দেখ্‌বেন, আপনার ঘরে গেলে এঁর আয় পয়তে লক্ষ্মী উথ্‌লে উঠেন কি না! আপনি পণ্ডিত হ'য়ে লক্ষণ দেখেও চিন্তে পারেন না?

ব্রাহ্ম। তা তো দেখ্‌ছি, কিন্তু (খক্ খক্) ঐ পূর্ব্ব প্রভুর দশা দেখে যে ভয় করে! যদি এত সুলক্ষণা, তবে ঐ পুরুষটার এমন অবস্থা হ'লো কেন? যা'ক্, সে কথায় আর কাজ নাই—এস গো বাছা এস—এই লও টাকা—আয়রে বালক আয়—

রাজা। (উঠিয়া) সে কি? কোথায়? (রাণীর হস্ত ধরিয়া) প্রিয়তমে! মহিষি! একি! কোথায় যাও? আগে জলে ঝাঁপ দিই দেখ, তার পর যাও!

শৈব্যা। (অধোমুখে সরোদনে স্বগত) হা বিধি! রাজাকে এই অবস্থায় রেখে কোন্ প্রাণে কোথায়ই বা যাই! এদিকেও সর্ব্বনাশ—যেতেই হবে—এ শক্তিশেল সৈতেই হবে—আপনার বুক্ পাষাণ দে বেঁধে মহারাজের ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে সম্বোধন ক'রে প্রবোধ দিতেই হবে! (প্রকাশ্যে) নাথ! তোমার যদি বিপদে ধৈর্য্য না হয়, তবে পৃথিবীতে সামান্য লোকেরা কি ক'র্ব্বে? হায় নাথ! তুমি আপনিই তো কা'ল্ আমাকে বুঝিয়েছ, ধার্ম্মিকের সহিষ্ণুতাই বল—তিতিক্ষাই ঐশ্বর্য্য—ধৈর্য্যই বিপদের বন্ধু! তবে এখন কার্য্য-কালে সে সব জ্ঞানের কথা কেন ভুলে যাও? যদি কোনো ক্ষত্রিয়-শত্রু বল ক'রে তোমার রাজ্য, ধন, স্ত্রী, পুত্র কেড়ে নিত, তবে বটে তোমার হৃদয়ে ঘৃণা হ'তো—তবে বটে তুমি লজ্জায় আর শোকে অধৈর্য্য হ'তে পা'র্ত্তে! যখন সত্য-ধর্ম্ম রূপ শত্রুর হাতে আপনি ইচ্ছা ক'রে সে সব অর্পণ ক'রেছ, তখন অকাতরে সে সকল দান না ক'র্লে তোমার গৌরবের যে অত্যন্ত লাঘব, তাও কি নাথ, অদৃষ্ট দোষে ভুলে গেলে? ধার্ম্মিককে ধর্ম্মই রক্ষা করেন, এ কথা

যে তোমার জপমালা ছিল, আ'জ্ এই বিপদের সময় তা যদি মনে না কর, তবে ইহলোকে কলঙ্ক আর পরকালে ঘোর অধোগতি ঘ'টে কি সর্ব্বনাশ হবে, একবার ভেবে দেখ দেখি!—হায়! তোমার শ্রীচরণ সেবা না ক'রে আমি যে কি হ'য়ে থা'কবো, তা কি নাথ, তোমার অগোচর আছে? কিন্তু কি করি! সকল দুঃখ, সকল শোক, সকল যন্ত্রণা, সকল ন্যূনতা সইতে পারি, কিন্তু নাথ, তোমার ধর্ম্ম আর যশের লাঘব কদাচ সহ্য ক'র্ত্তে পারি না!

রাজা। ধর্ম্ম আর যশের লাঘব! তা কি হ'য়েছে?

শৈব্যা। না, প্রাণবল্লভ! এখনো তা হয় নি, কিন্তু বিয়োগ দুঃখে আমরা যদি এমন ক'রে কাতর হই, তবে তো নাথ, তোমার সত্য পালন হয় না—

রাজা। সত্য পালন! তা ব'লে তুমি কোথায় যাও? আমায় ছেড়ে তুমি যাবে?

শৈব্যা। প্রাণনাথ! ধৈর্য্য কর—এ সময়ে তুমি অধীর হ'লে সব নষ্ট হয়—ব্রহ্মশাপে সর্ব্বনাশ ঘটে—আর সময়ও নাই, ঋষি এলেন ব'লে—এই অর্থ তাঁরে দিয়ে সকল দিক্ রক্ষা কর—

রাজা। উঃ! বটে! স্মরণ হ'লো!—আ! আমি যে স্ত্রী পুত্র বিক্রয় ক'রে ঋণ শোধ ক'র্চ্ছি! এই বুঝি তার মূল্য? হা! এই অর্থের নিমিত্ত স্ত্রী পুত্র বিক্রয়!—উঃ! (বক্ষে করাঘাত) পাপিষ্ঠ প্রাণ! এখনো তুই এই নির্লজ্জ দেহে আছিস্?—এখনো যা'স্‌নি?

পাত। (স্বগত) মধুসূদন হরি! কি ভয়ানক! (প্রকাশ্যে) মহারা— (স্বগত) না, লোকের কাছে পরিচয় দেওয়াও হবে না! (প্রকাশ্যে) মহাশয়! ক্ষান্ত হ'ন্—কোনো চিন্তা নাই—আপনার স্ত্রী পুত্র ভাল স্থানে যা'চ্চেন—আমি নয় সর্ব্বদা গে দেখে আ'স্‌বো!

রাজা। কেন? কেন? তা কেন? আমিও কেন ঐ সঙ্গে বিক্রীত হই না? (বেগে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পদ ধারণ পূর্ব্বক) ঠাকুর! দয়া ক'রে আমাকেও ক্রয় করুন—আমিও দাস হ'য়ে—

ব্রাহ্ম। না, না, বাবা! আমি পাগল টাগল ক্রয় ক'রে নে যাব না— (খক্ খক্) না বাবা, ব্রাহ্মণী আমাকে ইইতেই কি বলেন, তার ঠিক নেই! (রাণীর প্রতি) ওগো ভাল মা'নুষের মেয়ে, যাবে তো এস, নৈলে আমার

টাকা নে আমি চ'লে যাই—(থক্ থক্) একি রে বাবা! ভাল দাসী কে: বটে!

শৈব্যা। (রাজার হস্তাকর্ষণ পূর্ব্বক) প্রাণবল্লভ! স্থির হও—ধৈর্য্য ধর—যে ধর্ম্মের জন্য সব ত্যাগ ক'রেছে, সেই ধর্ম্মকেই কেবল ধ্যান কর, অবশ্যই আমাদের দুঃখ দূর হবে!

রাজা। কিন্তু প্রিয়ে, তুমি দাস্য কর্ম্মে নিযুক্তা হবে, এও কি আমার পাষাণ হৃদয় সহ্য ক'র্ত্তে পারে? এতে কি আমার যশোধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হবে?

শৈব্যা। নাথ! স্থিরচিত্তে ভেবে দেখ, ধর্ম্মরক্ষার জন্য—সত্য পালনের জন্য তোমার স্ত্রী পুত্র ব্রাহ্মণের দাস্য-কর্ম্মে গেল ব'লে তোমার কিছুমাত্র অযশ হবে না। বরং এতে তোমার সুনাম, সুকীর্ত্তি আর ধর্ম্মের সহস্র গুণ বৃদ্ধিই হবে—সেই ধর্ম্ম-বলে শীঘ্র হ'ক্, বিলম্বে হ'ক্, অবশ্যই আমাদের মঙ্গল হবে—অবশ্যই আবার দাসী ঐ চরণ দর্শন ক'র্ত্তে পা'র্ব্বে—অবশ্যই তুমি যেমন ছিলে, ঠিক তেমিই হবে! ইটী যেন দৈববাণীরূপে আমার কাণে কাণে কে অভয় দিয়ে ব'লে দিচ্ছে! তাই বলি নাথ, কিছু ভেবো না—কিছুমাত্র কাতর হ'য়ো না—এক মনে ভগবানকে ডাক, ধর্ম্মকে ডাক, ধর্ম্মপথে থাক, কখনই এ কুদিন রবে না!

রাজা। প্রিয়ে! একি আমার সেই শৈব্যা তুমি? আমার বোধ হ'চ্ছে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম যেন তোমার হৃদয়ে আর দেবী সরস্বতী তোমার রসনায় ব'সে কথা ক'চ্ছেন!—ইতিপূর্ব্বে আমার যে মোহ হ'য়েছিল, তা প্রিয়ে, তোমার অমৃত-মাখা নীতি-বাক্যে দূর হ'লো—এখন আবার প্রকৃতিস্থ হ'য়েছি—আবার সমুদয়ই জ্ঞান-চক্ষে দেখ্‌তে পা'চ্ছি—যাও প্রিয়ে যাও, আর আমি নিষেধ ক'র্ব্বো না—তুমি সামান্যা নও—তোমার উপদেশে আমার দিব্য জ্ঞান হ'লো—তুমি যেখানে থা'কবে, সে স্থান পবিত্র হবে—যে তোমার অনিষ্ট চেষ্টা ক'র্ব্বে, সে নিজেই ধ্বংস হবে—ধর্ম্মই তোমায় রক্ষা ক'র্ব্বেন! কিন্তু প্রিয়ে, তথাপি—

শৈব্যা। আর না, নাথ, আর না! আমি কাতরে বিনয় করি, ক্ষান্ত হও, আর না—সব জানি, কি ক'র্ব্বে? ধর্ম্মের জন্য সব সৈতে হবে!

ব্রাহ্ম। ওগো কি কর গো? এ সব তো ভাল লা'গ্‌ছে না—টাকাও

গেল, মানুষও যায় নাকি?—লওনা, টাকা তুলে লওনা—ওগো পুরুষটি! গ'ণে দেখ না—তোমরা'এসনা গো—(খক্ খক্)

রাজা। (দ্রুত পদে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণের চরণ ধরিয়া) ঠাকুর! একটী ভিক্ষা! একটী ভিক্ষা দিতে হবে—

ব্রাহ্ম। কি? কি? এ পাগল নাকি?

রাজা। আমি পাগল—পাগলকে একটী ভিক্ষা দিতে হবে—এই অনাথিনী অনাথকে যত্ন পূর্ব্বক পালন ক'র্ব্বেন—এই অভাগিনীকে কোনো প্রকাশ্য স্থানে কি কোনো পুরুষের কাছে যেতে ব'ল্‌বেন না—এদের মান হরণ ক'র্ব্বেন না—এই বালকটীকে লেখা পড়া শিখাবেন—একের পিতা, অন্যের মাতামহের মত উভয়কে পালন ক'র্ব্বেন—এই স্বীকার করুন, তবে চরণ ছা'ড়্‌বো!

ব্রাহ্ম। ভাল জ্বালা বটে—পা ছাড়, পা ছাড়—আরে বাপ্‌রে, হাত দুটো যেন বজ্র! উঃ! কি লেগেছে!—(খক্ খক্)

রাজা। না ঠাকুর, লাগিনি—আপনার পায় বা কি লা'গ্‌ছে—(বক্ষে করাঘাত) এই বুকে যা বা'জ্‌ছে, যদি দেখ্‌তে পেতেন, তবে পাষাণ-হৃদয় হ'লেও গ'লে যেতো—দয়া করুন! এই ভিক্ষাটী দিন্—যা ব'ল্লেম, স্বীকার করুন, তবে পা ছা'ড়্‌বো!

ব্রাহ্ম। আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে—তাই হবে—এসগো বাছা এস—আর না—ভাল জ্বালা বটে! ঐ লও, মুদ্রা লও! ও কি? ঐখানেই প'ড়ে রৈলো যে—একবার গ'ণে লওনা? (খক্ খক্)

পাত। আপনি যা'ন্, ঠিক আছে, আর গুণ্‌তে হবে না!

ব্রাহ্ম। তবে তুমি সাক্ষী।

[শৈব্যা ও রোহিতাস্যের সহিত প্রস্থান।

পাত। মহারাজ! গা তুলুন, স্নানাহ্নিক করুন, মা যা ব'লে গেলেন তাই শুনুন! আহা! রাজমহিষীর কি মহাপ্রাণ! কি ধর্ম্মজ্ঞান! কি অসামান্য বুদ্ধি! স্ত্রীলোকের মুখে এমন জ্ঞানের কথা কখনো শুনিনি—এমন সতী সাধ্বী পতিব্রতা কখনো দেখিনি—এমন ধর্ম্মনিষ্ঠা, এত মহত্ত্ব, এত হিতাহিত-বিবেক, এত বড় বিপদে এত বড় তিতিক্ষা, একি আর কোনো সতী

কস্মিন্ কালে দেখা'তে পেরেছেন? মহারাজ! এমন গুণবতী সতীর কথা অবহেলা ক'র্ব্বেন না—আপনার অবশ্যই মঙ্গল হবে!।

রাজ। ভূদেব! যার এমন পত্নী বিরহিত হ'লো, তারে আবার স্নান ভোজন ক'র্ত্তে ব'ল্‌ছেন! তার আবার দেহের যত্ন!—ঠাকুর গো! এ দুর্ভা-গার মত হতভাগ্য কি আর কোথাও দেখেছেন?

পাত। তাই তো! শাস্ত্রমতে এমন সুলক্ষণা সতী যার, তার সর্ব্বত্র জয়—অনাময় নাই! তবে কেন এমন হ'লো? ক দিন ধ'রে এইটে তোলা পাড়া ক'রে আমার উদরে যেন গুল্ম হ'য়ে উঠেছে! তবে কি শিবের উক্তিও বিফল? তবে কি মহর্ষিরাও মিথ্যাবাদী?

(নেপথ্যে—গীত)

রাগিণী খট্—তাল টিমাতেতালা।

হায় কিবা হেরি, যায় কার্ নারী
এ কি রূপ মাধুরী!
বুঝি কাশীশ্বরী, ভ্রমে ছল করি,
এ নয় সামান্যা নারী!

পলকে পলকে, লাবণ্য ঝলকে,
দামিনী ঝলকে যেন;
জিনিয়ে সুবর্ণ, দেহের সুবর্ণ,
কেন আ'জ্ বিবর্ণ মরি! ১॥

সুধাংশু বদন; সুকুতা দশন;
কমল নয়ন দুটী;
আহা কি কারণে, সে মৃগ নয়নে,
ঝরিছে বিষাদ-বারি! ২॥

মলিন বসন, বিহীন ভূষণ,
তবু কি রূপের ছটা!
এ হেন যুবতী, এ দ্বিজ সংহতি,
কেন রে বুঝিতে নারি! ৩॥

সম্বর বসতি, দাসী ছিল রতি;
সে ভাবে বুঝি এ নারী,
দুখে ভাসি ভাসি, পুত্র সহ আসি,
হইল দ্বিজ কিঙ্করী ! ৪ ॥

রূপে গুণে রমা, শৈব্যা রাণী সমা,
নিরুপমা বামা হেরি !
হা বিধি কঠোর ! এ কি কর্ম্ম তোর !
দাসীত্ব ঘটালি তারি ! ৫ ॥

[বিশ্বামিত্রের প্রবেশ]

বিশ্বা। কি পাতঞ্জল, হা ক’রে কি শুন্‌ছো ?

পাত। আহা ! কি মিষ্ট গান ! এ দেখ্‌ছি আমার মায়ের অবস্থারি গান—কাশীবাসীরা মায়ের গমন দেখে গান ক’চ্ছে ́ !

বিশ্বা। এখন গান শোনা রাখ—এদিকে কি পর্য্যন্ত ? কৈ অর্থ কৈ ?

পাত। আজ্ঞে, এই যে—(মুদ্রা প্রদর্শন)

বিশ্বা। কত ?

পাত। (চক্ষু টিপিয়া) আজ্ঞে, তা প্রচুর !

বিশ্বা। কত ?

পাত। আজ্ঞে, এ সব অকৃত্রিম স্বর্ণ মুদ্রা ! (কয়েকটী হস্তে তুলিয়া) আহা ! কি চাকৃচিক্য ! কেমন সুন্দর খোদকারী ! কি সুগোল গঠন ! কি মধুর ঠন্ ঠন্ শব্দ ! রূপ দেখ্‌লে আর রব শুন্‌লে বোধ হয় না যে, ব্যয় কর্ব্বার জন্য এদের সৃষ্টি হ’য়েছে ! আচ্ছা প্রভু, বড় ঘরের স্ত্রীলোকেরা ইরির হার গেঁথে কেন পরে না ? আহা ! এমন গঠনকেও আবার ভেঙে চুরে অলঙ্কার করা কেমন রুচির কর্ম্ম ব’ল্‌তে পারিনে !

বিশ্বা। (সকোপে) আরে বর্ব্বর, কত ?

পাত। আজ্ঞে (মৃদুস্বরে) প্রচুর ! অশীতি আর সার্দ্ধ দুই ! সাধে কি প্রভু স্পষ্ট ব’ল্‌ছিনে, বার বার এত মুদ্রার নাম শুন্‌লে রাজা যদি দিতে না চান, তাই প্রভু পাঁচ কথায় উড়িয়ে দিচ্ছেলেম !

বিশ্বা। হা নির্ব্বোধ! এই তোমার প্রচুর! সে কি? এত অল্পসংখ্যক মুদ্রায় কি হবে? অভাবতঃ আরো এত গুলি না হ'লে তো কিছুই হবে না—বড় যদি নমঃ নমঃ ক'রেও সারা যায়, তবু আর পঞ্চাশটীও তো চাই!

পাত। আরো পঞ্চাশ! হায় গুরুদেব! আর উনি পাবেন কোথায়?—হায় হায়! স্ত্রী পুত্র বিক্রয় হ'লো—আর কি উপায়?

বিশ্বা। কেন? উপায় নাই কেন? ইচ্ছা থা'ক্‌লেই উপায় হয়!

রাজা। প্রভু! এ দাসের এই দেহ আর দুর্ভাগ্য জীবন বৈ আর কিছুই নাই—অনুমতি হয় তো শ্রীচরণে সেই দুর্ভার-বহ জীবন ত্যাগ ক'রে ঋণে মুক্ত হই! অথবা আজ্ঞে করুন, তপোবনে গিয়ে প্রভুর সেবায় এই অকিঞ্চিৎকর দেহকে নিযুক্ত রেখে ধন্য হই!

বিশ্ব। মহারাজ! এ উপহাসের কথা নয়—ছুটো স্তব স্তুতিরও কর্ম্ম নয়! আমি যজ্ঞে দীক্ষিত—যেরূপে হ'ক্, অর্থ দিতেই হবে! তোমার জীবন নিয়ে আমার শ্রীচরণ কি স্বর্গে যাবে? না, তাতে যজ্ঞ সমাধা হবে? আর রাজা রাজ্‌ড়া সেবক নিয়েই বা দুঃখী বনবাসীদের কি কাজ? বরঞ্চ এই সেবা অন্যত্র অর্পণ ক'রে তার বিনিময়ে অনায়াসে ধন সঞ্চয় ক'র্ত্তে পার! মহারাজ! এই বড় আশ্চর্য্য, আমার প্রয়োজন নাই, অথচ আমার সেবায় শরীর সমর্পণ ক'র্ত্তে প্রস্তুত আছ; কিন্তু যারা অর্থ দিয়ে তোমার সেবা ক্রয় ক'র্ত্তে পারে, তাদের কথা ঘুণাগ্রেও তোমার মুখে আ'স্‌ছে না!

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ) যে আজ্ঞে, অদ্যই সেবক-ক্রেতার অনুসন্ধানে ভ্রমণ ক'র্ব্বো!

বিশ্বা। অদ্য নয় মহারাজ, এখনি—ক'র্ব্বো নয়, কর—এখনি যে উপায়ে পার অর্থ দাও—এই মুহূর্ত্তে এই স্থানেই অবশিষ্ট অর্থ চাই!

রাজা। (উঠিয়া বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে) হে কাশীবাসী ব্রাহ্মণগণ! হে ভূদেব মণ্ডলি! আপনাদের কাহারো কি ক্রীত দাসের প্রয়োজন আছে? কোনো ব্রাহ্মণ কি সেবক ক্রয় ক'র্ব্বেন? পঞ্চাশৎ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে একটী যুবা ভৃত্য—

পাত। (উচ্চৈঃস্বরে) সে ভৃত্য আবার ধনুর্ব্বেদে আর শাম, দান, ভেদ, দণ্ডে অদ্বিতীয়—মহা যোদ্ধা, মহা বোদ্ধা, মহা দাতা—

বিশ্বা। তবেই হ'য়েছে—দাতা ভৃত্যকে তো লোকে আগে লবে! আঃ পাগল! ভৃত্য যত কষ্ট্য হয়, প্রভু ততই ভাল বাসে, এও কি জাননা?

রাজা। হে মহাত্মা বিপ্রগণ! দয়া ক'রে এ দাসকে ক্রয় করুন!

পাত। পঞ্চাশৎ মুদ্রায় অতি চমৎকার পুরুষ বিক্রয় হয়—বড় সুলভ—বড় সুলভ—এমন সুলভ আর পাবে না! (বিশ্বামিত্রের প্রতি) কৈ? বার বার তো আমরা চীৎকার ক'র্লেম, দুই পার্শ্বের ঘাটে লোকও তো বিস্তর; কৈ কেউ উত্তরও দেয় না!

বিশ্বা। (সকোপে) শুদ্ধ ব্রাহ্মণকে আহ্বান ক'র্লে কি হবে? ব্রাহ্মণের মধ্যে কে কয়টা দাস রা'খ্‌তে পারে?

রাজা। (উচ্চৈঃস্বরে) কাশীবাসী ক্ষত্রিয়গণ! আপনারা কেউ কি দাস ক্রয় ক'র্বেন?

পাত। হায়! হায়! কেউ যে সাড়া শব্দটীও দেয় না—তেজীয়ান্ ক্ষত্রিয়েরা যখন অগ্রসর হ'লো না, তখন তো বড় গোলই দেখ্‌ছি!

বিশ্বা। যে সেবা বিক্রয় ক'র্বে, তার আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের বাছনি কি? মহারাজ! বুঝিছি, তোমার সকলি কপটতা—সকলি পরিহাস মাত্র! ধর্ম্ম-ঋণের পরিশোধ জন্য যদি তোমার যথার্থ আগ্রহ থা'ক্তো, তবে কদাচ এই বৃথা অভিমান আর গর্ব্বের বশীভূত হ'তে না! কিন্তু আমি আর সহ্য ক'র্ত্তে পারি না—আরো এক দণ্ড কাল তোমায় সময় দিলেম—সেই দণ্ডৈক কাল এই স্থানেই ব'সে রৈলেম, তন্মধ্যে না পাই, তোমার অধোগতি নিশ্চয়—এই আমার শেষ বক্তব্য!

রাজা। হে কাশীবাসী মানবগণ! যে জাতি হও—যক্ষ, রক্ষ, সিদ্ধ, চারণ, যে কেউ হও—তোমাদের প্রয়োজন থা'ক্ না থা'ক্, দয়া ক'রে এ অধমকে ক্রয় কর—হায়! পঞ্চাশৎ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে একজন বিপন্ন যুবাকে কেউ কি লবে না? কাশী কি এত নির্ধন আর নির্দ্দয় হ'য়ে উঠেছে?

(নেপথ্যে—হাঁ রে, কেন্‌বো রে, আমিতি কেন্‌বো—র, যাচ্চি)

পাত। মহারাজ! আপনার ভাবী প্রভুর যে সুমধুর কণ্ঠস্বর আর যে ভদ্র

বাক্য শুন্‌ছি, আতেই তো শরীর জুড়িয়ে গেল !—ও বাবা ! যিনি ঐ আ'স্‌ছেন, উনিই নাকি ? ইনি কে গো ? ইনি সাক্ষাৎ 'যমদূত, না, ভুতনাথের কিঙ্কর ? ও বাবা ! ওর গলায় যে অস্থিমালা ঠক্ ঠক্ ক'রে বা'জ্‌ছে ! মাথার ঝুঁটিতেও যে হাড় গোঁজা ! গায়ে আর বসনে বসার মত কি যে লেগে র'য়েছে ? ও বাবা, একি মূর্ত্তি ? একি চলন ? ঘাড়ে ওটা কি ? মড়া পোড়ানোর বাঁশ না ? গলায় ঝুল্‌ছে ওটা কি ? ও বাবা ! ও যে মড়ার মাথার খুলি ! সেই খুলি আবার জলপানের পাত্রও হ'য়েছে—তা থেকে চা'ল্ কড়াই ভাজা নিয়ে বাঁ হাতেই খাওয়া হ'চ্ছে ! সর্ব্বনাশ ! ইনিই মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকে কিন্‌তে আ'স্‌ছেন !

বিশ্বা। বর্ব্বর ! তুমি মানুষকে ঘৃণা কর—এই তোমার তত্ত্বজ্ঞান ?

পাত। আজ্ঞে না, ও তো মানুষ নয়—ও যে স্যাক্ষাৎ পিশাচ !

[ভ'দো চণ্ডালের প্রবেশ]

ভ'দো। কৈ দাস কৈ ? আমিতি কেন্‌বো রে অমিতি কেন্‌বো—

বিশ্বা। কৈ মহারাজ ! নীরব রৈলে যে ? এই তো ক্রেতা উপস্থিত।

রাজা। (সকাতরে) প্রভু, এই ক্রেতার দাস হব ? এই কি বিচার ?

বিশ্বা। (সকোপে) সে তোমার ইচ্ছা ! কিন্তু আমার নির্ণীত কাল পূর্ণ হয়। সাবধান ! এখনো তোমার শুভ জন্য সতর্ক ক'রে দিচ্ছি ! ক্রেতা উপস্থিত ; আত্ম-বিক্রয় দ্বারা ধন সংগ্রহ না কর, যেরূপে পার আমায় দিলেই হ'লো ! দণ্ড অতীত হ'লেই এমন ভীষণ দণ্ডে পতিত হবে যে, এর চেয়ে সহস্রগুণে ভীষণ পিশাচের অধীন হ'য়ে অনন্তকাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ ক'রে অনুতাপে আত্মা কেবল দগ্ধ হ'তে থা'ক্‌বে !—আমি আর ব'ল্‌বো না—এর বিনিময়ে সেই অবস্থা ভাল বোধ হয় তাই হ'ক্—

ভ'দো। কৈ ? কৈ ? দাস কে ? (পাতঞ্জলের প্রতি) তুই ? তোরে ব্যাচ্‌বে কে ? (রাজাকে নির্দ্দেশ) ঐ নাকি ? তবে এই নে, টাকা নে !—

পাত। নারকী বেটা ! ভ্রষ্ট পাপাচারী নর-পিশাচ বেটা ! এত বড় স্পর্দ্ধা—জানিস না, অভিসম্পাতে দগ্ধ ক'রে ফেল্‌বো !

ভদো। হা ! হা ! হা ! তবে এডা নয়, এডা যে বামুন—আ ম'লো দগ্দাতে

চায়! ও ঠাকুর, চটিস্ কেন? আ'জ্ হ'ক্, কা'ল্ হ'ক্, দুদিন পর্‌কে হ'ক্, ভ'দোর হাত্‌কে এসে প'ড়্‌তেই হবে! ত্যাকন্ এই গালাগালির শোধ নেব বাবা—শ'ল্‌পোড়া ক'রে খুঁচে খুঁচে মা'র্ব্বো—দেখ্‌বি বাবা, তোর মাথার ঘি বা'র্ ক'রে কুকুরকে দে খাওয়াই কিনা বাবা!

পাত। পাপিষ্ঠ বেটা! তবে আমি কখনই কাশীতে ম'র্ব্বোনা—

ভ'দো। হা! হা! ম'র্ব্বি নে! ম'র্ব্বি নে তো কোন্ চুলোয় গে ম'র্ব্বি?

বিশ্বা। মহারাজ! দণ্ড পূর্ণ হ'লো—

ভ'দো। ওঃ! তবে এদের মস্‌কেরামি করা! মনে কল্লাম, দুটো ঘাট, এক্‌লা থামাল্ দে উট্‌তি পারিনে, মরার কাপর চোপর গুণো কে কনে টেনে লে যায়; বলি অ্যাট্টা ডাগ্‌রা মতন ছোঁরা ফোঁরা পাই তো পোরানো ঝোরানো কুরোনো কারানোর সুবিস্তে হয়—দূর হ'ক্‌গে ছাই, ভালমা'ন্‌ষিদের আর তো কাম নেই, এই অ্যাট্টা মস্‌কেরামি যুড়ে দেছে! (গমনোদ্যত)

বিশ্বা। মহারাজ! মুদ্রা দাও! অমন ক'রে রৈলে কি হবে? আবার বলি দাও—(ক্রোধে কম্পিত)

পাত! মহারাজ! দেখেন কি সর্ব্বনাশ হয়—যা আছে কপালে হবে, কিন্তু মহর্ষির মূর্ত্তি দেখে ভয় ক'র্চ্চে, আর বিলম্ব ক'র্ব্বেন না—

রাজা। ওহে চণ্ডাল! যেয়োনা—যেয়োনা—যেয়োনা—এই দুর্ভাগা নরাধমই তোমার দা'স হবে! কৈ? অর্থ কৈ? দাও—শীঘ্র দাও—

ভ'দো। ঘাটের কাম ঝা ক'র্ত্তি হবে, সম্‌ঝিছিস্ তো?

রাজা। সব বুঝিছি—সব ক'র্ব্বো! যদি বিধির ইচ্ছা হ'লো—যদি ধর্ম্ম-পালক ঋষিরও ইচ্ছা হ'লো—যদি অদৃষ্টের এই লিপিই ধার্য্য হ'লো—যদি প্রাণের প্রাণ অমন স্ত্রী পুত্র বিচ্ছিন্ন হ'লো—যদি সব বিসর্জ্জন দিয়ে এই পাপ প্রাণ রা'খ্‌তেই হ'লো—তবে কেনই বা না ক'র্ব্বো?—চণ্ডাল হে! তুমি যা কর, তোমার জাতীয় ধর্ম্ম; তুমি সাধু! উচ্চজাতীয় কোনো নরাধম যদি স্বজাতীয় ধর্ম্মপালনে সক্ষম না হয়; যদি তারে স্ত্রী পুত্র বিক্রয় ক'রে জীবন যাপন ক'র্ত্তে হয়, তবে তো সে চণ্ডাল হ'তেও অধম! তার চণ্ডালের দাস হওয়াই বিধি!—হা চণ্ডাল! আমি সেই জন্যই এখন চণ্ডালাধম হ'য়েছি! আর আমার ঘৃণা, লজ্জা; মান, অপমান; সুস্থান, কুস্থান; খাদ্যাখাদ্য; শুচি,

অশুচি বোধ কি? আর আমি আর্য্য সমাজের সামাজিক ভাগে বৃথা বেড়াই কেন? যদি দগ্ধ উদরের পোষণ ক'র্ত্তেই হয়, তবে শ্মশানের প্রেত-লোকের সমাজে—অট্টহাসের সহিত, মড়ার মাথার খুলি হ'তে বীভৎস রসের খাদ্য দ্বারাই এ পাপ উদর পূরণ করাই কর্ত্তব্য! যা'ক্—সব যা'ক্—রাজ্য, পদ, ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র যে পথে; মান, অভিমান, জাতি, লজ্জা, ঘৃণা, কীর্ত্তি, যশ, আচার, ব্যবহার সব সেই পথে যা—সব অধঃপাতে যা—সব যা—সব যা—সব যা—(দন্ত কড়মড়ি ও বক্ষে মুষ্ট্যাঘাত) যা, যা, যা, সব যা—সব যা—এ পাপ-হৃদয় থেকে সব চ'লে যা—কিছুই কাজ নাই! চল্ চণ্ডাল্ চল্! চল্ ভাই, তোর সঙ্গেই যাই! চল্ ভাই, তোর আজ্ঞাবহ হই—চল্, তুই যা খা'স্, যা করিস্, যেখানে থাকিস্, যে আমোদে আমোদী হ'স্, চল্ ভাই চণ্ডাল, আমিও তাই করি গে!—তুইই এখন সখা, তুইই এখন বন্ধু, তুইই মিতা, তুইই সহায়, তুইই প্রভু! তুই ভদ্রাভিমানী লোকদিগের অপেক্ষাও ভদ্র—তোর নাম শুন্‌লেম ভ'দো, তার অর্থ কিনা ভদ্র—জগতে আ'জ্ অবধি জা'ন্‌লেম তোরাই ভদ্র—তোদের জা'ত্‌ই ভদ্র! কোনো ভদ্র লোক আমায় নিলে না—তুমি নিলে; কেউ ঋণ-দায়ে মুক্ত ক'র্লে না—তুমি ক'র্লে! চণ্ডাল! তোমার দয়া আছে, তুমিই ভদ্র—চণ্ডাল জাতি যে এমন ভদ্র, আগে তা জা'ন্তেম না! চণ্ডাল রে! হায় তুই কি ভদ্র! আয় চণ্ডাল! আয় ভাই, একবার প্রেম-ভরে কোলাকুলি করি! আয় ভাই আয়, তোর ঐ বসারঞ্জিত মোহন হস্তে চুম্বন ক'রে অরাতিশূন্য অকপট শ্মশানপালের পবিত্র কার্য্যে দীক্ষিত হই!

[চণ্ডালের হস্ত ধরিয়া বেগে প্রস্থান।

পাত। প্রভু গা কাঁ'প্‌ছে—রাজা হরিশ্চন্দ্র বুঝি উন্মাদ হ'লেন!

বিশ্বা। হ'লেন তা আমার দোষ কি? এমন প্রতিজ্ঞা করেন কেন? ওঁর কপালে দুঃখ থা'ক্‌লে আমি কি ক'র্ব্বো? চল আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

পঞ্চম অঙ্ক।

আশ্রম-সন্নিহিত তরুতল।

[বেদিকায় বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট, অদূরে পাতঞ্জল উপস্থিত]

বিশ্বা। একি ? কোলাহল যে ক্রমেই বা'ড়্ছে—যেন লক্ষ লক্ষ মনুষ্য বন আক্রমণ ক'রেছে। মৃগয়ার সমাবেশ বোধ হয় না; হরিশ্চন্দ্রের দুর্দ্দশার পর এ ত্রিসীমার মৃগয়ায় আ'স্তে কে সাহসী হবে ? অরণ্যে এ লোকারণ্যের অন্য কোনো হেতু থা'কবে। পাতঞ্জল, অগ্রসর হ'য়ে দেখ তো কি ?

পাত। কেউ কিছু ব'ল্বে না তো ?

বিশ্বা। বলে, আমার নাম ক'রো; যারা হ'ক্, কিছুমাত্র ভয় পেয়ো না—সম্পূর্ণ সাহসে গে পরিচয় চাও; অনুগত হয় তো প্রধানকে ল'য়ে এস—যেন অধিক লোক এসে আশ্রমের শান্তি ভঙ্গ না করে।

[পাতঞ্জলের প্রস্থান।

(স্বগত) ধ্যান ক'রেই কেন দেখিনা ? (কিয়ৎক্ষণ ধ্যানান্তে) ওঃ! ধরণী-পৃষ্ঠে কি কাণ্ডই হ'চ্ছে! ঋষিমণ্ডলে, রাজমণ্ডলে, প্রজামণ্ডলে আমার কি নিন্দাই কল্পিত জল্পিত হ'চ্ছে! নাগেশ্বরের শাসনে বসুমতী টলটলায়মানা! বিশ্বামিত্রই দায়ী—তজ্জন্য রাগ আর ঘৃণার সহিত বিশ্বামিত্রের নাম উচ্চারণ না ক'চ্ছে, এমন মানবই নাই! স'ক্, কিছু দিন আমাতেই স'ক্! আর অল্প-কাল বৈ তো না—এই তো এরা আ'স্ছে, কি বলে শোনাই যা'ক্।

[পাতঞ্জল ও মন্ত্রীর প্রবেশ]

মন্ত্রী। (প্রণতি পূর্ব্বক) প্রভো! আপনার আর তপোবনের কুশল তো ? তপশ্চরণে তো কোনো বিঘ্ন বাধা নাই ?

বিশ্বা। তোমাদের কল্যাণে সমস্ত কুশল। তোমাদের তো মঙ্গল ?

মন্ত্রী। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ত্রিকালজ্ঞ প্রভুর নিকট অগোচর কি ?

বিশ্বা। (সহাস্যে) তা হ'লে আর তপোবনে আসা কেন ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, এ দাস তা জেনেও আ'স্‌তে বাধ্য হ'য়েছে!—কি করি ? প্রকৃতিবর্গ কিছুতেই শুনে না ; এত ক'রে বুঝা'লেম যে, প্রভুকে কোনো কথা কি আবেদন-পত্র দ্বারা জানা'তে হয় ?—তিনি সকলি জানেন! তথাপি তাদের মনে প্রবোধ জন্মে না—তারা আমাকেও ছাড়ে না। পুরুষানুক্রমে এ দাস তাদের প্রতিনিধি, আ'জ্ কি ব'লে তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করি ? ক'ল্লে'ই বা তারা ছাড়ে কৈ ? সুতরাং প্রভুর চরণ দর্শন, আর তাদের দুঃখ-জ্ঞাপন, দুই অভীষ্ট সাধন জন্যই শরণাপন্ন—এক্ষণে প্রভুর যেমন আদেশ হয় !

পাত। (স্বগত) ভেলা ছেঁদো কথা কয়! প্রভুরও ত্রুটি নাই! ও বাবা, যদি রাজা হ'তে পা'র্ত্তেম, তবে এই সব ছেঁদো কেঁদো লোক নে তো রাজত্ব চালা'তে হ'তো—নমস্কার বাবা ! রাজত্ব হয় নি যে সেই ভাল—আমি তো এর কিছুই বুঝ্‌লেম না ; অথচ ঐ কটা কথার মধ্যে সংবাদ দেওয়া, প্রার্থনা জানানো, সব হ'লো—নৈলে প্রভুর আদেশ চাবে কেন ? (প্রকাশ্যে) কৈ মন্ত্রি, প্রভুর চরণে কি অপরাধ জ্ঞাপন ক'ল্লে' যে, প্রভু আদেশ ক'র্বেন ?

বিশ্বা। (সহাস্যে) সত্য, মন্ত্রি! তুমি যেমন রাজা হরিশ্চন্দ্রের মন্ত্রী ছিলে, পাতঞ্জলও আমার তেম্নি মন্ত্রী ; রাজার নিকট কেউ কিছু প্রার্থনা ক'র্ত্তে গেলে তোমাকে না জানিয়ে—না বুঝিয়ে কি পা'র্ত্তো ? তেম্নি আমার পাতঞ্জলকে তোমার অভিপ্রায় স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া কি আবশ্যক নয় ?

মন্ত্রী। প্রভু, তবে দাসের মুখে সবিশেষ শুন্তে ইচ্ছা করেন ?

পাত। শুন্তে হবে না ? না শুনেই কি তোমরা বিচার ক'র্ত্তে পার ? আগে তো বল, ঐ যে সমুদ্র-কল্লোলের ন্যায় ভীষণ কোলাহল হ'চ্ছে, ও কিসের ? ওরা কারা ? ওরা কি তোমার সঙ্গী ?

মন্ত্রী। হাঁ ঠাকুর, কোশল-বাসী প্রজাগণ উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে প্রভুর চরণে শরণাগত হ'তে এসেছে। তাদের সংকল্প, যদি এর প্রতীকার ক'রে না দেন, তবে তারা স্ত্রী পুত্র সহিত এই যে আপনার বনে এসেছে, এই বনেই থেকে যাবে—আপনি যদি তাদের ক্রোধাগ্নিতে ভস্ম করেন, তাদের তাও স্বীকার !

পাত। তবে নাগেশ্বর বিষ উদ্গীরণ ক'র্চ্ছে ? আমি তখনই জানি, তখনই জানি—অতি সরল, অখল, সত্যবাদী খগা পাগ্‌লার মুখে যখন ঐ গাছ

থেকে দৈববাণীর মত তাদের বাপ বেটার গুণের পরিচয় নির্গত হয়, আমি সেই অবধিই তারে যথার্থই নাগেশ্বর ব'লে জানি! কিন্তু ধর্ম্মবল না থা'ক্‌লেও এক এক পাপিষ্ঠের কেমন অদৃষ্টবল, দেবতা ব্রাহ্মণেরা (বিশ্বামিত্রের প্রতি বক্রদৃষ্টি) যেন তারেই দয়া ক'রে বসেন! আর যারা ঠিক পথে চলে, যথার্থ ভক্ত, তাদের পোড়া কপালে তাঁরা পায়ের ক'ড়ে আঙুলও ছোঁয়ান না!

বিশ্বা। (সহাস্যে) আচ্ছা মন্ত্রিরাজ! নাগেশ্বরের পরিবর্ত্তে যদি পাত-গুলকে সিংহাসন দেওয়া যায়, তবে প্রজারা সন্তুষ্ট হয় কি না?

পাত। শুনুন আগে, কি ক'রেছে?

বিশ্বা। ভাল, ভাল, তাই ভাল—একবার অভিযোগটাই শুনা যা'ক্— বল দেখি, কি প্রণালীতে কিরূপ শাসন ক'চ্ছে? সংক্ষেপে—

মন্ত্রী। আজ্ঞে সংক্ষেপেই নিবেদন ক'র্ব্বো ;—প্রভুর প্রতিনিধি সিংহাসন গ্রহণ কালে পূর্ব্ব ব্যবস্থানুসারে কার্য্য ক'র্ব্বেন ব'লেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ ক'চ্ছেন—

বিশ্বা। দৃষ্টান্ত?

মন্ত্রী। দৃষ্টান্ত অধিক কি দিব? দু একটা প্রধান পরিবর্ত্তনের নাম ক'র্লেই প্রভু জা'ন্তে পার্ব্বেন। তিনি আজ্ঞা দিলেন, সমাজ মধ্যে যত অধীন রাজা রাজ্‌ড়া আছেন, তাঁরা দত্তক পুত্র ল'তে পার্ব্বেন না। অনেকের সকাতর প্রতিবাদে যদিও এখন স্থল বিশেষে তা হ'তে দিচ্ছেন, কিন্তু এরূপ প্রত্যেক ঘটনাতেই তাঁকে জানা'তে হ'চ্ছে! সুধু জানিয়েই কি নিস্তার? বহু সাধ্য সাধনা বাধ্যতায় যদি তাঁর মন যোগা'তে পারে, তবেই অনুমতি প্রাপ্তির সম্ভাবনা! দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, মৃত্যুকালীন দানপত্র দ্বারা যারে ইচ্ছা আপনার ত্যক্ত বিষয় দান ক'রে যাবার অধিকারটী যে বিষয়াধিকারীর ছিল, ইনি তাতেও বাধা দিচ্ছেন। তৃতীয় দৃষ্টান্ত ব'ল্‌তে আমার লোমাঞ্চ হ'চ্ছে—তাতে প্রভু, আর্য্য-সমাজের চিরগৌরবের ধন যে সতীত্ব-নিধি, সে রত্ন ইতিমধ্যেই কলুষিত হ'য়ে প'ড়েছে!

বিশ্বা। কিসে?

মন্ত্রী। বিষয়াধিকারিণী স্ত্রীলোক ব্যভিচারিণী হ'লেও স্বামীর বিষয়ে বঞ্চিতা হবে না! ইনিই এই নূতন মীমাংসা ক'রে ভদ্র পরিবারের মা

মর্য্যাদা আর লজ্জার মাথায় এককালে নিদারুণ আঘাত ক'রেছেন! প্রভু, অধিক কি ব'ল্‌বো, বাড়ীর একখণ্ডে নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র ভদ্র দায়াদেরা; অপরাংশে কুলকলঙ্কিনী বিধবা ভাতৃ-জায়া কি ভ্রাতৃ-পুত্র-বধূ অনায়াসে প্রকাশ্যরূপে গণিকাচারে কাল কাটা'চ্ছে—নাগেশ্বরের নূতন ব্যবস্থার জন্য তাতে কিছু বল্‌বার যো নাই! সে আবার জারজ সন্তানের অন্নপ্রাশনে কি বিবাহোৎসবে ঘোর ঘটা ক'চ্ছে, এক বাড়ীতে থেকে কোন্ ভদ্র লোক তা সৈতে পারে? নিজে সহ্য ক'ল্লে'ও সমাজের লোক তার বাড়ীতে আর আ'স্‌তে চান না!

পাত। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! শুন্‌লে কাণে আঙুল দিতে হয়!

বিশ্বা। তার পর আর কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, এই তো নিয়মের কথা; তার পর নিয়ম-প্রচারক শাসন-কর্ত্তাদের কথা শুনুন;—পূর্ব্বে অধীন দেশ সমূহে সেই সেই দেশের লোকেরাই শাসনকর্ত্তৃ-পদে ও অন্যান্য রাজকার্য্যে নিযুক্ত হ'তেন, তাঁরা আপন আপন দেশের আচার, ব্যবহার, ভাব, অভাব, ভাষা প্রভৃতি এবং প্রকৃতিপুঞ্জের গতি মতি সম্যক্ প্রকারেই জ্ঞাত থা'ক্তেন—তাঁরা যথার্থই অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা-পালন ক'র্ত্তেন।

পাত। এখন? এখন? এখন কি হ'য়েছে?

মন্ত্রী। এখন সেই সব শাসনকর্ত্তাদের বিনা দোষে পদচ্যুত ক'রে বিদে-শীয় শাসনকর্ত্তার হাতে লক্ষ লক্ষ প্রজার ধন, মান, প্রাণ সমর্পিত হ'চ্ছে! উচ্চ কর্ম্ম মাত্রেই তুঙ্গদ্বীপের লোক নিযুক্ত। তারা এ দেশের কিছুই জানে না, আপনাদের খেয়ালে যিটী ভাল বোধ হয়, তাই করে—দেশীয় বিজ্ঞ লোকেরা পরামর্শ দিতে গেলে উপহাসে উড়িয়ে দেয়! ফলতঃ, তারা দেশা-চারে যেমন অনভিজ্ঞ, আত্মগরিমা আর স্বেচ্ছাচারে তেম্নি মত্ত! অধিক কি, অধীন জাতিকে মানুষ ব'লেই গ্রাহ্য করে না!

পাত। বল কি? এতদূর হ'য়ে উঠেছে?

মন্ত্রী। ব'ল্‌বো আর কি? মদমত্ত হস্তীর নলবন দলন তুল্য, সময় আর বিষয় বিশেষে তারা প্রজাগণকে, পদতলে দলন করে! তবে সকলে এরূপ নয়, ভাল লোকও আছে, কিন্তু সংখ্যায় অল্প!

বিশ্বা। তোমরা কি নাগেশ্বরকে বুঝাও নি?

মন্ত্রী। প্রভু! বিস্তর বুঝিয়েছি—প্রজারাও বার বার জানিয়েছে, কিন্তু জানা'লে কি হবে, তাঁর দৃষ্টিতে এদেশবাসী কেউ যোগ্য নয়—কেউ মানুষই নয়—তিনি তাদের কারোকেই বিশ্বাস করেন না! বিশেষ, তাঁর স্বদেশের লোককে প্রতিপালন করাই যেন তাঁর সিংহাসন-গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য!

পাত। হুঁ! নৈলে নামে কাজে মিল্‌বে কেন?

মন্ত্রী। প্রভু! এ তো গেল শাসন-বিভাগের কথা, এতে বরং নিম্ন-শ্রেণীতেও দেশীয় লোক নিযুক্ত হয়, কিন্তু সৈনিক বিভাগে অতি সামান্য কর্ম্ম-চারীর পদেও এদেশের লোক প্রবেশ ক'র্ত্তে পায় না! এর ফল কি হ'চ্ছে? সোণার ভারতবর্ষের তেজীয়ান্ অধিবাসীরা নিতান্ত নিস্তেজ হ'য়ে প'ড়্‌ছেন—তাঁরা পশুর ন্যায় কেবল আহার, নিদ্রা আর গৌরবহীন সামান্য উপায়ে জীবিকা উপার্জ্জন ক'রে কাল কাটাচ্ছেন! তাঁরা উচ্চ রাজকার্য্যে, কি জাতীয় উচ্চ ভাবপালনে নিতান্ত অনভ্যস্ত, নিশ্চেষ্ট; সুতরাং অকর্ম্মণ্য হ'য়ে প'ড়্‌ছেন! অধিক কি, এ ভাবে আর কিছুকাল রাজত্ব ক'রে যদি নাগেশ্বর তাঁর স্বদেশের সকল লোক সঙ্গে এদেশ ছেড়ে যা'ন্, তার পর যথাযোগ্যরূপে রাজকার্য্য চালায়, কি শত্রুহস্তে রাজ্য রক্ষা করে, এমন যোগ্য লোক রাজে৷ আর থাকে কিনা সন্দেহ!

পাত। নারায়ণ! নারায়ণ! মধুসূদন হরি!

বিশ্বা। ধর্ম্মাধিকরণের অবস্থা কিরূপ?

মন্ত্রী। পূর্ব্বকার কিছুই নাই—পঞ্চায়তের বিচারে গ্রাম্য লোক সন্তু৷ হ'তো, তাদের ব্যয় বাঁ'চ্‌তো, এখন তার বিপরীত। এখন অতি জটিল, অ৷ কুটিল, অতি কঠিন, অসংখ্য ব্যবস্থা সকল বিধিবদ্ধ হ'য়েছে; সরল প্রজা লোব তার কিছুই বুঝ্‌তে পারে না; সুতরাং ব্যবহারাজীবী নামে এক প্রকা৷ ভয়ানক ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হ'য়েছে, তারা প্রকৃতিবর্গের গায়ের রক্ত শোষ৷ ক'র্চ্ছে! এখন আর বিচার বিতরিত নয়, বিক্রীত হয়! "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" সে কাল আর নাই—যারা অধিক ধূর্ত্ত, অধিক ব্যয়ক্ষম, অধিক উৎকোচ দাতা, তাদেরি জয়, ধর্ম্মের জয় প্রায় ঘটে না! আবার, রাজার স্বদেশী লোকে ঘোর অত্যাচার ক'র্লে'ও স্বজাতীয় বিচারপতিদের পক্ষপাতে অন৷ য়াসে মুক্তি পায়. কাজেই তাদের সেই দৌরাত্ম্য অদমনীয় রূপে নিতাই ব৷

হ'চ্ছে!—প্রভুকে আর অধিক কথায় বিরক্ত ক'র্ব্বো না—সংক্ষেপে আর দুটী প্রধান বিষয়ে কিছু নিবেদন ক'ল্লে'ই হয়! সে দুটী আর কিছু না—রাজস্ব আর শিল্প বাণিজ্য।

বিশ্বা। রাজ্যের সুখ দুঃখ সেই দুটীর উপরেই অধিকতর নির্ভর করে বটে—সে দুটীর হ'য়েছে কি?

মন্ত্রী। প্রভুর অগোচর নাই, রাজস্ব বিভাগ মিতাচারে ও মিতব্যয়িতায় চালা'তে না পা'ল্লে' রাজা কখনই সুপালক হ'তে পারেন না; কিন্তু নাগেশ্বরের রাজ্যে যেরূপ অমিতব্যয়িতা, অসুর জাতির রাজত্ব কালেও তেমন ঘটে নাই; কাজেই ভারতের লোক এমন দুঃসহ করভারে আর কখনই প্রপীড়িত হয় নাই! নাগেশ্বরের যে কতবিধ কর, তার সংখ্যা করা ভার—প্রজারা কোনো পুরুষে সে সকলের নাম পর্য্যন্তও শ্রবণ করেনি! নাগেশ্বরের সচিবগণ কর-গ্রহণে যেন সহস্র-কর—তাদের নিয়ন্ত্রিত করের দায়ে ভারতে হাহাকার প'ড়েছে—যারে অসহ্য বলে, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই দশাই ঘ'টেছে! ঐ শুনুন, প্রজারা গীতচ্ছলে, বোধ হয়, সেই দুঃখই জ্ঞাপন ক'চ্ছে!

(নেপথ্যে—গীত)

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

নরবর নাগেশ্বর শাসন কি ভয়ঙ্কর!
দে কর, দে কর, রব নিরন্তর, করের্ দায় অঙ্গ জর জর!

সিন্ধুবারি যথা শুষে দিনকর,
শোণিত শোষণ করে শত কর;
করদাহে নর নিকর কাতর,
রাজা নয়, যেন বৈশ্বানর! ১॥

ভূমি-কর মাত্র ছিল দেশে কর,
কে জানিত এত কর দুখাকর?
কর বিনা রাজা করে না বিচার,
ধর্ম্মে নয়, ধনে জয়ী নর! ২॥

বাড়ী-ঘর আলো-শান্তি জল-কর——
স্থলপথে আর সেতুর উপর,
জলে গেলে তরী ধরে রাজচর—
　　শূন্য বই গতি নাহি আরো! ৩॥

গো-অশ্ব শকট-কর বহুতর—
পশু, নর, কারো নাহিক নিস্তার!
নীচ কর্ম্মে খাটে তাদের ধরে কর—
　　নীচাশয়, এম্নি রাজ্যেশ্বর! ৪॥

আয়-কর শুনে, গায়, আসে জ্বর!
অদ্রি-ভেদী রথ্যা-কর কি ভয়ঙ্কর!
লবণ টুকু খাব, তাতেও লাগে কর!
　　কত আর কব মুনিবর! ৫॥

মাদকতা-কর চলে দেশময়;
মদ্যের বিপণি, নিত্য বৃদ্ধি হয়;
সে গরলে দগ্ধ ভারত নিশ্চয়!
　　হাহাকার রব নিরন্তর! ৬॥

পাত্র। উঃ! কি অসহ্য ব্যাপার!

বিশ্বা। কিন্তু মন্ত্রি, এর মধ্যে অনেক প্রকার কর প্রজার উপকার জন্যই আবশ্যক—

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ, তা স্বীকার করি—অনভিজ্ঞ সাধারণ লোকে অত নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝে না, সুতরাং কর মাত্রকেই ভয়ঙ্কর আর পীড়াকর জ্ঞান করে। কিন্তু প্রভু, ইটী সত্য যে, যদি অমিতব্যয়িতা আর বিদেশীয় কর্ম্মচারীর উদর পূরণ জন্য অতিরিক্ত ব্যয় না হ'তো, তবে প্রজাগণকে এত অসম্ভব করভার বহন ক'র্ত্তে হ'তো না। বিশেষতঃ, সংগৃহীত কর যদি এ দেশেই সব ব্যয়িত হ'তো, তবু এত অসহনীয় হ'য়ে উঠ্‌তো না—তা হ'লে যেমন সরোবরের এক ঘাটের জল অন্য ঘাটে ঢেলে দিলে জলরাশির হ্রাসতা হয় না, তেম্নি প্রজাদের নিকট এক সূত্রে ল'য়ে অন্য সূত্রে তাদের ধন তা'দিগকেই প্রত্যর্পণ করা হ'তো! আর্য্যাবর্ত্ত যখন অসুর জাতির অধীন।

ছিল, তখন তারা এরূপ ব্যবহার ক'র্ত্তো ব'লেই তাদের স্বেচ্ছাচারের লুণ্ঠনেও লোকে এত অতুষ্ট আর দেশ এত নির্ধন ছিল°না! তাদের অনেক দোষ সত্ত্বেও তারা তবু এই দেশেই বাস ক'র্ত্তো, কাজেই এদেশীয়ের সহিত সর্ব্ববিষয়ে সমবেদনশীল থা'ক্তো—দেশের লোকের ভাব গতিক বুঝ্তো—অধীন জাতিকে শাসন-কার্য্যে অংশ দিত!

বিশ্বা। শিল্প বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে তাতেও আমাদের ভয়ানক দুরবস্থা। প্রভু জানেন, ভারতের তন্তুজাত কৌষেয় আর সূত্র-বসনেই সমস্ত সভ্যজাতি সজ্জিত হ'তো; কিন্তু হায়! আ'জ্ কা'ল্ ভারতের সেই অসংখ্য তন্তুযন্ত্র নিস্তব্ধ—সে সব কেবল ইন্ধন-কাষ্ঠ হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে! প্রভু, ব'ল্‌তে লজ্জা করে, এখন তুঙ্গদ্বীপ হ'তে বস্ত্র এসে ভারতের সজ্জারূপে লজ্জা নিবারণ ক'র্চ্ছে! আ'জ্ যদি সেই বস্ত্র আসা বন্ধ হয়, কা'ল্ পরিধেয় বসনের জন্য দেশে হাহাকার প'ড়ে যায়! আমাদের কর্ম্মকার শ্রেণী কেবল সামান্য কুদ্দাল নিড়ান, হাতা, বেড়ী, লাঙ্গলের ফাল প্রভৃতি গোটাকতক স্থূল কর্ম্মেই যা কিছু নিযুক্ত আছে, নচেৎ যত সূক্ষ্ম কারু তুঙ্গদ্বীপ হ'তেই এখানে আনীত হ'চ্ছে! আর ব্যবহারিক বিজ্ঞান, কি উচ্চ অঙ্গের বড় বড় শিল্পানুষ্ঠান দেশে যা প্রবর্ত্তিত হ'চ্ছে, তাতে এ দেশের লোক অতি নিম্নস্তরেই যা কিছু সহকারিতা ক'র্ত্তে পায়, নতুবা তুঙ্গদ্বীপের লোকই সব! সুতরাং প্রভু, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি যা হ'চ্ছে, তার ফলভোগে এদেশের লোক সম্পূর্ণই বঞ্চিত—এদেশের লোকের মধ্যে প্রকৃত বণিক আর নাই ব'ল্লেই হয়—সমুদ্র এখন তুঙ্গদ্বীপের পোতেই পরিপূর্ণ, আর্য্যপোত অদৃশ্য হ'য়েছে! বৎসর বৎসর এদেশের কোটি কোটি মুদ্রা লভ্যস্বরূপ নানা কৌশলে তুঙ্গদ্বীপে চ'লে যা'চ্ছে, তাতে দেশ নিতান্তই নির্ধন হ'য়ে প'ড়্‌ছে!

বিশ্বা। লেখা পড়া শিক্ষার বিধান কিরূপ?

মন্ত্রী। তাতে মন্দ ব'ল্‌তে পারি না; কিন্তু সাহিত্য ইতিহাসে যেমন উচ্চ ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয়, গণিত আর বিজ্ঞানে যদি তেমন হ'তো, কি তার সঙ্গে ঐ শিল্প আর সমর-বিদ্যার অধ্যাপনা চ'ল্‌তো, তবেই বুঝ্‌তেম নির্ম্মল প্রজাবাৎসল্য প্রকাশ পা'চ্ছে! ফল কথা, যে সব বিদ্যার প্রভাবে

চ অঙ্গের শিল্প, বাণিজ্য, রণকৌশলাদির শিক্ষা পেয়ে প্রজারা যথার্থ
ত হবে, কি জাতীয়গৌরবের পদে আরোহণ ক'র্ত্তে পা'র্ব্বে, নাগেশ্বর
দিকেও যান্ না!

বিশ্বা। তার কারণ কি?

মন্ত্রী। তার কারণ, তাঁর স্বদেশস্থ লোকের হিতেচ্ছা!

পাত। ঐ শুনুন, আবার গান আরম্ভ করে—

মন্ত্রী। (সহাস্যে) উহাই ওদের আবেদন-পত্র!

পাত। চুপ কর—

(নেপথ্যে—গীত)

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

দিনের্ দিন্, সবে দীন্, হ'য়ে পরাধীন্!
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা জ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ!

সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্য-ভূমে,
পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হ'লো ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে,
লজ্জা রাহু মুখে লীন! ১॥

অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
এমি কৈল দৃষ্টিহীন। ২॥

তুঙ্গদ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের্ লোকের্ ভাগ্যে খোসা ভুষী শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন! ৩॥

তাঁতি, কর্ম্মকার্ করে হাহাকার্,
সূতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার্—
দেশী বস্ত্র অস্ত্র, বিকায় নাকো আর্,
হ'লো দেশের কি দুর্দ্দিন! ৪॥

আ'জ্ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ্,
কলের্ বসন্ বিনা, কিসে রবে লাজ্?
ধর্ম্মে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ্—
বাকল্, টেনা, ডোর্, কপীন্! ৫॥

ছুঁচ, সূতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
দীয়াশলাই কাটী, তাও আসে পোতে—
প্রদীপ্‌টী জ্বালিতে; খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতেই লোক্ নয়্ স্বাধীন্! ৬॥

বিশ্বা। মন্ত্রি! তুমি অতি ধার্ম্মিক—অতি বিশ্বাস-পাত্র, তোমার একটী কথাও অবহেলা করা উচিত নয়! আমি নিজেও নাগেশ্বরের দু একটা অত্যাচার দেখেছি—সে রাজা না হ'তে হ'তেই বলপূর্ব্বক কমলাকে হরণ ক'রে এনেছিল—তার পর কমলার কি হ'য়েছে, তাও আর শুনিনি—

মন্ত্রী। প্রভু, এতক্ষণ সাধারণ-তন্ত্রের আবেদনেই ব্যস্ত ছিলেম; সে প্রকার ব্যক্তিগত অত্যাচার অথবা আমার নিজের উপরেই যে ভয়ানক পীড়ন হ'য়েছে, তা প্রভুর চরণে এখনো বলা হয়নি—

বিশ্বা। তোমার উপরেও?

পাত। ক্রূর নাগ, তার আবার এ আর ও!

মন্ত্রী। প্রভু যে অপহরণের কথা ব'ল্লেন, তা সত্য; কমলাকে এনে রাজপুরীতে বন্দী ক'রে রাখে; তার কৌমার-ধর্ম্ম আক্রমণেও ক্রুটী হয় নাই; যে দিন সেই ভয়ানক ব্যাপার হওনের কল্পনা ছিল, সে দিন আমার পুত্র বসন্ত আর কমলার ভ্রাতা খগেন্দ্র সংগোপনে কোনো কৌশলে কমলাকে মুক্ত ক'রে আমার নিজের দশ জন প্রহরী সঙ্গে পলায়ন করে—

পাত। তবে তো উত্তমই হ'য়েছে!

মন্ত্রী। আজ্ঞে না, উত্তম হয় নি—

পাত। কেন? পথ থেকে তাদের ধ'রে এনেছে নাকি?

মন্ত্রী। পরদিন নাগেশ্বর তাদের ধ'রে আ'ন্তে এক শত অশ্বারোহী পাঠা'ন; বসন্ত আর খগেন্দ্র উভয়েই বীরপুরুষ; তাদের সহচরগণও তদ্রূপ;

সংখ্যায় তারা দ্বাদশজন মাত্র হ'লেও ঐ শত জনকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে—এমন কি, তাদের অধিকাংশই সেই ক্ষুদ্র যুদ্ধে বিনষ্ট হয়।

পাত। বাঃ! বাঃ! বাঃ! ভেলা বীর! আমরা যারে খগা পাগ্‌লা ব'লে জেনেছিলেম, সে এমন বীর?

মন্ত্রী। ভাগ্যক্রমে, সে এখন আর খগা পাগ্‌লা নাই—সহোদরার প্রতি নাগেশ্বরের ঘোর অত্যাচারের আশঙ্কা জ'ন্মে অবধি ঈশ্বরেচ্ছায় তার চিত্ত-রোগ আরোগ্য হ'য়েছে—এখন আবার যে খগেন্দ্র সেই খগেন্দ্রই হ'য়েছে!

পাত। আ! বাঁচা গেল!

মন্ত্রী। তার পর প্রভু, নাগেশ্বর এক সহস্র বাছা বাছা তুঙ্গদ্বীপবাসী অশ্বারোহী পাঠা'ন। আমার পুত্র সদলে কাশীর নিকটবর্ত্তী কোনো স্থানে রাত্রিকালে নিদ্রিত ছিলেন, ঐ অশ্বারোহীরা কৌশলে সেই সুপ্ত সিংহ-গণকে ধ'রে এনে রাজ-সমীপে দিয়েছে। আমি গিয়ে এত বিনয়ে তাদের মুক্তি প্রার্থনা ক'ল্লেম—রাজধানীর পূর্ব্ব অধিবাসী তাবৎ প্রধান ব্যক্তি বিস্তর অনুনয় ক'রেছেন, কারো অনুরোধ না শুনে সকলকেই কারাবদ্ধ রেখেছেন—কমলা কেবল অসাধারণ সাহস আর ধর্ম্মবলেই অদ্যাপি আপনার কৌমার-ধর্ম্ম রা'খ্‌তে পেরেছেন—মল্লিকা, যিনি আমার পুত্রবধূ হবেন, তিনি পর্য্যন্ত সকলেই চোরের ন্যায় কঠোর কারা-যন্ত্রণা ভোগ ক'চ্চেন!

বিশ্বা। এত দূর?

পাত। (অনুচ্চ স্বরে) দুঃখী লোকের কথা বাসি হ'লেই খাটে! লোকের কাছে আমাকে মন্ত্রী ব'লে মিছে আমার কলঙ্ক রটানো বৈ তো না—আমার মন্ত্রণা শুন্‌লে কি পৃথিবী এই পাপ বহন ক'র্ত্তেন?

মন্ত্রী। প্রভু, এই অত্যচারে আর এম্নি এম্নি কাজে দেশে আগুন জ্ব'লে উঠেছে! এ দাসকে রাজ্যের ছোট বড় সকলেই স্নেহানুগ্রহ ক'রে থাকে সকলেই এই সংবাদে ক্ষেপে উঠেছিল; সকলেই বিদ্রোহানল প্রজ্বলনে প্রস্তুত; কেবল এ দাসই তাদের বিধিমতে নিরস্ত রেখে প্রভুর চরণে শরণ ল'তে এসেছে—এখন প্রভুর যেমন ইচ্ছা!

বিশ্বা। (ক্ষণচিন্তার পর) যাও, মন্ত্রি! যাও, সেই পামর নাগেশ্বরের নিকট নিজে কিম্বা কোনো বিশ্বস্ত বিজ্ঞ লোক দ্বারা আমার নাম ক'রে ব

গে যে, মুহূর্ত্ত বিলম্ব ব্যতীত মল্লিকা, কমলা, বসন্ত আর খগেন্দ্রকে ছেড়ে দেয়—এ আদেশ যদি গ্রাহ্য না করে, তবে তোমাদের প্রতি—সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের প্রতি মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত ক'র্চ্ছি, তোমাদের যা ইচ্ছা তাই করগে—তোমরা যেরূপে পার, দুরাত্মাকে শাসন করগে—আমি তাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হব না! তার পর তোমাদের শূন্য সিংহাসন পূর্ণ কর্ব্বার বিষয়, আমি শীঘ্র তার উপায় ক'চ্ছি!

পাত। (স্বগত) চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে!

মন্ত্রী। (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক) প্রভু অনাথনাথ, পরম দয়াবান্—এমন প্রভু হ'তে রাজা হরিশ্চন্দ্রের এমন দশা কেন হ'লো, মানব বুদ্ধির অগোচর! অবশ্যই মহারাজার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কোনো পাপ কি রাজর্ষির কোনো পরীক্ষার প্রয়োজন থা'কবে! যাই হ'ক্ প্রভু! এ সংবাদে বনাগত সমস্ত প্রজামণ্ডলী যে কি সুখী হবে, তা আর প্রভুকে ব'লে উঠ্তে পারিনে! আমার বৃদ্ধ হৃদয় যখন এমন নৃত্য ক'র্চ্ছে, তখন না জানি, যুবার হৃদয়ে আ'জ্ কি আনন্দই ক্রীড়া ক'র্ব্বে!

বিশ্বা। মন্ত্রি! যাও, আর কালক্ষেপণ বৈধ নয়, আমিও শীঘ্র যা'চ্ছি।

মন্ত্রী। প্রভুকে একটী সংবাদ দিতে ভুলেছি; নাগেশ্বরের প্রেরিত উক্ত সহস্র সৈনিক কাশী রাজার অধিকার মধ্যে ঘোরতর অত্যাচার ক'রে এসেছে—তাঁর দুঃখী প্রজাদের জাতি কুলের বিঘ্ন পর্য্যন্ত ক'রেছে, এই জন্য কাশীরাজ অন্যান্য রাজগণকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছেন; নাগেশ্বর তা শুনে সসৈন্য কাশী যাত্রা ক'র্চ্ছেন; প্রভুর এই আদেশ শুন্লেই রাজগণ পুলকে নৃত্য ক'র্ত্তে থা'কবেন—এদিকে প্রজারা অদ্যাই হয়তো নাগেশ্বরের প্রহরিগণকে রাজপুরী ও দুর্গ হ'তে দূর ক'রে দে আমার পুত্র প্রভৃতিকে মুক্ত ক'র্ব্বে। কেবল রাজর্ষির কোপের আশঙ্কাতেই এত দিন তা করে নাই—শুদ্ধ সেই জন্যই নাগেশ্বর এতকাল সদলে নিষ্কৃতি পেয়ে আ'স্ছে—আ'জ্ আর পাবে না!

বিশ্বা। উত্তম! তাতে আর আমার কোনো আপত্তি নাই!—বরং আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের উদ্যম সফল হ'ক্!

[প্রণাম পূর্ব্বক মন্ত্রীর প্রস্থান।

পাত। প্রভু, দেখে আসি প্রজারা কি করে!

বিশ্বা। না, তুমি শীঘ্র প্রস্তুত হও, আমি কাশী যাব।

(পটক্ষেপণ)

[নেপথ্যে উচ্চৈঃস্বরে—জয় রাজর্ষির জয়—জয় বিশ্বা-
মিত্রের জয়—জয় রাজমন্ত্রীর জয়—জয়
মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের জয়!]

ষষ্ঠ অঙ্ক।

কাশী—শ্মশান-ঘাট।

[চণ্ডালবেশী রাজা হরিশ্চন্দ্র উপস্থিত]

রাজা। (স্বগত) আ'জ্ হয়তো ভ'দো আবার ব'ক্‌বে এখন। ব'কে র'য়েছে আর ব'ক্‌বে কি! তাইতো, দুঃখী দেখে দয়া করা রোগটা আ'জো আমার গেল না! আর কেন ভদ্রতা রেখে বেড়াই? যে পথে তারা— হায়! মনে ক'র্ত্তেও বুক ফাটে রে!—(অধোমুখ) উঃ! এত সব কোথায় গেল? কি হ'লো? হায়! সেই সঙ্গে স্মরণও কেন গেল না? স্মরণের জন্যই তো যাতনা—নৈলে চণ্ডালগৃহেও সুখে থা'ক্তে পা'র্ত্তেম!— সুখ দুঃখ কি? কিছুই না—আপেক্ষিক তুলনার বস্তু বৈ আর কি? পূর্ব্বাপর আর পরস্পরের তুলনা বৈতো না! এই স্মৃতি যদি জ্বালা না দিত, তবে চণ্ডাল-প্রভু যা যা ক'র্ত্তে বলে—যাতে তুষ্ট থাকে, তাই ক'রে পরম সুখেই থা'ক্তেম! হা দগ্ধস্মৃতি! তুই কে? তুই কি যথার্থই পূর্ব্বাবস্থার স্মৃতি, না স্বপ্নাবস্থার স্মরণ? স্বপ্নের স্মৃতিই হবি, নৈলে সত্য সত্যই কি আমি রাজা ছিলেম? সত্যই কি আমার আসমুদ্র সাম্রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য্য, তেমন সব সচিব, সেনাপতি, আত্মীয় জন ছিল? সত্যই কি লক্ষ্মীরূপিণী রাণী—তেমন দেবকুমার তুল্য পুত্র আমার ছিল? কখনই না! এও কি হয়? তেমন ইন্দ্র শ্মশানের চণ্ডাল, এও কি সম্ভবে? কখনই না!—অবশ্যই সে সব মনের বিকার—স্বপ্নের সংস্কার!—বাস্তবই আমি মূর্খো চণ্ডাল, চিরকাল চণ্ডাল বৃত্তিই ক'রে আ'স্‌ছি—হয় তো এক দিন অপরিমিত ভাং কি সুরাপান ক'রে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছিলেম; তাই একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি—স্বপ্নেই যেন সূর্য্যবংশে জ'ন্মেছি, রাজা হ'য়েছি, রাণী পেয়েছি, রাজপুত্রের পিতা হ'য়েছি—আবার স্বপ্নেই যেন মৃগয়ায় গিয়েছি, বিশ্বামিত্রকে রাজ্য ধন দান ক'রেছি—স্বপ্নেই যেন স্বপ্নের রাণী আর রাজপুত্রকে বেচে ফেলেছি—ফেলে স্বপ্নের রাজা স্বপ্নেই আবার "পুনর্মূষিকঃ"

অর্থাৎ যে মূষো সেই মূষো চণ্ডালই হ'য়েছি!—তার পর এখন যে এই জেগে উঠেছি, এখনো যেন সেই অদ্ভুত স্বপ্নকে স্বপ্ন দেখ্ছি—বাঃ! কি কুহক! কি চমৎকার স্বপ্ন! এমন অদ্ভুত স্বপ্ন তো কখনো ঘটে না—জেগে উঠেও তার মোহিনী শক্তি যায় না—ঠিক হুবহু—যেন সেই সব কাণ্ড সত্যই সত্যই আমার জীবনে ঘ'টেছিল! এত চ'ক্ রগ্‌ড়াচ্ছি—এত আড়ামোড়া খাচ্ছি—শরীরকে এত ক'রে দোলাচ্ছি, তবু ধাঁধা যা'চ্ছে না—তবু যেন সত্যই আমার রাজত্ব, রাণী, রাজপুত্র ছিল, এম্নিটী ঠিক মনে প্রাণে লা'গ্‌ছে! ভাগ্যিস স্বপ্নের ঘোরে স্বজাতীয় চণ্ডালদের কাছে গে রাজা ছিলেম ব'লে গল্প করিনি, তা হ'লে হয় তারা পাগল ব'লে টিট্‌কারী দিত; নয়তো বৈদ্য ডেকে চতুর্ম্মুখ বিষ্ণু তৈলের জন্য ব্যস্ত হ'তো!—যা হ'ক্‌গে আর না, আর ও সব ভা'ব্‌বো না—দূর হ—স্বপ্নের কুহক দূর হ—তুই দূর হ!—ওসব খেয়াল ছেড়ে যাতে এখন চণ্ডাল প্রভুর লাভ আর সন্তোষ হয়, একান্ত মনে তাই করি! আবার প্রভুই বা বলি কেন? দাসত্ব ভাব যে ছাই স্বপ্নের ভাব—আমি যে ভ'দো চাঁড়ালের ভাই—সুতরাং তার কথামত জাতীয় কর্ম্ম তো ক'র্ত্তেই হবে! সে তো ভালই বলে—সে বলে, দুঃখী হ'ক্, বড় মানুষ হ'ক্, মড়া আ'ন্‌লেই কড়া হবি—দক্ষিণে নিয়ে তবে কথা কবি; নিদেন ষোল কাহন কড়ি নৈলে ছা'ড়্‌বিনে—আর, যোঁ পেলে জিনিষটা পত্তরটা সাবাড় দিতেও ভুলিস্‌নে! কিন্তু সেটা আমি পা'র্ব্বো না—কখনই পা'র্ব্বো না—চণ্ডাল ব'লে কি চোরও হব? তাতে আমার প্রবৃত্তি যায় না, তা কি ক'র্ব্বো! তবে কড়া হওয়া—তা উচিত বটে; কেননা "যার খাই, তার গাই!" সে হ'লো আমার কর্ত্তা, সে যা ক'র্ত্তে বলে, তা ক'র্ত্তে হয়—তার ক্ষতিই বা কেন করি?—দয়া!—উঃ! কিসের দয়া? চণ্ডালের আবার দয়া কিরে? তবে চণ্ডাল নামই বা কেন? চণ্ডালের ছায়া কেউ মাড়ায় না—চণ্ডালকে কেউ দয়া করে না—সব্বাই ঘৃণা করে, তবে কেন চণ্ডাল হ'য়ে অপরকে দয়া করি? তবে কেন দয়ার জন্য কর্ত্তার ক্ষতি করি? সত্যই কি আমি নির্দ্দয় হ'তে পারি নে? কেন পা'র্ব্বো না? ওরা পারে—জগতে এত লোক পারে, আমিই বা না পা'র্ব্বো কেন? না পা'ল্লে'ই বা চ'ল্‌বে কেন? আ'জ্ আমি পরক

দেখ্‌বো! এখন যদি দুঃখী লোক কেউ আসে, কখনই আর তার কাতরাণি শুন্‌বো না—তার মুখ পানে চেয়েও দেখ্‌বো না!—এই যে তার সুবিধাও হ'চ্ছে—জ্যোৎস্না ছিল, তাও গেল—মেঘ ঝড়ও এলো—ঠিক্ আমার স্বপ্নের অবস্থার মত দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘোর আঁধার হ'য়ে এলো—বেস হ'য়েছে—প্রথম অভ্যাসের সময় কারো মুখ দেখ্‌তে হবে না!—উঃ! কি বজ্রাঘাত! কি ঝড়! ঐ যে কে আ'স্‌ছে না? হ্যাঁ তো—এই দিকেই যে আ'স্‌ছে। এ সময় এখানে আর কে আ'স্‌বে? অবশ্যই কার কপাল পুড়েছে!—দেখ্‌ছি স্ত্রীলোক—একাকিনী—সঙ্গে আপনার জন কেউ নেই—যেন ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে পা ফেল্‌ছে—যেন সাহস ক'রে আ'স্‌তে পা'র্চ্ছে না—অবশ্যই কোনো অনাথিনী হবে—হয়তো নয়নতারা কোলের বৎস-হারাই হ'য়ে থা'ক্‌বে—হয়তো অভাগিনীর একমাত্র হৃদয়মণি নির্দ্দয় যম কেড়ে নিয়েছে—হয়তো কোন্ অনাথার একমাত্র আঁধারের দীপটী আ'জ্ জন্মের মত নিবে গিয়েছে! (চক্ষু মুছিয়া) দূর! দূর! আবার তাই! আবার হৃদয় পরের জন্য অমন ক'রে মরিস্! কখনই না—কখনই আর দয়া মায়ার কথা শুন্‌বো না—কখনই "আহা উহু" এ হৃদয়ে আর স্থান পাবে না! দূর হ—তোরা দূর হ—ভ'দোর আজ্ঞায় দূর হ—ভ'দোর আজ্ঞায় মূখোর বুক থেকে চ'লে যা! সেই হ'ক্—ষোল কাহন কড়ি! (গলা কাঁকিয়া) আমার কণ্ঠস্বরেরও কেমন একটা দোষ আছে—আমার স্বর আর ভাষা শুনেই লোকে হয়তো বুঝে ফেলে যে, এরে দুটো কথা ব'ল্লেই এ দয়া ক'র্ব্বে! তাই হয়তো, অত কাকুতি মিনতি ক'রে দুঃখের পরিচয় দিয়ে আমার মন গলায়! আ'জ্ অবধি গলার সুর আর কথাগুলোকে ভ'দোর মত কর্কশ আর কঠোর ক'রে যতদূর পারি চণ্ডা'লে গলা, চণ্ডা'লে ধরণ আর চণ্ডা'লে অশিষ্টাচার দেখা'তে হবে—এরে দিয়েই সূত্রপাত করি! (প্রকাশ্যে রূক্ষ স্বরে) আগো তুই কে গো?

[মৃতপুত্র কোলে মলিনবেশা রোরুদ্যমানা
এক যুবতীর প্রবেশ]

এই আঁধার রেতে মেঘ ঝড়ে তুই কে বটিস্ গো কে বটিস্? (গলা কাঁকিয়া স্বগত) উঁহু, ঠিক হ'লো না—আরো মোটা—আরো কর্কশ—আরো

কড়া গলা চাই! (প্রকাশ্যে) বলি হ্যাঁগা—বলি তোর মুখে কি বাক্য—বচ—কথ—বুলি—আরে তুহার মুখে—তুয়ার মুয়ে কি বুলি নেই? তুই কে বটিস্ গো? এই বাদলে আঁধার রেতে শ্মশানভূমে তুই কেনে গো কেনে? তুই কে গো?

যুবতী। (সরোদনে) ওগো আমি বড় অভাগিনী!

মুষো। অভাগিনী টভাগিনী আর খা'ট্‌বে না—সে বিকেল বেলা হ'লেও হ'তো—সে কাল গেছে—

যুবতী। ওগো, এ দুখিনীর কেউ নেই!

মুষো। দুখিনী ফুকিনীর কাহিনী মুষো চাঁড়াল আর শোনে না—সন্ধ্যার পর এলেও যা হয় হ'তো—

যুবতী। কি হ'তো গা?

মুষো। কি হ'তো? যাতে তাতে পোড়ানো হ'তো—দু পণ চা'র্ পণ দিলেও হ'তো—এখন ষোল কাহনের এক কড়া এদিকে নয়!

যুবতী। হা বৎস! (মৃতপুত্রের মুখচুম্বন পূর্ব্বক) কি শুনি! (অবসন্ন-ভাবে বসিয়া) বাপ্‌রে! কি শুনি! ও বাপ! তোরে কি পোড়া'তে এসেছি? বাপ্‌রে আমার! সোণার-চাঁদ আমার! তোর সোণার অঙ্গ কেমন ক'রে—হায় এ কি কথা!—হায়! তোর অভাগিনী মার কপালে কি শেষে এই ছিলরে বাপ! তা তো কখনই হবে না—কখনই হবে না—কখনই হবে না! না বাবা, আমি তোরে ছা'ড়্‌বো না—তোরে গলায় বেঁধে—তোরে কণ্ঠহার ক'রে গঙ্গার জলে ভেসে ভেসে বেড়াব ব'লেই এসেছি! ও বাবা, আমি কি তোরে কোলছাড়া ক'র্ত্তে পারিরে বাবা! বাপ্, একবার কথা কও—বাপ্ আর এক্‌টীবার তেম্নি ক'রে দুখিনীর গলা জড়িয়ে চন্দ্রবদনে মা ব'লে ডাক—কেন বাবা মৌনে রৈলে? কেন বাবা অভিমান ক'ল্লে? আমি কি ওদের কথা শুনি? আমি কি তোমায় ছেড়ে যেতে পারি? না বাবা, তা যাব না—কখনই তা যাব না—তোমা ধন বিসর্জ্জন দিয়ে কি সুখে আর এ পাপ প্রাণ রা'খ্‌বো? বাপ্‌রে, কি নিয়ে আর থা'ক্‌বো? আর কার জন্যে দাস্যবৃত্তি ক'র্ব্বো? বাপ্! এক্‌টী কথা কও—একটীবার মাথা নাড়া দেও—প্রাণ যে যায় রে বাপ্! বাবা, তুমি কোলে ছিলে ব'লেই এত দূর এসেছি—কার সাধ্য আমার কোল থেকে

তোমাকে নামিয়ে নেবে ? চল বাবা, তুমি যদি একান্ত আর কথা না কও, তবে চল, তোমায় কোলে ক'রে মা জাহ্নবীর কোলে জীবন জুড়াইগে—আর আমার ভারতভূমে কাজ কি ?

মুষো। (স্বগত) জ্বালা'লে, নিতান্তই জ্বালা'লে ! কিছুই হ'লো না—কিছুতেই দেখ্‌ছি সংকল্প রক্ষা পেলে না !—হায় ! প্রাণ যে কেমন করে ! হায় কি করি ? কি বলি ? কর্ত্তব্য ! তুমি দূর হও ! প্রভু ! কিসের প্রভু ? চণ্ডাল প্রভু ! চণ্ডালের ক্রীত হ'য়েছি ব'লেই কি চণ্ডাল হ'তে হবে ? ধর্ম্ম ! তুমি সাক্ষী ! আমি অন্নভোজন ব্যতীত প্রকৃত চণ্ডাল হব ব'লে অকপট সংকল্প ক'রেছিলেম—পা'ল্লে'ম না !—বিধাতা আমায় যে পদার্থে সৃষ্টি ক'রেছেন, সম্পূর্ণ চেষ্টাতেও তা চণ্ডালের ভাবে পরিবর্ত্তিত হ'লো না ! এ বিধাতার দোষ, আমার নয় ! আমি জানি না, আমার প্রাণ কেন এমন ক'চ্ছে' ? হা প্রিয়ে শৈব্যে ! প্রাণের রোহিতকে নিয়ে হয়তো তুমি এই অনাথার মত কেঁদে কেঁদে বেড়া'চ্ছো ! হায় ! প্রাণ তো সবারি সমান ! এ যদি অপরিচিতা যুবতী না হ'য়ে আমার প্রাণের প্রাণ সেই দুটী প্রাণই হ'তো, তবে উঃ !—কল্পনা ক'র্ত্তেও হৃদয় কম্পিত—শরীর অবশ হয় !—হা ভগবন্ ! রক্ষা কর—অভাগাকে অবশেষে সে অন্তিম দুঃখে আর ফেলো না !—আহা ! এই যুবতীর অবস্থা কি নিদারুণ—কি হৃদয়-ভেদী ! কেউ নাই—এই বিশাল জগতে এর এমন জন কেউ নাই যে এমন দিনে এমন কাজেও 'সাহায্য করে—এমন সর্ব্বনেশে শ্মশানেও সঙ্গে আসে !—হা ! তা থা'ক্‌লে কি এই হতভাগিনী, অনাথিনী, জননী হ'য়ে বুকের এমন ধনকে আপ্‌নি বুকে ক'রে শ্মশানে আনে ? কেউ থা'ক্‌লে কি তারা এমন ক'রে আ'স্‌তেই দেয় ?—আহা ! যার এমন দিনে আহা বল্‌বার নেই, এমন সর্ব্বনেশে পুত্রশোকে এখনি হয়তো আত্মঘাতিনী কি (তার চেয়েও ভয়ঙ্কর ভোগ) উন্মাদিনী হবার সম্ভাবনা—আহা ! এমন অনাথার দুঃখে দুবার আহা না ব'লে—যেরূপ সাধ্য, সেরূপ সাহায্য না ক'রে যে ক্ষান্ত থা'ক্‌বো, নরাধম হরিশ্চন্দ্র আ'জো ততদূর নরাধম—ততদূর নরপিশাচ হ'য়ে উঠেনি ! আমি অবশ্যই এর ব্যথার ব্যথী হব ! দুঃখের অংশী পেলে—"আহা" বল্‌বার লোক পেলে অবশ্যই তাপিনীর তাপ কিছু খাট হবে !—দুটো জিজ্ঞাসাই কেন করি না ? দুটো ভাল কথাই কেন কই না ?

চাতে তো আমার প্রভুর কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না! (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ গা, তোমার বাছার কি রোগ হ'য়েছিল ?

যুবতী। (সরোদনে) ওগো, রোগ না—হায় সোণার চাঁদ আমার, পাঁচ ছেলের সঙ্গে না'চ্তে না'চ্তে পাঠশালা থেকে অভাগিনীর কোলে আ'স্ছিল—হায় অভাগিনী সন্ধ্যাবেলা রাজপথে আগিয়ে আ'স্তে গিছ্লো। হা আমি মন্দভাগিনী! যদি আর কিছু দূর আগিয়ে যাই, তবে আর এ সর্ব্বনাশ হয় না!—আহা! বাছা আমার আহ্লাদে ছুটে আ'স্ছিল—অম্নি চেঁচিয়ে ব'ল্লে "মা আমায় কিসে কাম্ড়া'লে!" তখন অভাগিনী ছুটে গিয়ে দেখে, কাল ভুজঙ্গ বাছাকে দংশন ক'রে গর্ত্তের ভিতর যা'চ্ছে—ওগো, আমার সোণার চাঁদ দেখ্তে দেখ্তে কেমন হ'লো! অম্নি কোলে ক'রে ছুটে বাড়ী আ'স্তে না আ'স্তে বাছা আমার "ওমা জ্ব'লে গেল—ওমা জ্ব'লে গেল—ওমা আর চ'কে দেখ্তে পাইনে—ওমা এই বেলা একবার তোরে ভাল ক'রে দেখে নেই মা—ওমা জন্মের শোধ তোরে মা ব'লে ডেকে নেই মা—ওমা! বড় দুঃখ এ সময় বাবাকে একবার দেখ্তে পেলেম না!" এই ব'ল্তে ব'ল্তে অভাগিনীর কোলে অম্নি ঢ'লে প'ড়্লো গো ঢ'লে প'ড়্লো!—হায়! কাল ভুজঙ্গ এ পাপিনীকে দংশন ক'ল্লে না, পাপিনীকে দেখে এই ব'লে ঘৃণা ক'রে যেন চ'লে গেল "থাক্ পাপিয়সি! থাক্—আর জন্মে তুই সাপিনী ছিলি আমার বাছাকে খেয়েছিলি, এ জন্মে তার শোধ নিলেম—থাক্, সেই কর্ম্মফল ভোগ ক'র্ত্তে থাক্!!"

মূষো। (সরোদনে) হ্যাঁগা, ওঝা টোঝা দেখানো কি হ'লো না ?

যুবতী। ওগো, মণিহারা ভুজঙ্গিনীর মত অভাগিনী ছট্‌ফট্ ক'রে কত চেঁচালে—কত লোককে ডা'ক্লে—কত লোকে দেখ্লে; ওগো তারা কি ক'র্ব্বে গো কি ক'র্ব্বে! পাপীয়সীর কর্ম্মাস্তিক, কার সাধ্য খণ্ডাতে পারে ?

মূষো। হ্যাঁগা তোমার কি কেউ নাই ?

যুবতী। হা! আর কথা আসে না গো—বুক ফেটে যায়—তবুও পোড়াবুক ফাটে না—

মূষো। হ্যাঁগা! তবে এই যে ব'ল্লে, তোমার সোণারচাঁদ তার পিতার সঙ্গে দেখা হ'লো না ব'লে আক্ষেপ ক'রেছিল ?

যুবতী। (পুত্রের মুখচুম্বনপূর্ব্বক) হা বৎস! তোমার সেই আক্ষেপ অভাগিনীর বুকে শেল হ'য়ে রৈল! ওরে বাপ! তো অভাবে এখনো এ পাপ প্রাণ যে কেন আছে, (বক্ষে করাঘাত) এই পাষাণ প্রাণই তা ব'ল্‌তে পারে! ওরে দগ্ধ হৃদয়! কেন তুই এখনো বিদীর্ণ হ'চ্ছিস না? তোর কি এখনো আশা আছে, পতির পদারবিন্দ আর দেখ্‌তে পাবি? ওরে তোর যদি সে ভাগ্য হ'তো, তবে এমন ক'রে কি তোর অন্ধের নড়ি দুরন্ত কাল কেড়ে লয়? হা মহারাজ! কোথা রৈলে? এসময় একবার এসে দেখ্‌লে না! তোমার পট্টমহিষী শৈব্যা যে তোমার প্রাণের রোহিতকে কোলে ক'রে শ্মশানে—

মূর্ষো। (বাহুবিস্তার পূর্ব্বক) প্রিয়ে! প্রিয়ে! একি? একি তুমি? হা রোহিত! হা পুত্র! হা প্রাণাধিক! (পুত্রের শবোপরি অজ্ঞানে পতিত)

যুবতী। ভগবন্! কি ক'ল্লে? এ কার্ স্বর শুনি?—উঃ! এ কি? আমি কি জাগ্রত?—উঃ! উঃ! আ! এ কি? প্রাণ যায় যে! আর সয় না যে! মহারাজ এখানে! শ্মশানে! মহারাজ হরিশ্চন্দ্র শ্মশান-চণ্ডাল! বিধি! ও বিধি! ওরে দারুণ বিধি! তোর মনে কি এই ছিল?—(বক্ষে করাঘাত) হৃদয়! বিদীর্ণ হ!—ফেটে যা—যা প্রাণ এই বেলা যা—আর কেন? দেখছিস্ নে, যাঁর আশায় এতক্ষণ ছিলি, তিনিও যে চ'লে গেলেন! ঐ যে তোর সাক্ষাতে—তোর কোলে—এমন দিন আর পাবিনে—যাবার এমন শুভক্ষণ আর কখন্?—মহারাজ! দাঁড়াও! দাঁড়াও! যেয়ো না; যেয়ো না; আগে যেয়ো না; দাসীকে ফেলে একা যেয়ো না; প্রাণের রোহিতকে নিয়ে একা চ'লে যেয়ো না; দাসীও যা'চ্ছে—এই যে যায়! (পুনঃ পুনঃ বক্ষে করাঘাত)—যা না—যা না পাপ প্রাণ বেরো না!—

রাজা। (উত্থান পূর্ব্বক) ভ'দো! ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—আমার শৈব্যাকে আমি পেয়েছি—এই মুহূর্ত্তে দেখেছি—ছেড়ে দে, দেখি, দেখি, কোথায় গেল?—এই যে—এই যে—ওকি? প্রিয়ে! (যুবতীর হস্ত ধরিয়া) ওকি? ওকি প্রিয়ে? তোমার নিষ্পাপ নির্ম্মল হৃদয়ের দোষ কি? দেবের দুর্লভ এ কোমল হৃদয়ে আঘাত কেন? এই পাপাত্মার (স্বীয় বক্ষে সবলে করাঘাত) বক্ষই আঘাতের যোগ্য! (মস্তকে আঘাত)

এই মস্তকই বজ্রাঘাতের যোগ্য! (রাজার বক্ষে যুবতীর পতন) ও কি? মহিষি! আর যে কথা কও না? হায় কি হ'লো! একবারে যে নিস্পন্দ (নাসিকা স্পর্শ)—এই যে শ্বাসরুদ্ধ! হায়! আমার অদৃষ্ট-তরুর বিষফল আ'জ্ পেকে উঠ্‌লো—বিশ্বামিত্র মনের সাধে এ পাপিষ্ঠকে উদর পূরে আ'জ্ সেই ফল খাইয়ে দিলেন!—তা ভালই হ'য়েছে! ঋষি হে, তোমার মনে যা ছিল, তাই হ'লো—হরিশ্চন্দ্রকে সবংশে নির্ম্মূল করা যদি অভি-প্রায় থাকে, তবে এখনি তা সিদ্ধ হয়—আর অপেক্ষা নাই—সতীই পতির সহগামী হ'য়ে থাকে, আ'জ্ সতীর সহমরণে পতি চ'ল্লো!—ভালই হ'লো—যন্ত্রণা গেল! না, বিধাতা বুঝি তাও হ'তে দিলে না—এই যে প্রিয়ার শ্বাস আবার পা'চ্ছি—এ সময় প্রিয়তমাকে বুক থেকে নামাই কেমন ক'রে—নৈলেই বা একটু জল এনে দেয় কে?

শৈব্যা। না মহারাজ! জল আর আ'ন্তে হবে না—তোমার চরণ স্পর্শেই এ দাসী শীতল হ'য়েছে! মহারাজ! এ যে জ্বালা, জলে কি ক'র্ব্বে? মহারাজ! এমন জ্বালা আর কিছুতেই কথনো জানিনে—এ জ্বালা জন্মে যাবার নয়—তবু মহারাজ! তোমার হৃদয়স্পর্শে জ্বলন্ত আগুন যেন চাপা প'ড়্‌লো! মহারাজ! রোহিতের জ্বালা কি কিছুতেই যাবে মহা-রাজ? এ জ্বালা কি যাবার?—রোহিত কি আর আমায় মা ব'লে ডা'ক্‌বে মা মহারাজ? রোহিত বিহনে এ পাপ জীবন কি রা'খ্‌তে হবে মহারাজ? তুমি ব'ল্লেই রা'খ্‌বো মহারাজ! প্রেম-দাসীর বিচ্ছেদ-জ্বালায় তোমার প্রাণ কাতর হবে, এ কথা তোমার মুখ থেকে বেরুলেই এ পাপিনীর প্রাণ যাবে না মহারাজ! কিন্তু যদি বেঁচে থেকেও তোমার চরণ-সেবায় বঞ্চিত থা'ক্তে হবে এমন হয়, তবে মহারাজ! কাজ কি? তবে আর এ পাপ তাপের শরীর ব'য়ে বেড়িয়ে ফল কি? তবে দাসীকে দয়া ক'রে বিদায় করুন—দাসীর জন্যে দিব্য সুগন্ধ কাষ্ঠের চুল্লী একটা এখনি সাজা'ন্ মহারাজ! শ্মশানে চণ্ডাল হওয়া সার্থক হ'ক্—মনের সাধে মনের মত একটী—

[রণবেশী মুকুটধারী এক যুবার সবেগে প্রবেশ]

যুবা। (সকাতরে) ও বাবা! ও মা! কে তোমরা?

রাজা। (শশব্যস্তে উঠিয়া) আমরা যে হই, তুমি কে?

যুবা। বাবা! আমি বিপন্ন—আমি শরণাপন্ন—তুমি যে হও, তুমি আমার ধরম বাপ্—আমায় রক্ষা কর!

রাজা। যখন শরণাগত ব'লেছ, তুমি যে হও, আর তোমার ভয় নাই—তোমার কি ক'র্ত্তে হবে বল? কিসে রক্ষা? কি বিপদে রক্ষা?

যুবা। ও বাবা! অধিক বল্‌বার সময় নেই—এলো—পাপিষ্ঠেরা এলো ব'লে—ধ'র্ল্লে—ধ'র্ল্লে ব'লে—ঐ শুন্‌ছি—হায়! কোথায় যাই? কি করি?

রাজা। চিন্তা কি? তোমার অসি চর্ম্ম আমায় দাও দেখি—তুমি এখানেই থাক; আসুক না, শত জনে আসুক না, ভয় কি?

যুবা। এই নেও বাবা (অসি চর্ম্ম দান)—কিন্তু এখানে না—আমি এখানে না—এখানে থা'ক্‌বো না—কোথায় যাই? হায়! কোথায় যাই?

রাজা। (সহাস্যে) দেখ্‌ছি রণ-বেশ; তবু এত ভয়?

যুবা। তা হ'ক্ বাবা, কোথায় যাই? বল না কোথায় যাই? তোমায় বড়মানুষ ক'রে দেব—আ'জ্ আমায় রা'খ্‌লে তোমার ঐ স্ত্রীকে—উনি আমার ধর্ম্মমা—আমার ঐ মাকে সোণায় মুড়ে দেব! ঐ শব্দ—ঐ এলো—

রাজা। তবে যাও, ঐ কুটীর দেখা যা'চ্ছে—ঐ আলো জ্ব'ল্‌ছে—

যুবা। না বাবা, ও অনেক দূর—যেতে যেতেই ধ'র্ব্বে—

রাজা। তবে যাও, এই মড়ার কাঁথা খানা মুড়ি দে ঐ গম্বুজের আড়ালে প'ড়ে থাক গে—কিছু ভয় নেই—আমি তোমায় রক্ষা ক'র্ব্বো!

[যুবার প্রস্থান।

শৈব্যা। মহারাজ! কি ক'র্ল্লেন? চিনেছেন? ও যে সেই পাপাত্মা নাগেশ্বর—

রাজা। প্রিয়ে! যেই হ'ক্, যখন শরণাগত ব'লেছে, তখন ঘোর আততায়ী হ'লেও হরিশ্চন্দ্র অবশ্যই তার রক্ষক!

[রণবেশী যুবাদ্বয়ের প্রবেশ]

প্র, যুবা। সখে! এই দিকেই এসেছে—নিশ্চিত এসেছে—পাপিষ্ঠ নরাধম শৃগালের ন্যায় ছুট্‌তে ছুট্‌তে এক একবার পশ্চাতে দেখেছিল; আমি আঁধারেও তার পাপার্জ্জিত মুকুটের উজ্জ্বল হীরক দেখেছি—

দ্বি, যুবা। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক) তবে এই খানেই আছে—ঐ যে কে? (রাজারাণীকে নির্দ্দেশ)

রাজা। (রুক্ষ-স্বরে) কে তোমরা?

প্র, যুবা। তোমার কাছে আর কে? (নিকটে গমনোদ্যত)

রাজা। স্ত্রীলোক—সাবধান!

দ্বি, যুবা। তবে হয় ঐ ভাঙ্গা গম্বুজের আড়ালে, নয় জলে, নৈলে আর কোথায় যাবে? (উচ্চৈঃস্বরে) রে পাপাধম! রে নরপিশাচ! রে অকৃতজ্ঞ! শৃগালের মত পালিয়ে এলি যে—আ'জ্ তোর কাল পূর্ণ হ'য়েছে—তোর পাপলীলার অবসান হ'য়েছে—আর কেন পাপজীবনের ভারে পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত রাখিস্—বেরো না!

(যুবাদ্বয়ের গম্বুজাভিমুখে গমন)

রাজা। (অগ্রসর হইয়া) তা হবে না; ওদিকে তোমরা যেতে পাবে না—

প্র, যুবা। কে তুই? এত বড় স্পর্দ্ধা—

দ্বি, যুবা। সখে, ওর হাতে সেই পাপিষ্ঠের সেই মণিখচিত অসিচর্ম্ম!—ও তারির লোক, তারির লোক, তবে এখানেই আছে—মার ওরে—

(উভয়ে রাজার প্রতি আক্রমণ)

শৈব্যা। (চীৎকার পূর্ব্বক) হা নাথ! এ কি কাণ্ড!—ওরা যে আপনার জন—হায় কি সর্ব্বনাশ!

(যুবাদ্বয়ের সহিত রাজার ঘোরতর অসিযুদ্ধ)

রাজা। (যুদ্ধ করিতে করিতে) ঐ হ'য়েছে—যথেষ্ট হ'য়েছে—প্রাণে মা'র্ব্বো না—এক জনের অসি ভঙ্গ হ'য়েছে! এই নে—এই বাঁটের আঘাতেই মূর্চ্ছাগত হ'য়ে শুয়ে থাক্—আয় তোরেও শোয়াই—ক্ষমতা নাই, যুদ্ধ ক'র্ত্তে সাধ—এখনো ক্ষান্ত হ—ভাল চা'স্ তো ক্ষান্ত হ—না? তবু সাধ মিট্‌লো না? তবে এই তোমারো হ'লো—কেমন? আর যুদ্ধে সাধ আছে? (ঝটিতি নিরস্ত্র যুবাদ্বয়ের হস্ত ধরিয়া) এখন বল, কে তোমরা?

প্র, যুবা। আমরা যে হই, কিন্তু তুমি কে? তুমি কখনই সামান্য পুরুষ নও—মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আর সৌবীর ভিন্ন ,এ দুজনকে যে নিরস্ত্র ক'র্ত্তে পারে, ভারতে এমন বীরের তো নাম শুনিনি—

শৈব্যা। হা মহারাজ! কি ক'ল্লে? রণে মত্ত হ'য়ে দাসীর কথা শুন্‌লে না—এ যে তোমার বসন্ত আর খগেন্দ্র!

দ্বি, যুবা। সখে, এ স্বপ্ন নাকি? মহারাজ্ঞীর কণ্ঠস্বর না?

শৈব্যা। খগেন্দ্র রে! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—অভাগিনী আ'জ্ সোণার রোহিতকে কালের মুখে ডালি দিয়েছে রে খগেন্দ্র—

উভয় যুবা। (রাজা রাণীকে প্রণাম পূর্ব্বক) অ্যাঁ! সে কি? সে কি? (রোহিতাশ্বকে বেষ্টন পূর্ব্বক হা হতোস্মি!)

বস। মা! কিসে এ সর্ব্বনাশ হ'লো মা?

শৈব্যা। ও বাবা! কালসাপ হ'য়ে কাল আমার বাছাকে দংশন—

খগে। কতক্ষণ দেবি—কতক্ষণ? (বসন্তের প্রতি) সখে! ধর, ধর, ঐ পাপিষ্ঠ পলায়—ঐ জলের ধার দে—কোথায় যাবি?

[বেগে উভয়ের প্রস্থান।

রাজা। কেবল ধ'রে আন, কিছু ব'লো না—শরণাগত হ'য়েছে!

[অদৃশ্যভাবে বিশ্বামিত্র ও পাতঞ্জলের প্রবেশ]

শৈব্যা। আর তোমার শরণাগত কৈ মহারাজ? ওর জন্যে তুমি, যার বাড়া নাই খগেন্দ্র আর বসন্তের সঙ্গে যুদ্ধ ক'ল্লে—ওরে বাঁচাবার জন্যে তোমার এমন অবস্থাতেও আপনার প্রাণ দিতে গেলে—ও কিনা তোমায় এসে একবার একটী নমস্কারও ক'ল্লে না—একবার ব'লেও গেল না!

রাজা। সত্য প্রিয়ে, কিন্তু সহস্র কৃতঘ্ন হ'ক্, যখন বিপন্ন হ'য়ে শরণাপন্ন ব'লে জানিয়েছে, তখন আমার ধর্ম্ম আমায় রা'খ্‌তেই হবে!

পাত। সাধু! সাধু! সাধু! ধন্য মহারাজ! ধন্য মহারাজ! ধন্য, ধন্য, ধন্য! হায়! এমন মহাত্মারও এমন হয়!

বিশ্বা। মহারাজ! জয়োস্তু! আমিও বলি ধন্য—এ জগতে তুমিই ধন্য—তোমরা উভয়েই ধন্য!

, (রাজা রাণী প্রণত)

পাত। তোমরা কখনই মর্ত্ত্য লোকের নও—তোমরা স্বর্গেরও নও—তোমরা তার চেয়েও উচ্চ লোকের লোক—দেবতারাও যে এমন পারেন না, তা আমি বড় গলা ক'রে ব'ল্ছি! আসুন দেখি, কোন্ দেবতা তোমার মহত্ত্বের এক কণাও দেখিয়ে যেতে পারেন? আমার কাছে বাপু স্পষ্ট কথা—এতে দেবতারা রাগ করেন, ঘরের ভাত বেশী ক'রে খাবেন!

বিশ্বা। মহারাজ! এ কি? এ কার মৃত পুত্র?

শৈব্যা। (সরোদনে) প্রভু, আর যন্ত্রণা সয় না—দয়া ক'রে আবার দর্শন দিলেন তো আত্মহত্যার পাপটা না হয়, অথচ আপনার চরণে এ পাপ প্রাণ ত্যাগ ক'র্ত্তে পারি, এমন উপায় ক'রে দিন্। (উন্মাদিনীর ন্যায় ঋষির চরণ ধারণ পূর্ব্বক) প্রভু! এ দাসী কখনই ছা'ড়্বে না—এই পাদ-পদ্মেই আ'জ্ এ দেহ ত্যাগ ক'র্ব্বে—এ দেহের আর মায়া কি? এতে আর কাজ কি? কেবল এক আত্মহত্যার ভয়; কিন্তু এই অভয় চরণে সে ভয় থা'ক্বে না—এই পায় এখনি প্রাণত্যাগ ক'র্ব্বো! কেবল দয়া ক'রে মর্ব্বার উপায় ব'লে দিন্; মহাযোগ শিখিয়ে দিন্; কি পদাঘাতে মেরে ফেলুন! কি এই (রাজার হস্ত হইতে সহসা অসি কাড়িয়া লইয়া) অসিখান এই পাষাণ-বুকে বসিয়ে দিন্—হায়! আপনাকেই বা বলি কেন? আপনি হয় তো স্ত্রী-হত্যার ভয় ক'র্ব্বেন! অসি পেয়েছি, আর কেন? এই তো সময়—মহারাজ বিদায় (অসি উত্তোলন)—এ দাসী জন্মের মত—

বিশ্বা। হাঁ হাঁ (অসিধারণ) হাঁ রাজ্ঞি! এ কি? এ কি তুমি? তেমন শৈব্যা এমন হ'য়েছ?

পাত। প্রভুর এ আজ্ঞাটা মন্দ নয়—একজনকে, মদ খাইয়ে মাতাল ক'রে দে, তার পর তার মত্ততার জন্য তারে তিরস্কার করা যদি উচিত হয়, তবে প্রভু, রাণীকেও আপনি ভর্ৎসনা ক'র্ত্তে পারেন! আমার কাছে বাপু স্পষ্ট কথা—বাপ কেন হ'ন্ না! এতে রাগ করেন, না হয় ভস্ম হব, তবু এ সব কাণ্ড তো আর সহ্য হয় না!

বিশ্বা। না পাতঞ্জল, আমি রাগ ক'র্ব্বো না; তুমি অন্যায় বলনি, সত্যই

যা করা হ'য়েছে, তা অন্তিম সীমায় উঠেছে—মানব সহিষ্ণুতার উচ্চ চূড়া পর্য্যন্ত দেখা হ'লো, আর না!

পাত। তবু দেখুন প্রভু, এতেও এঁরা প্রভুর প্রতি এক দিনের জন্যও কি একটু অভক্তি—একটুও রাগের কথা ফুটেছেন? আর কেউ হ'লে কি এত সয়? কার বাবার বা সাধ্য?

বিশ্বা। স্বীকার করি পাতঞ্জল, এত দিনের পর তুমি আ'জ্ সুবোধের মত কথা ক'চ্ছো—

পাত। (করযোড়ে) তবে আর কেন প্রভু? আর কেন যন্ত্রণা দেন? এত বড় রাজা চণ্ডালের দাস! দেখ্‌ছেন না, এত বড় বীর যেন জড়ের মত আড়ষ্ট ভাবে অবাক্ হ'য়ে র'য়েছেন! দেখ্‌ছেন না, প্রভু, রাজ্ঞী যেন দুর্ভি-ক্ষের কাঙালিনীর মত একটু উদ্যম ক'রেই নির্জ্জীব হ'য়ে আপনার পদতলে প'ড়ে র'য়েছেন! আর দুঃখ দেন কেন? আর যে এ দৃশ্য দেখা যায় না! আমার কনিষ্ঠ ভাই রোহিতাশ্বকে বাঁচিয়ে দিন্—চৌষট্টী যোগিনীর ঘাটে সেই যে একটা গহ্বরের মধ্যে অমৃতকুণ্ডের জল রেখেছেন—সেই যে প্রভু ব'লেছিলেন এতে মরাও বাঁচে, আজ্ঞা করুন, সেই পাত্রটী আমি আনিগে?

বিশ্বা। যাও, তবে সুধু তা নয়—(কাণে কাণে বলিয়া প্রকাশ্যে) এ ঔষধও শীঘ্র আন। সর্পাঘাতের রোগী—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আনা চাই—সূর্য্যোদয়ের বিলম্বও নাই।

পাত। যে আজ্ঞা, এখনি আ'ন্‌বো—

[বেগে প্রস্থান।

বিশ্বা। মহারাজ! রাজ্ঞীকে সুস্থা করুন, আর চিন্তা নাই, রাজপুত্রকে এখনি বাঁচাব!—ওকি? ও বুঝি নাগেশ্বরকে ধ'রে আ'ন্‌ছে?

[পাশবদ্ধ নাগেশ্বরকে প্রহার ও আকর্ষণ করিতে করিতে বসন্তের প্রবেশ]

নাগে। উঃ! গেলুম রে—বাবা রে—আর না রে!

রাজা। আহা, মেরো না, মেরো না—কৈ খগেন্দ্র কৈ?

বস। আমাদের এক ভৃত্য এসে সংবাদ দিলে পিতার সঙ্গে কমলা

ও মল্লিকা প্রভৃতি শিবিরে এসেছেন, খগেন্দ্র তাই শুনে তাঁদের আ'স্তে গিয়েছে—এই শৃগালের জন্য দুজনের প্রয়োজন কি? একাই যথেষ্ট!

নাগে। প্রভু, রক্ষা করুন! দেখুন, আপনার প্রতিনিধির কি দুর্দ্দশা! আপনার আজ্ঞা অগ্রাহ্য ক'রেও আমায় রাজ্যচ্যুত ক'র্চ্ছে—এতে এ দাসের কি? এতে যে প্রভুর অপমান হ'চ্ছে, সেই দুঃখই দুঃখ!

বিশ্বা। হা নরাধম! হা ভীরু! হা ধূর্ত্ত! তুমি আমার প্রতিনিধি!—পাপাত্মন্! তুমি মনে ক'রেছিলে, ফল-মূল-খেগো বোকা বামুনকে দুটো স্তবে ভুলিয়ে অমরাবতীকে অসুররাজ্য ক'রে সুখে কাল কাটাবে?

(নেপথ্যে গীত)

রাগিণী যোগীয়া ভৈঁর—তাল ঢিমা তেতালা।

বল বদনে হর হর বাণী—
জয় কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণা ভবানী!

প্রভাতা হইল নিশি, উরিল উষা রূপসী, হেরিয়ে বিবর্ণ নিশামণি!
উঠ উঠ কাশীবাসি! শয্যা ত্যজি দেখ আসি, কিবা শোভা ধরিল ধরণী। ১।

পূর্ব্বদিকে নব জ্যোতি; আভাময় স্বর্ণ সিঁতি, শিরে যথা ধরে সিমন্তিনী;
সহস্র শিব মন্দিরে, কনক দেউলোপরে, নব রবি শোভিছে তেমনি!
প্রভাতী নৌবত বাঁশী—সুধা-স্বরে পূর্ণ কাশী—মঙ্গল আরতি বাদ্য শুনি। ২।

ধন্য পুণ্যভূমি কাশী, "বেষ্টিতা বরুণা অসী," তটিনী প্রধানা সুরধুনী!
প্রভাতে কি শোভা জলে—মন্দ পবন হিল্লোলে, কুলু কুলু রবে প্রবাহিনী!
চৌষট্টী যোগিনী পাটে, মণিকর্ণিকার ঘাটে, চল চল শুনি বেদধ্বনি! ৩।

শত গঙ্গাপুত্র সাথে, যাত্রী চলে যাত্রা-পথে, নানা জাতি পুরুষ রমণী—
যতি, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, অবধূত, জটাধারী, পরমহংস, যোগীন্দ্র, যোগিনী!
চল, প্রাতঃস্নান করি, ল'য়ে পুষ্প বারি ঝারি, বিল্বদলে পূজি শূলপানি! ৪।

বস। বোধ হয়, পাতঞ্জল ঠাকুর ঔষধ পেয়েছেন, নৈলে গান গাবার এত স্ফূর্ত্তি কদাচ হ'তো না—

[পাতঞ্জলের প্রবেশ]

শৈব্যা। বাবা! এনেছেন কি?

পাত। হাঁা মা—

[খগেন্দ্র, কমলা ও মল্লিকার প্রবেশ]

(রোহিতাশ্বের শবপার্শ্বে স্ত্রীগণের রোদন)

বিশ্বা। তবে আর বিলম্ব কেন—রৌদ্র হ'লে বিঘ্ন সম্ভাবনা—এই ঔষধ এই জলে শীঘ্র ঐ ঘাটের পাষাণে কেউ বেটে দাও !—

(কমলা কর্ত্তৃক ঔষধ পেষণ)

রাজ্ঞি ! তুমি পুত্রকে কোলে ক'রে ব'সো—মল্লিকে ! শিশুর অঙ্গের ধূলি কর্দ্দমাদি পরিষ্কার ক'রে দাও—রোহিতাশ্ব জীবিত হ'লে শীঘ্র তারে কেউ শুনিও না যে, তারে সর্পাঘাত হ'য়েছিল—কমল ! বাটা হ'য়েছে ?—দাও ঐ পাতায় ক'রেই দাও—(ঔষধ গ্রহণ) আমি মৃত্যুঞ্জয়ের বীজ-মন্ত্রের সহিত এই ঔষধ লেপন করি, তোমরা সকলে একান্ত মনে বিশ্বেশ্বরকে স্মরণ কর !

(রোহিতাস্যের অঙ্গে ঔষধ লেপনাদি প্রকরণ)

মল্লি। (উচ্চৈঃস্বরে) নিশ্বাস—নিশ্বাস—নিশ্বাস ফেলেছে—নিশ্বাস ফেলেছে ! (করতালি) চেয়েছে—চেয়েছে—ঐ রোহিত চেয়েছে !

কম। কৈ ? কৈ ? দেখি—

শৈব্যা। বাবা ! (পুনঃ পুনঃ চুম্বন) বাবা আমার !

বসন্ত ও খগেন্দ্র। জয় ! জয় ! জয় ! মহারাজ, হরিশ্চন্দ্রের জয় !

পাত। (নৃত্যপূর্ব্বক) জয় মহর্ষি বিশ্বামিত্রকি জয় !—জয় মহারাজ্‌কি জয় ! জয় রাণীমায়ীকি জয় ! জয় পাতঞ্জলকি জয় ! জয় ! জয় ! জয় !

বস। (উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজ ! এখন তবে শুনাই—কাশীরাজ এই পাপিষ্ঠ নাগেশ্বরের অত্যাচারে বিদ্রোহী হ'য়েছিলেন ; তখন আমি আর প্রিয়-সখা খগেন্দ্র, কমলা আর মল্লিকা, আর রাণীর পরিচারিকা কাঞ্চনী, ক জনেই পাপিষ্ঠের কারাগারে বন্দী ছিলেম ! পাপিষ্ঠ তার তুঙ্গদ্বীপের পাপাচারী সব অনুচর সঙ্গে কাশীরাজের বিরুদ্ধে কাশী যাত্রা করে ; এমন সময় পিতাকে ল'য়ে অযোধ্যার প্রজারা রাজর্ষির তপোবনে যায় ; পিতার মুখে রাজ্যের দুরবস্থা শুনে রাজর্ষি দয়া ক'রে এই কৃতঘ্নের দমনার্থ অনুমতি করেন ; পিতার সঙ্গে প্রজারা মহোল্লাসে প্রত্যাগত হ'য়ে পাপিষ্ঠের

পুররক্ষকগণকে মেরে আমাদের উদ্ধার করে। আমি সখার সঙ্গে তাবৎ সমর্থ প্রজা ল'য়ে এই দুর্ম্মতির পশ্চাতে এসে আক্রমণ করি; সম্মুখে কাশীর সৈন্য, পশ্চাতে আমরা, ভীরু শৃগালেরা আর কতক্ষণ যুদ্ধ ক'র্ত্তে পারে? পাপিষ্ঠের দলবল কতক হত, কতক আহত, কতক পলায়িত, কতক বন্দী হ'লো, আর এই ধূর্ত্ত শৃগাল ল্যাজ মুখে ক'রে এই দিগে ছুটে এলো; আমরা তার অনুসরণে আসি; তাতেই বিধাতা এই শুভ মিলন ঘটিয়ে দিলেন! ইতি-মধ্যে পিতাও এসে জয়ী সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন—মহারাজার আদেশ হয় তো চলুন সকলে মিলে সেখানে যাই—

বিশ্বা। না বসন্ত, তা হবে না—যা কিছু আনন্দোৎসবের প্রয়োজন, এখানেই হ'ক্—এ স্থানকে আ'জ্ পবিত্র ক'রে যাব, এই শ্মশানভূমি আ'জ্ হ'তে প্রসিদ্ধ পুণ্যস্থান হবে।

বস। তবে সখা চল, পিতাকে এই সব শুভ সংবাদ শুনাইগে—তিনি শুন্‌লেই ছুটে আ'স্‌বেন!

[খগেন্দ্রের সহিত প্রস্থান।

পাত। ও দাদা রোহিত! তোমার সেই বামুনদাদাকে কি চিন্তে পার?

রোহি। বড় ক্ষুধার সময় আপনি আমায় ফল দিছ্‌লেন—আপনাকে প্রণাম করি। (প্রণাম)

[বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রবেশ]

ব্রাহ্ম। (শৈব্যার প্রতি) বলি হ্যাঁ গা, (খক্ খক্ খক্) দূর—হ'ক্—গে—ছাই—এই কাশীই আমায় কাশী পাওয়াবে! (খক্ খক্ খক্) দূর হ'ক্ গে—বলি হ্যাঁ গা ভাল মা'নুষের ঝি, তোমার আক্কেলখানা কি? (খক্ খক্ খক্) দূর ছাই—দাড়িময় লেগে গেল! বলি—ছেলেই যেন গিয়েছে—আর কি কারো (খক্ খক্ খক্) যায় না? তা ব'লে কি সারা রা'ত্ এই শ্মশানে থা'ক্তে হয়? (খক্ খক্) এখন সকাল হ'লো, তবু কি সৎকার করা হয় না? (খক্ খক্ খক্) ব্রাহ্মণী যে গরু বাছুর নে ম'রে যা'চ্ছেন—(স্বীয় গলা ধরিয়া উপবেশন)

পাত। তুমি ঠাকুর ব্রাহ্মণ, না মুচি?

ব্রাহ্ম। মুচি! যত বড় মুখ, তত বড় (থক্ থক্ থক্) কথা!

পাত। তা বৈ কি—এত লোকের সাক্ষাতে এত বড় নিষ্ঠুর হ'তে একটু চক্ষুর্লজ্জাও হ'লো না?—ব্রাহ্মণ হ'লে কি এত নিষ্ঠুর হ'তে পারে?

শৈব্যা। (করযোড়ে বৃদ্ধের প্রতি) প্রভু, ঐ দয়াল ঋষি ঠাকুর দয়া ক'রে বিষের ঔষধ দিলেন—

ব্রাহ্ম। সেখানে অত রা'ত্ পর্য্যন্ত অত ঝাড়ান্ (থক্ থক্) কাড়ান্ হ'লো—আবার এখানে এসে?—তেমন ওঝায় পা'র্লে না—

পাত। চ'কের মাথা না খেয়ে থাক তো ঐ চেয়ে দেখ, এই ওঝা ঠাকুরের ক্ষমতা আছে কিনা? ঐ দেখ যে সোণার চাঁদ, সেই সোণার চাঁদই হ'য়েছে! ওঁদের দাসত্ব ছাড়িয়ে দেও তো ঝাড়িয়ে কাড়িয়ে তোমার কাশীও ছাড়িয়ে দিতে পারেন!

ব্রাহ্ম। অ্যাঁ—বল কি? সত্যই কি ছেলেটী বেঁচেছে? ও বাবা! তাইতো! (বিশ্বামিত্রের প্রতি) তবে ওঝাঠাকুর!—(থক্ থক্ থক্) আমার এই জলকাশীটে যদি ঝাড়িয়ে দেন—

পাত। তবে ওঁদের দাসত্ব ছেড়ে যাবে বল?

ব্রাহ্ম। (সকোপে) তুই থাম্ না—(থক্ থক্ থক্) আ ম'লো, সকল কথাতেই (থক্ থক্) ঠোকর মা'র্ত্তে আসে!

পাত। তবে মর—চিরকালই থক্ থক্ ক'রে মর—ঐ থক্থকানিতেই একদিন মুখ থুবড়ে হবে!

[ভ'দোর প্রবেশ]

ভ'দো। মুষো! কিসের গোল র‍্যা মুষো? মেলা মড়ুই প'ড়েছে নাকি?

পাত। এখনো পড়েনি, এই এক কেশো বুড়ো পড়ে পড়ে হ'য়েছে!

ব্রাহ্ম। ব্যল্লীক্! যা মুখে আসে (থক্ থক্) তাই বলিস্—তুই প'ড়্গে না, আমি কেন? (থক্ থক্)

ভ'দো। (বিশ্বামিত্রের প্রতি) কেমন ঋষি ঠাকুর, হ'য়েছে কি?

বিশ্বা। তোমার প্রসাদে পরীক্ষার চূড়ান্তই হ'য়েছে—

ভ'দো। আরো কিছু অবশিষ্ট আছে নাকি?

বিশ্বা। কিছু মাত্র না।

ভ'দো। তবে আর বিলম্ব কেন ?

বিশ্বা। মন্ত্রীর আস্‌বার অপেক্ষা !

রাজা। আ ! একি ? এঁদের দুজনের এত জানা শুনা হ'লো কিসে ? ভ'দোর ভাষাই বা হঠাৎ ভদ্রভাষা হ'লো কিসে ?

বিশ্বা। (সহাস্তে) সে সব পরে ব'ল্‌ছি—

ব্রাহ্ম। চল গো ভাল-মা'নুষের মেয়ে—ব্যল্লীকদের সমাজে আর থা'ক্তে নেই—এস, এস, বেলা হ'লো, ব্রাহ্মণী কত রাগ ক'র্চ্ছেন—ও কি ? এর ওর মুখ পানে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে চাও যে ? (খক্‌ খক্‌) চল না—ছেলে বেঁচেছে ভালই হ'য়েছে—তবে আর বিলম্ব কেন ?

পাত। ওঝার কড়ি দিবে না ? কুড়ি কাহন কড়ি ফেল, তার পর নিয়ে যেতে হয় নিয়ে যাও—

ব্রাহ্ম। (সকোপে) কিসের কড়ি ? সাপের ওঝার আবার কড়ি ! ওঠো গো তুমি ওঠো—

পাত। কড়ি না দে উঠুন দেখি !

শৈব্যা। (পাতঞ্জলের প্রতি করযোড়ে) প্রভু, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বড় ভাল মানুষ—উনি বিদ্রূপ বুঝেন না, কেন ওঁরে—

ব্রাহ্ম। অধঃপাত্তে যাবেন—বিদ্রূপ—ওঁর বাপের বয়সী আমি, (খক্‌ খক্‌) আমার সঙ্গে বিদ্রূপ করেন, অধঃপাতে যাবেন ! ওঠো গো তুমি ওঠো !

শৈব্যা। প্রভু, এক বেলার জন্যে কি দয়া ক'রে অবকাশ দেবেন না ? আপনি আমাকে কন্যার ন্যায় পালন করেন, এ দয়াটী আ'জ্‌ ক'র্ত্তে হবে !

কম। কেন গা ? উনি কোথায় যেতে ব'ল্‌ছেন ?

(কমলার কাণে কাণে শৈব্যার কথা)

ওমা সেকি ? এখন কি তার মুক্তি নেই ? অর্থ ফিরে দিলেও কি হবে না ?

শৈব্যা। হা দিদি ! কোথায় পাব ?

কম। এই যে আমার হাতে বালা আর আংটী—এ তোমারি দেওয়া—এতে ওঁর পণের দশ গুণ টাকা হবে।

ব্রাহ্ম। অ্যাঁ—এসব কি কাণ্ড ? (খক্‌ খক্‌)

পাত। কাণ্ড আর কি, উনি যাবেন না—

ব্রাহ্ম। যাবেন না! সে কি? এ কি মগের রাজ্য নাকি? টাকা দে কিনিছি—(খক্ খক্) অম্নি নাকি!

কম। আপনার টাকা পেলেই তো হয়—এই নেন—তার দশগুণ নেন (অলঙ্কার দান)—আর কথা কবেন না—এ দয়াটী ক'র্ত্তেই হবে!

ব্রাহ্ম। (হস্তে তোলা ভাবে অলঙ্কারের পরিমাণ) যদি কৃত্রিম না হয় তো কতক হ'তে পারে বটে! (সহর্ষে) হ্যাঁগা ভালমা'নুষের মেয়ে! তবে কি এই স্থির হ'লো? এ অলঙ্কার তো তোমার? দেখো বাছা, তোমার উপকার ক'রে শেষ যেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হাতে দড়ি পড়ে না! (খক্ খক্)

শৈব্যা। (গলবস্ত্র প্রণাম) ঠাকুর! আপনার আর ব্রাহ্মণী মার গুণ জন্মেও ভুল্‌তে পা'র্ব্বো না! ও অলঙ্কারের জন্য ভা'ব্‌বেন না—আমি কি আপনাকে ঠকাতে পারি? এখন এই ল'য়ে যা'ন্—আশীর্ব্বাদ করুন, ভগবান দিন দেন তো আবার প্রচুর প্রণামী পাঠিয়ে দেব!

ব্রাহ্ম। তবে অবশ্যই দিন পাবে মা, দিন পাবে! আমি তখনি জানি, তোমরা সামান্য লোক নও—(খক্ খক্) দেখি ব্রাহ্মণী দেখে কি বলেন?

[প্রস্থান।

পাত। আঃ! বাঁচা গেল!—মা! আপনারা স্নান ক'রে আসুন গে।

কম। ভাল ব'লেছেন—চল, রোহিতকেও গঙ্গাস্নান করিয়ে আনি।

[শৈব্যা, রোহিতাস্য, মল্লিকা ও কমলার প্রস্থান।

বিশ্বা। মহারাজ! আপনিও স্নান ক'রে এসে এ বেশ ত্যাগ করুন।

রাজা। আজ্ঞে, কমলের গুণে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে আমার শৈব্যার যেমন মুক্তি হ'লো,' ভ'দোর কাছে যতক্ষণ তেম্নি মুক্তি না পা'চ্ছি, ততক্ষণ প্রভু বেশ পরিবর্ত্তনে আমার সাধ্য কি?

বিশ্বা। (ভ'দোর প্রতি সহাস্যে) আর কেন?

ভ'দো। (সহাস্যে) যাও মহারাজ! তুমি স্বচ্ছন্দে স্নান ক'রে বেশ পরিবর্ত্তন করগে—আমার কাছে তোমার দাসত্ব আ'জ্ মোচন হ'লো!

[রাজার প্রস্থান।

বিশ্বা। (ভ'দোর প্রতি) তবে এখন স্বমূর্ত্তি ধারণ করুন—

ভ'দো। আর মূর্ত্তিধারণ কেন ? কার্য্যোদ্ধার হ'লো আমি যাই।

[প্রস্থান।

পাত। প্রভু ! ওটা কি হ'লো ? ওকি তবে চণ্ডাল নয় ?—

(নেপথ্যে জয়বাদ্য)

ওকি ?—আহা ! কি মধুর বাদ্যোদ্যম ! যেন উৎসবের বাদ্য।

[বসন্ত, খগেন্দ্র, নগরপাল, কাঞ্চনী এবং সিংহাসন-মস্তকে জগন্নাথ প্রভৃতির প্রবেশ]

বস। কৈ ? এঁরা কোথায় গেলেন প্রভু ?

বিশ্বা। সব স্নানে গেছেন।

বস। জগন্নাথ ! তবে সিংহাসনখানি ঐ বৃক্ষমূলে রেখে রাজার বেশ ভূষা ল'য়ে ঘাটে যাও। কাঞ্চনি ! তুমিও মহারাণীর সজ্জা ল'য়ে যাও।

[কাঞ্চনী ও জগন্নাথের প্রস্থান।

পাত। এইখানেই রাজসভা ! বা ! বা ! বেড়ে হবে—বেড়ে হবে !

[মন্ত্রী, রক্ষী ও ছত্রচামরধারী প্রভৃতির প্রবেশ]

মন্ত্রী। (প্রণামান্তে) প্রভো ! দাস পূর্ব্ব হ'তেই জানে, অবশ্যই এ মায়া !

বস। (কিঙ্করগণের প্রতি) এই দিকে ব্রাহ্মণের আর এই দিকে অন্যান্যের আসন পাতো—চামরধারীরা এইখানে, ছত্রধারীরা ঐ খানে দাঁড়াও—

[রাজা, রাণী প্রভৃতি সকলের প্রবেশ]

বিশ্বা। মহারাজ !—

পাত। ওহে সকলে চুপ্ কর—মহারাজকে প্রভু কি বলেন শোনো—

বিশ্বা। মহারাজ ! অসাধারণ বীর্য্যশালী ধরণীর একচ্ছত্রা অধিপতি হ'য়ে সামান্য মানবেও যা সৈতে না পারে, তুমি সেই অসম্ভব দুঃখ যাতনা স'য়েছ। শুদ্ধ তুমি নিজে নও, নারীকুলে সাক্ষাৎ নারায়ণীরূপিণী মা শৈব্যা রাণীও প্রাণাধিক পুত্রের সহিত ততোধিক দুঃখরাশি ভোগ ক'রেছেন ; সেই সঙ্গে রূপে গুণে অনুপমা কমলা আর মল্লিকাও সামান্য ক্লেশ পান নাই ; আবার

রাজভক্তাগ্রগণ্য ধীমানশ্রেষ্ঠ তোমার প্রধান মন্ত্রী, তাঁর মেধাবী বীর পুত্র বসন্ত আর তুঙ্গরাজ-কুমার খগেন্দ্রেরও কষ্টের পার ছিল না। সেই সূত্রে তোমার ধর্ম্মপরায়ণ প্রজাগণ বহু উৎপীড়ন সহ্য ক'রেছে—প্রভুভক্ত সৈনিক-গণের সহিত তারা কেবল হা হা রবে কাল কাটিয়েছে! সূর্য্য অভাবে জগতের যে দশা সম্ভব, এক তোমার অদর্শনে ভারতবর্ষ প্রায় তদ্দশাপন্ন—প্রকৃতিবর্গ জীবন্মৃতবৎ—সাম্রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হ'য়েছে! আর অধিক কি, ইন্দ্রপাতেও স্বর্গের যা না হয়, আর্য্যাবর্ত্তে তদপেক্ষাও শোচনীয় অবস্থা ঘ'টেছে!

বস। হায়! শত ইন্দ্রপাতেও এমন দুরবস্থা হয় না!

পাত। শত সহস্র ইন্দ্রপাতেও এত ভয়ানক কাণ্ড ঘটে না!

বিশ্বা। কিন্তু মহারাজ! এই মর্ত্ত্যভূমি মনুষ্যের পক্ষে কেবল কর্ম্মভূমি—পরীক্ষাদানের স্থান বৈ আর কিছুই না! এ ভুবনে শ্রম, যত্ন, ক্লেশ, আয়াস, তিতিক্ষা, এই সকলের অবলম্বনে কর্ম্ম কর্ব্বার জন্যই মনুষ্যের আবির্ভাব! যথার্থ সুখ-ভোগ এখানে না, তার স্থান পরলোক—এখানে কেবল কর্ম্ম-ভোগ। যে হতভাগ্য ব্যক্তি অপেক্ষা ক'র্ত্তে না পেরে এখানেই সুখে থা'ক্তে চায়—অনন্ত সুখের মুখ না চেয়ে অকিঞ্চিৎকর ক্ষণিক দৈহিক সুখকেই সুখের পরাকাষ্ঠা জ্ঞান ক'রে বিলাস ব্যসনে উন্মত্ত হয়, সেই ভ্রান্ত মানব আপনার পরমানন্দ পথে আপনিই কণ্টক বিস্তার করে! যে ভাগ্যবান পুরুষ তদ্বিপরীতে ঐহিক যন্ত্রণাকে তুচ্ছ ভেবে উচ্চ সুখের এক মাত্র নিদানভূত ধর্ম্মকেই আলি-ঙ্গন করে, তার শেষ সুখের শেষ নাই—তুলনা নাই! তোমার অনুপম দৃষ্টান্তই এ জগতে তার মহদ্দৃষ্টান্ত থা'ক্‌লো!

পাত। দৃষ্টান্ত—দৃষ্টান্ত ব'লে দৃষ্টান্ত—একবারে অত্যদ্ভুত চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত!

বিশ্বা। মহারাজ! যে পরীক্ষার কথা ব'ল্লেম, অসাধারণ গুণ আর অসামান্য পুণ্যবল ব্যতীত তাতে পার নাই—তুমি সদারপুত্র সেই শ্রেণীর কঠোরতম ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে, অতএব তোমাদের ভাগ্যের, তোমাদের পুণ্যের, তোমাদের গুণের সীমা নাই! যে অসহনীয় ক্লেশ রাশি ভোগ ক'রেছ, তাতে কিছু মনে ক'রো না—সে কেবল সেই পরীক্ষার পূত অগ্নি; সেই অগ্নিকুণ্ড হ'তে আ'জ্ তোমরা অগ্নি-শোধিত সুবর্ণের ন্যায় নবোদ্দীপ্ত পবিত্র মূর্ত্তিতে উত্থিত হ'লে! অথবা মেঘমুক্ত

দিবাকরের ন্যায় অলৌকিক ধর্ম্ম-তেজে ত্রিলোককে আশ্চর্য্য ক'রে দিলে!— মনুষ্য এতদূর পারে কিনা, সেইটী দেখ্‌বার জন্যই ধর্ম্মের উত্তেজনায় আমি তোমার এই পরীক্ষা গ্রহণ ক'রেছি—যিনি ভ'দো চাণ্ডালের রূপ ধ'রে এত কাণ্ড ক'র্লেন, বাস্তব তিনি চণ্ডাল নন—তিনি স্বয়ং সেই ধর্ম্ম—তোমার জন্যই তাঁর চণ্ডাল সাজা। আ'জ্ মুক্তকণ্ঠে এই অদ্ভুত গূঢ় তত্ত্ব ত্রিজগৎ সমক্ষে ব্যক্ত ক'রে নরসিংহরূপী রাজাধিরাজেন্দ্র মর্ত্ত্যেন্দ্র হরিশ্চন্দ্রকে অক্ষয়-কীর্ত্তি নামা সিংহাসন প্রদান পূর্ব্বক এই ত্রিপথগা গঙ্গাদেবীর গর্ভেই— এস, মহারাজ! তোমার পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর-পদে তোমাকে পুনরভিষিক্ত করি! আমার বস্তু আমি যারে ইচ্ছা দান কর্ব্বার অধিকারী—যাঁর অলৌকিক দাতৃত্ব-গুণে এ বস্তু আমার, আ'জ্ মনের সুখে তাঁরেই তা দান করি—(মুকুট হস্তে লইয়া) যাঁর দেব-লাঞ্ছিত মস্তক হ'তে এই মণিমুকুট স্থানান্তরিত ক'রে মর্ম্ম-পীড়ায় দগ্ধ হ'চ্ছিলেম, আ'জ্ আবার সেই শূর-শিরে তা পুনঃস্থাপন ক'রে তাপিত প্রাণ শীতল করি—যাঁরে এই হিরণ্য-সিংহাসন হ'তে অবতারিত ক'রে লোকের নিকট নিয়ত নিন্দিত আর আত্মগ্লানির নিকট নিয়ত ভৎর্সিত হ'য়ে মর্ম্মে মর্ম্মে কাতর ছিলেম, আ'জ্ আবার সেই সিংহকে সেই সিংহের আসনে বসিয়ে জগতের উল্লাস, আত্মার তৃপ্তি, নয়নের সার্থকতা করি—তোমরা সকলে জয়োচ্চারণ কর! (রাজা রাণীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে সংস্থাপন।)

(সকলের মুখে যুগপৎ জয় জয় ধ্বনি ও নানা বাদ্যোদ্যম)

পাত। (নৃত্য করিতে করিতে) জয় রাজর্ষি বিশ্বামিত্রকি জয়! জয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকি জয়! জয় রাণীমায়ীকি জয়! জয় রাজপুত্র (রোহি- তাশ্বকে লইয়া রাজ-ক্রোড়ে স্থাপন) রোহিতাশ্বকি জয়! জয় জয় পাতগুলকি জয়!—আহা হা কি আহ্লাদ! কি আহ্লাদ!—তবু ভাল ঠাকুর আমার নিদয় নন! কেবল পরীক্ষার জন্যই এত কাণ্ড! তাই তো বলি, দয়াল ঠাকুর হঠাৎ এমন নিষ্ঠুর কেন? রাজ্য ছেড়ে বনে এসে আবার রাজ্য কেন? যা হ'ক্, আ'জ্ দুঃখ দূরে গেল! কিন্তু প্রভো! ঐ দুরাত্মা নাগেশ্বরের এখন কি দণ্ড হবে? ঐ পাষাণে মুখ ঘস্‌ড়ানো—

বিশ্বা। নাগেশ্বর অতি দুর্ম্মতি—অতি দুর্জ্জন—চিরজীবন কারারোধই উচিত; কিন্তু তা হ'লে সংশোধনের পথ এককালে রুদ্ধ হয়—দেখি, যদি ওর দুশ্চিকিৎস্য মোহব্যাধির কোনো প্রতীকার হয়—ওরে তপোবনে ল'য়ে যাই—তোমরা ওরে বিস্মৃত হও—তোমাদের নিজের কষ্টের কথাও এককালে ভুলে যাও—তোমরা মনের সাধে উৎসবে মগ্ন হও!

রাজা। প্রভো! আর কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করুন; আপনার সমক্ষে এই স্থলেই দুইটী সর্ব্ব-মনোরঞ্জক মাঙ্গলিক কার্য্যের সূত্রপাত করি। (সিংহাসন হইতে অবতরণ এবং বসন্ত মল্লিকার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) সকলে জয়ধ্বনি আর হুলুধ্বনি দাও! (উভয়ের পাণি সংযোগান্তে মন্ত্রী সমক্ষে) মন্ত্রীবর! এই তোমার সর্ব্ব গুণান্বিত পুত্র আর সর্ব্ব গুণবতী বধূ—সদয়-হৃদয়ে গ্রহণ কর—সুলগ্নে শুভ বিবাহ দাও!

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে! এস মা এস! (শিরশ্চুম্বন)

রাজা। (খগেন্দ্রের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) আ'জ্ সর্ব্ব সাক্ষাতে তুঙ্গ-রাজ-কুল-গৌরব কুমার খগেন্দ্রকে তাঁর পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করি! (দ্বিতীয় সিংহাসনে স্থাপন)

শৈব্যা। আর কমলারূপিণী কমলাকে আমার প্রাণাধিকা সহোদরা ব'লে সম্বোধন করি! আ'জ্ অবধি এই রাজসংসারে কমলাই সর্ব্বময়ী কর্ত্রী—কমল আমার দ্বিতীয় জীবন! (আলিঙ্গন)

সকলে। জয়! জয়! জয় ধর্ম্মের জয়! জয় গুণের জয়! জয় মহর্ষি বিশ্বামিত্রের জয়! জয় মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের জয়! জয় মহারাণী শৈব্যা দেবীর জয়! জয় নূতন তুঙ্গরাজের জয়! জয় নব দম্পতির জয়!

(নেপথ্যে দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য ও শূন্য হইতে পুষ্পবৃষ্টি)

বিশ্বা। ঐ সকলে দেখ, অমরেশ্বর অমরগণ সহিত আনন্দিত আর অনুকূল হ'য়ে পুষ্পবৃষ্টি ক'র্চ্ছেন—তোমরাও উৎসব কর—তোমাদের ধন, পুত্র, ধর্ম্ম, যশ বৃদ্ধ হ'ক্—পাতঞ্জল! এত দিন দুঃখিত ছিলে, এখন আমোদ কর—আমি স্বকার্য্যে অন্তর্ধান!

[প্রস্থান।

পাত। (নৃত্যপূর্ব্বক) কি আনন্দ! হায়! কি আনন্দ! দাদা রোহিত আয় না নাচি! (রোহিতকে কোলে লইয়া নৃত্য)

[বন্দীদ্বয়ের প্রবেশ]

(গীত)

রাগিণী ললিত-ভৈঁর—তাল ঢিমা তেতালা।

হ'লো সুমঙ্গলো, বল জয় জয় রে!
নিরাশারো, ভয়ঙ্করো, ঘন ঘোরো আড়ম্বরো,
অন্ধকারো, হ'লো দূরো,
আর্ কিবা ভয়্ রে?

মেঘ-মুক্ত দীপ্ত ছবি, হরিশ্চন্দ্র আর্য্য-রবি;
বামে শৈব্যা ছায়া দেবী, কিবা শোভাময়্ রে!
ধর্ম্ম হেতু রাজ্য-হারা, নিজ দেহ, পুত্র, দারা,
দাসত্বে অর্পণো করা, কার প্রাণে সয়্ রে? ১॥

আর্য্য-ভূমে বহু আর্য্য, দেখায়েছে ভুজবীর্য্য,
কিন্তু হেন ধর্ম্মশৌর্য্য, আর দৃষ্ট নয় রে!
যদবধি চন্দ্র সূর্য্য, কে পেরেছে হেন কার্য্য?
ধন্য এত্যাগ-স্বীকার্য্য, কীর্ত্তি পুণ্যময় রে!
সূর্য্যবংশ যশশ্চন্দ্র, সসাগরা ধরা ইন্দ্র,
ধন্য রাজা হরিশ্চন্দ্র নামে পাপ ক্ষয়্ রে! ২॥

সিংহেরো আসনোপরি, শৃগালেরো নৃত্য হেরি,
নিরানন্দে মর্ত্ত্যপুরী, ছিল মৃত প্রায়্ রে!
আজি ধরা হ'লো ধন্য, শূন্য সিংহাসনো পূর্ণ;
দেবগণ দেখ তূর্ণ, শূন্যে ঐ উদয়্ রে!
বাজিছে দুন্দুভি ঘন, নাচিছে অপ্সরাগণ,
সুরভি পুষ্প বর্ষণ, মস্তকে ঐ হয়্ রে! ৩॥

সমাপ্ত।

গ্রন্থকার-প্রণীত অন্যান্য উপাদেয় পুস্তকের

বিজ্ঞাপন।

১। দুলীন। ২৲ দুই টাকা।

বা রণজিৎ সিংহ-সংক্রান্ত ঐতিহাসিক নবন্যাস।

হিতবাদী সংবাদ পত্র সত্যই বলিয়াছেন যে, শুদ্ধ নাটক লিখিয়াই মনোমোহন বাবু অতুল কীর্ত্তি রাখেন নাই, "তাঁহার 'পদ্যমালা' শ্রেণীপাঠ্য পদ্যগ্রন্থের মধ্যে অতুলনীয়; তাঁহার 'দিনের দিন সবে দীন' প্রভৃতি গান সকলের তুল্য মূল্য নাই এবং হাফ্‌আখ্‌ড়াই প্রভৃতি সঙ্গীত-সংগ্রামের গীত রচনায় তিনি একালে অদ্বিতীয়।" আবার এই "ঐতিহাসিক নবন্যাসেও তিনি যে এমন অনুপম কৃতিত্ব দেখাইবেন, তাহা আমরা ইত্যগ্রে ভাবি নাই।" ** ইহা "অভিনব প্রকরণে বিরচিত। বৃহৎ বলিয়া বিরক্তি দূরে থাকুক, পড়িতে পড়িতে ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না—প্রতি পরিচ্ছেদে যেন নব কৌতুহল উদ্দীপিত করে। ফলতঃ কল্পনা, রচনা, ঘটনার যোজনা, চরিত্রের বৈচিত্র ও সামঞ্জস্য সকলই উচ্চ শ্রেণীর।"

বঙ্গবাসী বলেন "সত্য সত্যই দুলীনের বিচিত্র জীবন। * * লিপি-চাতুর্য্যে, সরল সুন্দর-ভাষার পারিপাট্যে এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও শিল্পনৈপুণ্যে "দুলীন" বড় কৌতুহলোদ্দীপক ও প্রীতিপ্রদ হইয়াছে।" ফলতঃ বঙ্গভাষায় ইহা এক অপূর্ব্ব সামগ্রী হইয়াছে।

২। আনন্দময় নাটক। ১৲ এক টাকা।

মনোমোহন বাবু-কৃত এই সামাজিক নাটকও অতি অপূর্ব্ব—পড়িতে পড়িতে পাষাণ-হৃদয়ের চক্ষেও অশ্রু বর্ষণ হয়। গল্পের পারিপাট্য ও চরিত্র-চিত্র (বিশেষতঃ প্রধান নায়ক আনন্দময় বাবুর) অতি সুন্দর—অতি সুন্দর! সাহিত্য-প্রেমিক মাত্রেরই লওয়া উচিত।

৩। রাস-লীলা—গীতিনাট্য। ৸৹ বার আনা।

রাসলীলার প্রশংসাবাদ বাহুল্য—একে রসাল কৃষ্ণ বিষয়, তায় মনোমোহন বাবুর রসময়ী লেখা, এই বলিলেই যথেষ্ট—রাসলীলা যে শুদ্ধ ইন্দ্রিয়-বিলাস নয়, উচ্চ আধ্যাত্মিকতাময়, তাহাও ইহাতে সুন্দর প্রদর্শিত হইয়াছে। ইমারেল্‌ড থিয়েটরে ইহার অভিনয় দর্শনে সহস্র সহস্র লোক মোহিত হইয়াছেন।

৪। মনোমোহন-গীতাবলী। ১৷৹ পাঁচ শিকা।

ঈশ্বর বিষয়ক, হাফ্ আখ্‌ড়াই, দাঁড়াকবি, পাঁচালি, রথের গান, নগরকীর্ত্তন, টপ্পা, নাটক, গীতাভিনয়, আগমনী, নবমী, বিজয়া, বৈষ্ণব ও বাউল তন্ত্র, সামাজিক, রাজনৈতিক, রঙ্গিলাদি নানা রসের (নানা সখের দলের নিমিত্ত বিরচিত) উৎকৃষ্ট গান সমূহের বৃহৎ পুস্তক (প্রায় ২৫০ পৃঃ)। ইহাতে ৩৩৪টী গান ও ১৪টী সুন্দর ছড়া আছে। পুস্তকের প্রথমেই আখ্‌ড়াই সংগীত-সংগ্রামের জন্মাদি ইতিবৃত্ত লিখিত হইয়াছে। ইহার প্রকাশক

বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। এ পুস্তকের প্রশংসা আমরা কি বলিব, নব্য-ভারত লিখিয়াছেন, "এই সংগ্রহে মনোমোহন বাবুর অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে।" বঙ্গবাসী লিখিয়াছেন "তাঁহার নাটক সমূহে তাঁহার কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু গীতাবলীই তাঁহার কবিত্বের প্রকৃত পরিচায়ক।" মুর্শিদাবাদ পত্রিকা লিখিয়াছেন, "এই পুস্তক বঙ্গীয় কাব্য, নাটক ও কবিত্ব প্রিয় মাত্রেরই এক এক খানি সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত।" দৈনিক ও চন্দ্রিকা লিখিয়াছেন, "এখনকার টপ্পা বল, যাত্রা বল, কীর্ত্তন বল, থিয়েটরের গান বল, আর ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত বল, সকলই ফাকা ফাকা, রসে মরা, গদ্যময়, কবিতাশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। * * এমন দিনে গুরুদাস বাবু, মনোমোহনের মন-মাতানো, মন-জুড়ানো, সরস সঙ্গীত-লহরীর প্রবাহ বিস্তার করিয়া সত্য সত্যই আমাদের পরমোপকার সাধন করিয়াছেন।"

৫। হিন্দু আচার ব্যবহার।

(পারিবারিক ও সামাজিক একত্র) ॥০ আট আনা।

৬। বক্তৃতামালা। ॥৵০ দশ আনা।

হিন্দু-হিতৈষিণী বলেন "পাঠ করিয়া নিতান্ত প্রীত হইলাম। * * মনোমোহন বাবু লিপি-নৈপুণ্যে হিন্দু-আচার গুলি অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।" ঢাকাপ্রকাশ বলেন, "* * অকাট্য যুক্তি প্রয়োগে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। * * গর্ব্বিণীদিগের কর্ত্তব্যতা, আধুনিক বিবাহ গুলির শ্রেণীবিভাগ, যুক্তি বিবাহ এবং চুক্তি বা মুক্তি বিবাহের সংজ্ঞা ও বর্ণনা, পুনর্ব্বিবাহের নিন্দা, হিন্দু-পরিবারে প্রভু ভৃত্যের দৃঢ় সম্বন্ধ এবং স্ত্রী-স্বাধীনতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল বর্ণনা অত্যন্ত সরস হইয়াছে।" *Bengal Christian Herald* বলেন "To Babu Manomohan Basu, our excellent brother of the Madhyastha, belongs the credit of rescuing Bengali speeches from the contempt in which they were held of our educated countrymen. . . we have been struck, with the purity and chasteness of the style ; the evolution of the latent elasticity of our language, in the expression of ideas, foreign and intractable ; the flights of eloquence, fiery of the heart ; the warmth of feeling, the earnestness of purpose, the zeal of patriotism, the vein of honesty ;—which mark Babu Manomohan's speeches. The last speech, in which the duties of Teachers and of Scholars are enforced, is particularly instructive."

মনোমোহন বাবুর অবশিষ্ট পুস্তকের তালিকা মলাটে দেখুন।

বসু এণ্ড কোং।

কলিকাতা, মনোমোহন লাইব্রেরী, ২০৩।২ নং করনূওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।